বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৮-২০০৯

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের সমগ্র পল্লী এলাকার, বিশেষ করে পশ্চাদপদ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ বিভাগের কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকারের নীতিমালা, অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র লোককে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উলেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বিআরডিবি'র অন্যতম কর্মসূচি "অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প" তথা পিআরডিপি ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতিগঠনমূলক সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করে লিংক মডেল হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বার্ড ও আরডিএ একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত আছে। এ ধরনের সাম্প্রতিক কয়েকটি মডেল যেমন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, ইকো-স্যানিটেশন মডেল এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা মডেল গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সেচের পানির বহুমুখী ও ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবহারের ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পেরেছে। অন্যদিকে সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর প্রায় ১ কোটি লোককে সম্পৃক্ত করেছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)-এর অবদান প্রশংসিত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ইতোমধ্যে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন "একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি" এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমি আশা করি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহ এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে যত্নবান হবে এবং ২০১৩ ও ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনসহ অন্যান্য বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। এ বিভাগের হালনাগাদ তথ্য জানার জন্য প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি)

জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের রয়েছে সমগ্র দেশব্যাপী অবকাঠামো ও কর্মকান্ড। এ বিভাগ গ্রামের কৃষকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ এলাকার জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমে সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকারসমূহ প্রতিফলনের সর্বোত্তম প্রয়াস নেয়া হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত সুখীসমৃদ্ধ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বিপুল জনসমর্থন নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে। সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহারে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসাবে কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আরডিসিডি কৃষি ও অকৃষি খাতের উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান, পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন, জমি, জল ও জনসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ইত্যাদির সমন্বয়ে ১০টি কৌশলগত উদ্দেশ্যচিহ্নিত করে একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ২০০৮-০৯ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর স্বপ্ন "একটি বাড়ি একটি খামার" বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ বিভাগকে দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি এ বিভাগের ২০০৮-০৯ সালের সামগ্রিক ও সংস্থাভিত্তিক কার্যক্রমের একটি বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন। অতীতের ধারাবাহিকতায় এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হল বিধায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি প্রণয়নে মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষ করে যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) বেগম কৌশল্যা রানী বাগচী এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রকাশনাটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে আসুক এ কামনা করি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি)

ছবি

রোকেয়া সুলতানা
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতাউত্তর বিগত ৩৮ বছরে রাজনৈতিক চড়াই উতরাই, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সর্বশেষ বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রেই উল্ল্যেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ড দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন, টিকা দান কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, নারী শিক্ষা, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য প্রশংসিত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ সামাজিক উন্নয়নের নানাবিধ ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশ এখন একটি মধ্যম উন্নয়ন পর্যায়ের দেশ হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনসহ সরকারের "ভিশন ২০২১" এ বর্ণিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং ২০০৮-২০০৯ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

এ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ, প্রশিক্ষণ, সেচ, সমবায় ভিত্তিক বিপনন ও অন্যান্য সহায়তা সম্প্রসারণ করে নানাবিধ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে। ফলে একদিকে দেশের বেকার যুব শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত হয়েছে, অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত নতুন নতুন পল্লী উন্নয়ন মডেল পরবর্তীতে জাতীয় কর্মসূচি আকারে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সার্বিক পল্লী উন্নয়নে অবদান রাখছে।

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রতি বছর তার কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮-০৯ প্রণীত হল। বিভাগ এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর তিনজন অনুষদ সদস্য ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, যুগ্ম পরিচালক; জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, যুগ্ম পরিচালক এবং জনাব আবদুল করিম, উপ-পরিচালক এ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ বিভাগের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) বেগম কৌশল্যা রাণী বাগচী এ কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধানসহ প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করেছেন। আমি এ জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে প্রকাশনাটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে এবং এ বিভাগের কর্মকান্ড সর্ম্পকে জানতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(রোকেয়া সুলতানা)

সূচিপত্র

১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র
পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন
বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট
বিভাগের প্রধান কার্যাবলী
মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট

৩. ২০০৮-০৯ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
প্রশাসনিক সংস্কারমূলক কার্যক্রম
উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
২০০৮-০৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
দারিদ্র্য বিমোচন
আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি
নারীর ক্ষমতায়ন
বৃক্ষরোপন কর্মসূচি
বিশেষ এলাকার জন্য কর্মসূচি
গবেষণা কার্যক্রম
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প

৪. পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন
বার্ডের পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক উদ্ভাবন
ইকোটয়লেট মডেল
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) মডেল
আরডিএ উদ্ভাবিত মডেল
সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা মডেল
বায়োটেকনোলজী ল্যাবরেটরীতে উৎপাদিত আলুবীজ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত মডেল
অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২)

৫. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
সমবায় অধিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

৬. পরিশিষ্ট

১
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের অবস্থানও পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির মধ্যে যে সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ ক) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে নিয়েজিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; খ) মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; গ) ভূমিহীন ও প্রান্তীক চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ; ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; ঙ) পল্লীর জনগণের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি; চ) প্রতিটি বাড়ি ও গ্রামের প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা; ছ) প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন, ইত্যাদি।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীন কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ঃ দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সাম্প্রতি বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার নির্বাচনের পূর্বে দারিদ্র্য হ্রাসকরণকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রূপকল্প ২০২১ প্রকাশ করেছিল। এ রূপকল্পে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্য সীমার হার ২৫ এবং ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে ৬.৫ কোটি

দরিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে ৪.৫ কোটি এবং ২০২১ সালে ২.২ কোটিতে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় এনে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহারকে বিবেচনার আনার ফলে বর্তমান পরিকল্পনায় ১০টি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০১ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ পরিকল্পনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে একটি আইসিটি ইউনিট গঠন করা, উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা; সমগ্র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলা; দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে গৃহীত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিআরডিবির সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা; বিদ্যুৎ চাহিদা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা; ঢাকার পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্য আরডিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত পানি ব্যবস্থাপনা মডেলের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসাকে পানি সরবরাহ করা; ক্ষুদ্রঋণ উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের সুবিধার্থে বাজার সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; সমবায় ভিত্তিক বাজার মডেল গড়ে তোলা ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রয়াসে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির তীব্রতা হ্রাস পেলেও এখনও এর ব্যপকতা ও গভীরতা উদ্বেগজনক। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত খানা আয় ও ব্যায় জরীপ ২০০৫ অনুযায়ী আয়-দারিদ্র্যের শতকরা হার হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জরীপে ব্যবহৃত মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪.৩ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ২৫.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জরীপে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতি অনুযায়ী দারিদ্র্য পরিস্থিতির শতকরা হারের ক্ষেত্রে অনুরূপ নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দরিদ্রদের সংখ্যার দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে অনপেক্ষ দরিদ্রের (Absolute poor) সংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫৫.৩ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৫৬.০ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। আবার একই পদ্ধতি অনুযায়ী একই সময়ে চরম দারিদ্রের সংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৯.১ মিলিয়ন থেকে ২০০৫ সালে ২৭.১ মিলেয়নে হ্রাস পেয়েছে। পল্লী এবং শহর অঞ্চলের মধ্যে দারিদ্র্যের পরিস্থিতি তুলনা করলে দেখা যায় যদিও শহরে দরিদ্রের সংখ্যা এবং হার পল্লীর তুলনায় কম কিন্তু শহরে দরিদ্রের সংখ্যা এবং শতকরা হার উভয়েই গত দশ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে দরিদ্রদের সংখ্যা এবং হার উভয়েই গত দশ বছরে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে হ্রাস পেয়েছে (বিবিএস, ২০০৯)। এর প্রধান কারণ হিসেবে পল্লী অঞ্চলে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন, গ্রাম থেকে শহরে দরিদ্রদের অভিবাসন, ইতাদি উল্লেখযোগ্য।

দারিদ্র্য হ্রাসের এ হার অব্যহত থাকলে ২০১৩ সালে উচ্চ দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারীর শতকরা হার দাঁড়াবে ৩০.৯৭ শতাংশে এবং ২০১৫ সালে দাঁড়াবে ২৮.৪২ শতাংশে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারীর শতকরা হার ২৯.৪ এবং বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে এ হার ২৫ এ নামিয়ে আনতে হবে। এ হিসেব মতে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে থাকলেও নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিশ্রুত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারীদের শতকরা হার বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু গত ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যের হার যেভাবে কমেছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৩ সালে নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারীর শতকরা হার দাঁড়াবে ১৮.১৩। নিচের সারণিতে গত ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সালের তথ্যের উপর ভিত্তি করে Regression Model - এর সাহায্যে আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য হ্রাসের হারের অভিক্ষেপণ (Projection)দেখানো হলো।

সারণি-১.১: বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের অভিক্ষেপণঃ ২০০৮-২০২১ সাল পর্যন্ত

বছর	উচ্চ দারিদ্র্য-রেখা (অনপেক্ষ দারিদ্র্য)	নিম্ন দারিদ্র্য-রেখা (চরম দারিদ্র্য)
২০০৮	৩৭.৩৬	২৩.৫৫
২০০৯	৩৬.০৮	২২.৪৬
২০১০	৩৪.৮১	২১.৩৮
২০১১	৩৩.৫৩	২০.৩০
২০১২	৩২.২৫	১৯.২২
২০১৩	৩০.৯৭	১৮.১৩
২০১৪	২৯.৭০	১৭.০৫
২০১৫	২৮.৪২	১৫.৯৭
২০১৬	২৭.১৪	১৪.৮৮
২০১৭	২৫.৮৭	১৩.৮০
২০১৮	২৪.৫৯	১২.৭২
২০১৯	২৩.৩১	১১.৬৩
২০২০	২২.০৪	১০.৫৫
২০২১	২০.৭৬	৯.৪৭

উৎস ঃ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার এবং অভিক্ষেপণ তুলনা করলে প্রতীয়মান হয়ে যে, অতীতের দারিদ্র্য নিরসনের হার অব্যাহত থাকলে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে অতীতের ধারা অব্যাহত থাকলে বর্তমান সরকারের ২০১৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা উচ্চ দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী অর্জিত হবে ২০১৮ সালে এবং নিম্ন দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী অর্জিত হবে ২০১৬ সালে। তবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অর্জন করতে হলে পূর্বের তুলনায় অধিক গুরুত্বের সাথে কাজ করতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আরও নতুন কর্মসূচি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বাড়াতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে উৎপাদনকারীকে বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ব্যায় সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ

বান্ধব সেচ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করতে হবে। প্রতিটি থানায় বিদ্যমান সম্পদকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার করে আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে আইসিটি ভিত্তিকে কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে হবে। আইসিটি-র মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি ও কৃষি পণ্যের বাজার তথ্য, সরকারের বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরীর তথ্য ইত্যাদি প্রদান করতে হবে। ফলে কৃষকগণ তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারবে এবং উৎপাদন বাড়াতে পারবে এবং উৎপাদিত পণ্যের যথার্থ মূল্য পাবে। বেকার যুবকগণ চাকুরীর সুযোগ পাবে। অতি দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী যাদের কোন জমি বা সম্পদ নেই তাদের জন্য বিশেষ ধরনের কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। তাদের ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান কররে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সর্বোপরি সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথার্থ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক আমলে বিপর্যস্ত কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগে এ দেশের সমবায়ের যাত্রা শুরু হয় এবং তখন থেকে অদ্যাবধি সরকারই এ সেক্টরের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। এনজিও সেক্টরের সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের আগে সমবায়ই ছিল পল্লী এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ লাভের একমাত্র উৎস। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিদ্ধস্থ কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে ঋণ সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকের কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং ৮০ এর দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। বিআরডিবি কৃষক সমবায় সমিতির পাশাপাশি অকৃষি সমিতিও (বিত্তহীন সমবায় সমিতি, মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি) ব্যাপকভাবে চালু করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

দ্বি-স্তর সমবায়কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রথমে বার্ড এবং পরবর্তীতে বার্ড ও আরডিএ যৌথভাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করে একটি নতুন মডেল উদ্ভাবন করে। সমবায়ের

নবতর সংস্কারণ সিভিডিপি জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, স্থানীয় পুঁজি সৃষ্টি ও ব্যবহার, স্থানীয় পুঁজি থেকে ঋণের যোগান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদির সমন্বয়ে সিভিডিপি এক ব্যতিক্রমধর্মী সমবায় মডেল। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)টি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বার্ড, কুমিল্লা; বিআরডিবি; আরডিএ, বগুড়া; এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি তথা দ্বিস্তর সমবায় দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৪টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৫৯টি উপজেলায় উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) এবং ৭০৪১৯ টি গ্রাম ভিত্তিক কৃষক সমবায় সমিতি (কেএসএস) গঠনের মাধ্যমে প্রায় ২৫ লক্ষ ২৪ হাজার সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে দেশের প্রত্যন্ত পল্লীতে এক বিশাল সমবায়ভিত্তিক সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে। দ্বিস্তর সমবায় কার্যক্রমের আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২৩.৩৪ মিলিয়ন টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ১৩,৩৬.৪৯ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় আলোচ্য অর্থবছরে ৬৬৭.৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ৫৮৬৮.৭৮ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এদেশের সামগ্রিক সমবায় কার্যক্রমের উন্নয়নে নিয়োজিত রয়েছে সমবায় অধিদপ্তর। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সমিতিসমূহের নিবন্ধন, হিসাব নিরীক্ষা, সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর প্রয়োগ ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। দেশে বর্তমানে (২০০৮-০৯ পর্যন্ত) নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা ১,৬৪,৫১৪টি। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা ৮৫,০৫,৭৩৮ জন।

সমবায় অধিদপ্তর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৩৮.২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর মাধ্যমে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২,৬৯,১৬৪ জন সমবায়ীকে সমিতি পরিচালনা, নেতৃত্ব, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন এবং জাতীয় কর্মসূচী যেমন বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত " একটি বাড়ি একটি খামার" কর্মসূচি সমবায় আন্দোলনকে আরও বেগবান করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় ভিত্তিক বিপনন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে গ্রামীণ উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। অপরটি হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচলনা, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিংকে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা।

২.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী

১. পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন;
২. পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বীমা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
৪. সমবায়ীদের জন মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;
৫. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নতুন মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন;
৬. সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

২.৩. মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে -

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি
২. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
৩. পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি
৫. গবেষণা ও প্রয়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ফলাফল সম্প্রসারণ

এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনে অবদান রাখার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় নিম্নরূপ আরও পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য যোগ করা হয়। এ গুলো হচ্ছে-

৬. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন
৭. অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার-সংযোগ (Marketing Linkage) সৃষ্টি
৯. খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদন
১০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

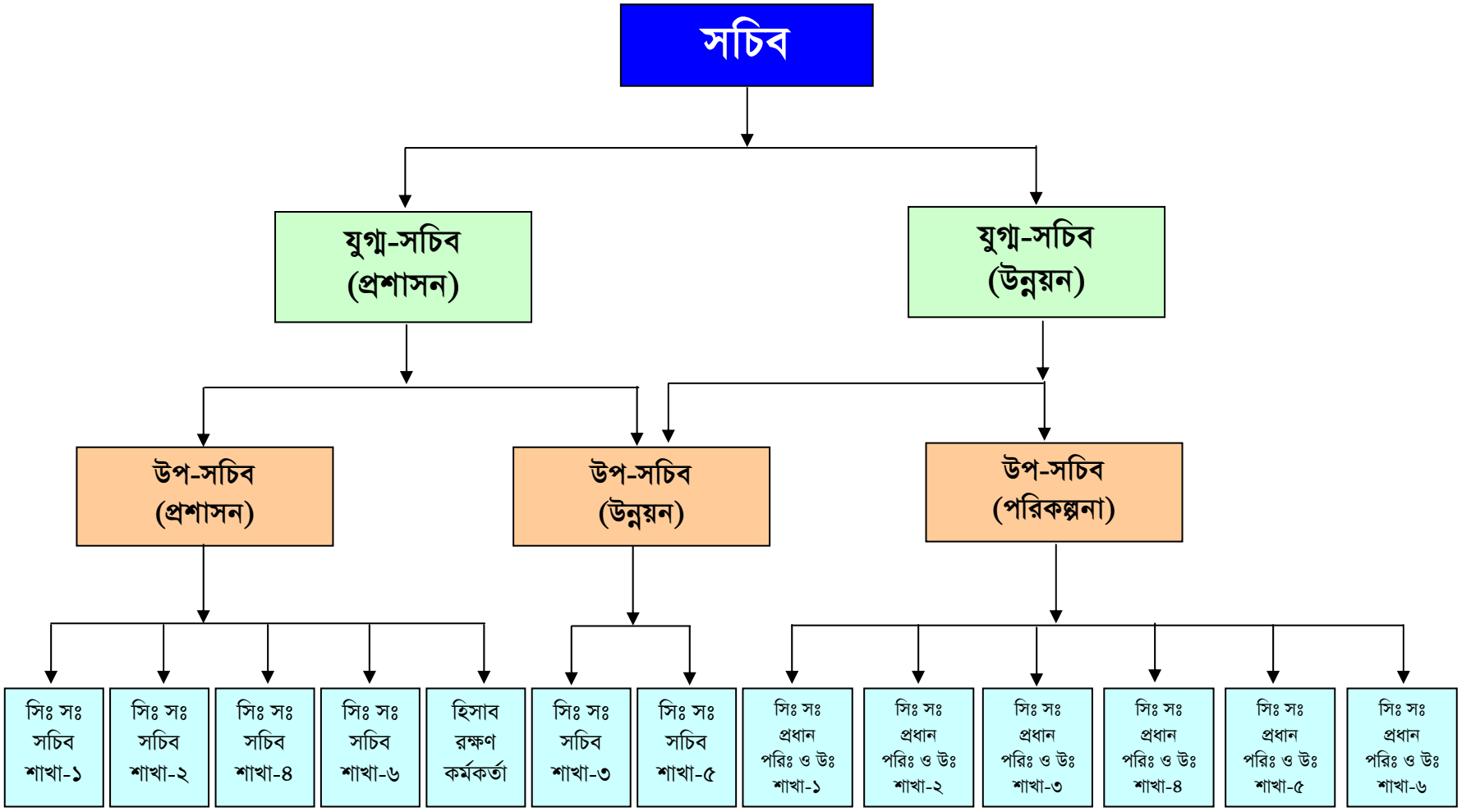

২.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট

গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সর্বমোট বাজেট বরাদ্ধ ছিল ৪৬২.১৫ কোটি টাকা যা ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় ১৪% বেশি। অনুন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১৭৮.৮৩ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ২৮৩.৩২ কোটি টাকা ছিল। রাজস্ব এবং উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৩৯ এবং ৬১। বিস্তারিত বাজেট চিত্র পরিশিষ্ট-১ ও ২ এ দেখা যেতে পারে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্ত সংস্থাগুলোর রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের চিত্র নিম্নে একটি পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

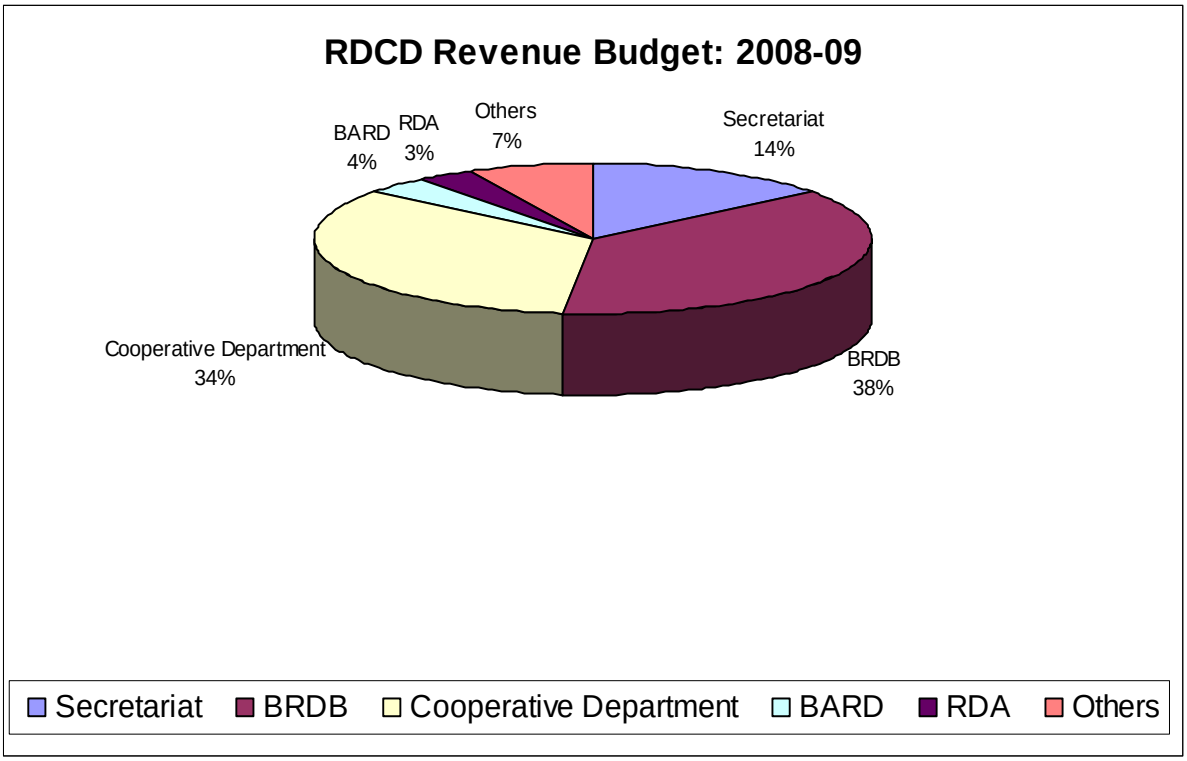

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট বিভাজন পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে, এ বাজেটের শতকরা হারে বরাদ্দকৃত অর্থের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থানে রয়েছে বিআরডিবি (৩৮%) এবং সমবায় অধিদপ্তর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে (৩৪%)। সচিবালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যথাক্রমে ১৪%, ৪% এবং ৩% হারে। বাজেটের বাকি ৭% বরাদ্দ রয়েছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তিনটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বাৎসরিক চাঁদা প্রদান, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন ফেডারেশন, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য।

৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

৩. ২০০৮-০৯ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্য বিমোচনকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লী জীবনের গতিশীলতা আনায়নের জন্য হতদরিদ্রদের মাঝে নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দারিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে ৪.৫কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প "একটি বাড়ি একটি খামার" আশ্রয়ন, প্রকল্প সমূহের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.১ প্রশাসনিক সংস্কারমূলক কার্যক্রমঃ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কারমূলক এবং বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

ক. প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা আনয়নঃ

প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে অত্র বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর /অধিদপ্তরের ICT সংক্রান্ত সেল গঠণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। ICT সেল গঠিত হলে কর্মদক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া ডাটা বেজের মাধ্যমে অধিক তথ্য সহজ লভ্য করবার ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

খ বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির প্রসারঃ

অবাধ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষে বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট উম্মুক্ত করা হয়েছে। ওয়েব সাইট সমূহ নিয়মিত আপ-ডেট এর মাধ্যমে জন সাধারণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ শূন্য পদে লোকবল নিয়োগঃ

এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ অধিদরের শূন্যপদ পূরণের প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরে সমবায় অধিদপ্তরে ১১জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগদান এবং ৫৭৪জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতী প্রদান করা হয় । বিআরডিবি তে ৩৭০জন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাকে নিয়োগপ্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ. আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগঃ

২০০৯-২০১০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় **17th Regular Meeting of CIRDAP Executive Committeeg(EC) 17th Regular Meeting of CIRDAP Governing Council (GC-17)** সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসওে এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে ।বিশেষত বিভিন্ন দেশের মন্ত্রণালয়, দূতাবাস এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এ বিভাগ হতে সম্পন্ন হয়েছে।

ঙ. পেনশন কেসের দ্রুত নিস্পত্তিকরণঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা /প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন কেইস নিস্পত্তিতে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে । নিয়মিতভাবে প্রতিটি মাসিক সমন্বয় সভায় পেনশন সংক্রান্তে বিশদ আলোচনা হয় এবং এতদ্‌বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরিত হয়।

ইতোমধ্যে পেনশন সহজীকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্মতারিখ অনুসারে ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

চ. অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণঃ

অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত অডিট নিস্পত্তির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফলে ২০০৮-২০০৯অর্থ বৎসরে অডিট নিস্পত্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসর মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল১৬৬২টি এবং জড়িত অর্থের পরিমান ছিল ৩৮২.৩৭কোটি টাকা। এ বছর ২৯৩টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয় যাতে নিস্পত্তিকৃত অর্থের পরিমান ছিল ২০.৪৯ কোটি টাকা।

৩.২.১ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৮৩,৩২.০০ লক্ষ (জিওবি ৫৩,৬৪.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২২৯,৬৮.০০ লক্ষ) টাকা। এর বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ২৪২,০৪.৭৩ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৮৫.৪৩%।

সংস্থা ভিত্তিক বরাদ্দ ও আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০০৯) ঃ

(লক্ষ টাকা)

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০০৮-০৯ সালের সংশোধিত বরাদ্দ		জুন'২০০৯ পর্যন্ত টাকা অবমুক্তি (বরাদ্দের%)	জুন'২০০৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের%) (অবমুক্তির%)		
					মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
বিআরডিবি	**৪টি**	**মোট টাকা প্রঃ সাঃ**	**১৮,৪৫.০০ ১৬,০৯.০০ ২,৩৬.০০**	**১৬০৯.০০ (১০০%)**	**১৫১৫.৯২ (৮২.১৬%) (৮৩.৪৭%)**	**১৩০৮.৭৩ (৮১.৩৪%) (৮১.৩৪%)**	**২০৭.১৯ (৮৭.৭৯%) (১০০%)**
সমবায় অধিদপ্তর	**৩টি**	**মোট টাকা প্রঃসাঃ**	**৮,৩১.০০ ৮,৩১.০০ ০.০০**	**৮৩১.০০ (১০০%)**	**৭৮২.২৫ (৯৪.১৩%) (৯৪.১৩%)**	**৭৮২.২৫ (৯৪.১৩%) (৯৪.১৩%)**	-
আরডিএ, বগুড়া	**৩টি**	**মোট টাকা প্রঃসাঃ**	**১১,২৫.০০ ১১,২৫.০০ ০.০০**	**১১২৪.৯৪ (৯৯.৯৯%)**	**১১০৮.০৮ (৯৮.৫০%) (৯৮.৫০%)**	**১১০৮.০৮ (৯৮.৫০%) (৯৮.৫০%)**	-
বার্ড, কুমিলা	**২টি**	**মোট টাকা প্রঃসাঃ**	**৫,৪৬.০০ ৫,৪৫.০০ ১.০০**	**৫৪৫.০০ (৯৯.৮২%)**	**৫৪৪.৪৩ (৯৯.৭১%) (৯৯.৯০%)**	**৫৪৪.৪৩ (৯৯.৯০%) (৯৯.৯০%)**	- -
পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**৪টি**	**মোট টাকা প্রঃসাঃ**	**২৩৯,৮৫.০০ ১২,৫৪.০০ ২২৭,৩১.০০**	**১২২৫.৫০ (৯৭.৭৩%)**	**২০২৫৪.০৫ (৮৪.৪৪%) (৯৯.৭৪%)**	**১১৭৩.৪৫ (৯৪.২৫%) (৯৫.৭৫%)**	**১৯০৮০.৬০ (৮৩.৯৪%) (১০০%)**

প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল) (অনুমোদনের তারিখ)	প্রকল্প ব্যয়	জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০৮-২০০৯ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২০০৮-২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০৮-২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
	মোট জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য		
১) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুন, ২০০৫-মে, ২০১০) (২১-০৪-২০০৫)	১৮,২১.৫৩ ৫,০০.১৯ ১৩,২১.৩৪	৮২৩.২২ ২৩৮.৯১ ৫৮৪.৩১	৩১৮.০০ ১১০.০০ ২০৮.০০	৩০৩.৫৩ ১১০.০০ ১৯৩.৫৩	২৯৫.০২ ১০১.৪৯ ১৯৩.৫৩	(৯২.৭৭%) (৯৭.২০%)
২) উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭-জুন, ২০১০) (০৭ -০৬- ২০০৭)	২৪,৭৮.৪৩ ২৪,৭৮.৪৩ ০০.০০	১৯৩.৪৮ ১৯৩.৪৮ ০০.০০	৯৮৬.০০ ৯৮৬.০০ ০০.০০	৯৮৬.০০ ৯৮৬.০০ ০০.০০	৮২৬.৭১ ৮২৬.৭১ ০০.০০	(৮৩.৮৪%) (৮৩.৮৪%)
৩) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অ-প্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০০৯)	১৯৮২.০০ ১৯৮২.০০ ০০.০০	- - -	৫১৩.০০ ৫১৩.০০ ০০.০০	৫১৩.০০ ৫১৩.০০ ০০.০০	৩৮০.৫৩ ৩৮০.৫৩ ০০.০০	৭৪.১৮% ৭৪.১৮% -
৪) গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী (ডিসেম্বর, ২০০৮ - জুন ২০০৯)	২৮.০০ ০.০০ ২৮.০০	০০.০০ ০০.০০ ০০.০০	২৮.০০ ০.০০ ২৮.০০	১৩.৬৬ ০.০০ ১৩.৬৬	১৩.৬৬ ০.০০ ১৩.৬৬	(৪৮.৭৯%) (৪৮.৭৯%)
৫) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প । (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০০৯) (০২-০৬-২০০৬)	২৪,৯৮.৯০ ২৪,৯৮.৯০ ০০.০০	২২৬৬.৫৪ ২২৬৬.৫৪ ০০.০০	২৩২.০০ ২৩২.০০ ০০.০০	২৩১.৯৪ ২৩১.৯৪ ০০.০০	২৩০.৯৬ ২৩০.৯৬ ০০.০০	(৯৯.৫৫%) (৯৯.৫৮%)
৬) দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প । (জুলাই, ২০০৬-জুন, ২০১০) (১৯-০৬-২০০৬)	১৪,১৩.৯৪ ১৪,১৩.৯৪ ০০.০০	৯৪৯.৬১ ৯৪৯.৬১ ০০.০০	৪২৬.০০ ৪২৬.০০ ০০.০০	৪২৬.০০ ৪২৬.০০ ০০.০০	৪১৬.১২ ৪১৬.১২ ০০.০০	(৯৭.৬৮%) (৯৭.৬৮%)
৭) আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-পরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প ।	১৪,৯০.৮২ ১৪,৯০.৮২ ০০.০০	১৫০.০০ ১৫০.০০ ০০.০০	৪৬৭.০০ ৪৬৭.০০ ০০.০০	৪৬৭.০০ ৪৬৭.০০ ০০.০০	৪৬১.০০ ৪৬১.০০ ০০.০০	(৯৮.৭২%) (৯৮.৭২%)

প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল) (অনুমোদনের তারিখ)	প্রকল্প ব্যয়	জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০৮-২০০৯ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২০০৮-২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০৮-২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
	মোট জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য		
(জুলাই, ২০০৭-জুন, ২০১২) (৩১-০৫- ২০০৭)						
৮) আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদী । (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০০৯) (২৮-০৩-২০০৬)	১১,৬৯.২৫ ১১,৬৯.২৫ ০০.০০	৪,৯৫.১৮ ৪,৯৫.১৮ ০০.০০	৬৭৪.০০ ৬৭৪.০০ ০০.০০	৬৭৪.০০ ৬৭৪.০০ ০০.০০	৬৩৪.১৭ ৬৩৪.১৭ ০০.০০	(৯৪.০৯%) (৯৪.০৯%)
৯) সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী- ২য় পর্যায় । (জুলাই, ২০০৭-জুন, ২০১০)	৪,২২.৩০ ৪,২২.৩০ ০০.০০	১,৫৪.৮০ ১,৫৪.৮০ ০০.০০	১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ০০.০০	১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ০০.০০	১৪৩.৭০ ১৪৩.৭০ ০০.০০	(৯৯.১০%) (৯৯.১০%)
১০) বাংলাদেশের মৃৎশিল্প সমবায় সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০১০)	২৬১.০০ ০০.০০ ০০.০০	০০.০০ ০০.০০ ০০.০০	১২.০০ ১২.০০ ০০.০০	১২.০০ ১২.০০ ০০.০০	৪.৩৮ ৪.৩৮ ০০.০০	৩৬.৫০% ৩৬.৫০% ০০.০০
১১) বার্ড এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জুলাই, ২০০৬-জুন, ২০১০) (০৯-১০-২০০৬)	১৬,৩৭.৮৮ ১৬,৩৭.৮৮ ০০.০০	৪৬০.৭২ ৪৬০.৭২ ০০.০০	৫৪৫.০০ ৫৪৫.০০ ০০.০০	৫৪৫.০০ ৫৪৫.০০ ০০.০০	৫৪৪.৪৩ ৫৪৪.৪৩ ০০.০০	৯৯.৯০% ৯৯.৯০% ০০.০০
১২) পোস্ট ট্রেনিং ইউটিলাইজেশন অব এএআরডিও ইন বাংলাদেশ (জানুয়ারি, ২০০৮- মে, ২০০৯)	২.০৩ ০০.০০ ২.০৩	০০.০০ ০০.০০ ০০.০০	১.০০ ০০.০০ ১.০০	০০.০০ ০০.০০ ০০.০০	০০.০০ ০০.০০ ০০.০০	- -
১৩) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০০৯) (০২-০১-২০০৬)	২৩,৩৮.৫১ ২৩,৩৮.৫১ ০০.০০	১২,২২.৮৫ ১২,২২.৮৫ ০০.০০	১০,৪৪.০০ ১০,৪৪.০০ ০০.০০	১০৪৪.০০ ১০৪৪.০০ ০০.০০	১০২৮.০০ ১০২৮.০০ ০০.০০	(৯৮.৪৭%) (৯৮.৪৭%)
১৪) চর জীবিকায়ন কর্মসূচী (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩-জুন, ২০১১) (২০-০৪-২০০৪)	৬৬৭,৪৯.৮৩ ৯,০৩.৯৪ ৬৫৮,৪৫.৮৯	৩৬৫,০৯.৬৬ ২,৭১.৭৫ ৩৬২,৩৭.৯১	২০৩,১১.০০ ৮০.০০ ২০২,৩১.০০	১৬৬,৫৮.১০ ৭৭.৫০ ১৬৫,৮০.৬০	১৬৬,৫১.০৫ ৭০.৪৫ ১৬৫,৮০.৬০	(৮১.৯৮%) (৯৯.৯৬%)
১৫) সেকেন্ড মিনিস্টারিয়াল মিটিং অন রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক রিজিয়ন (জানুয়ারী ২০০৮-ডিসেম্বর	২,১৫.০০ ২,১৫.০০ ০০.০০	০০.০০ ০০.০০ ০০.০০	৭২.০০ ৭২.০০ ০০.০০	৭২.০০ ৭২.০০ ০০.০০	৭২.০০ ৭২.০০ ০০.০০	(১০০%) (১০০%)

প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল) (অনুমোদনের তারিখ)	প্রকল্প ব্যয়	জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০৮-২০০৯ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২০০৮-২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০৮-২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
	মোট জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাহায্য		
২০০৯) (১৭-০৯-২০০৮)						
১৬)ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (ফেব্রুয়ারী, ২০০৮-জুন, ২০১৫)	৮৮৬,৭৪.০০ ২,৭৪.০০ ৮৮৪,০০.০০	০০.০০ ০০.০০ ০০.০০	২৫,৫৮.০০ ৫৮.০০ ২৫,০০.০০	২৫৩২.০০ ৩২.০০ ২৫০০.০০	২৫০৩.০০ ৩.০০ ২৫০০.০০	৯৭.৮৫% ৯৮.৮৫%

৩.২.২ দারিদ্র্য বিমোচন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ প্রেক্ষিতে এ বিভাগ গত ২০০৮-২০০৯ সালে বেশ কিছু উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড; সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা; এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটিয়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ, সমবায় ব্যবস্থাপনা ও পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রেখে চলছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ডিসেম্বর ২০০৮ সাল নাগাদ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিতরণকৃত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণের শতকরা ৬৭.১৩ ভাগ বিতরণ করেছে। এ বছর এ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে সুফলভোগীসহ প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ডিএফআইডি'র অর্থানুকূল্যে এ বিভাগ জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১০ মেয়াদে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় গত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের মধ্যে আর্থিক সহায়তা, গরু/ছাগল/ভেড়া/মুরগী বিতরণ, বৃক্ষ রোপন, বসতভিটা উঁচু করা, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, নলকূপ স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান, সমাজিক উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২১,৭৩৮টি বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে, ২৭৬টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩১,১৮২ টি গরু বিতরণ করা হয়েছে।

বার্ড এবং আরডিএ কর্তৃক পরীক্ষিত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন গ্রাম কর্মসূচি (সিভিডিপি) এ বিভাগের মাধ্যমে বার্ড, কুমিল্লা; বিআরডিবি, আরডিএ, বগুড়া; এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচিটি

বাংলাদেশের ১৯ টি জেলায় ২১টি উপজেলায় ১,৫৭৫টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০০৯ জুন পর্যন্ত ৩১,৫৭,৫০০ জন সদস্য অর্ন্তভুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৮৩,১৬০ জন সদস্য (১১৬%) অর্ন্তভুক্ত হয়। প্রকল্পটি সাড়া দেশের ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে।

বিআরডিবি'র বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে গত ২০০৮-০৯ সালে ৫,৭১১টি দল/সমিতি গঠন করে প্রায় ২,৬৯,৩০০ জন সদস্য বা সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ সাল নাগাদ ক্রমপুঞ্জিত সদস্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৮ লক্ষ। এ সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগের অধিক নারী সদস্য। বিআরডিবি'র বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ সালে প্রায় ১,২৫৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচি অনুসারে ঋণ আদায়ের হার ৫২% থেকে ১০০% এর মধ্যে ছিল, যার মধ্যক অবস্থান ছিল ৯৪%। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিকে অধিক কার্যকর করার জন্য ২০০৭-০৮ সালে ১,৯৭,৯৩১ জন সুফলভোগীকে দক্ষতা ও মানব উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সুফলভোগীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬.২ মিলিয়ন।

বিআরডিবি-র সুফলভোগীদের খাদ্য নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দরিদ্রতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। দিনে দুবেলা খাবার গ্রহণকারীর হার কার্যক্রম এলাকায় ৮০% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৬৯% পরিলক্ষিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নয়ন ঘটেছে। উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার কার্যক্রম এলাকায় ২৪% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৩৫.৫%। নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার কার্যক্রম এলাকায় ১৬% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৬% পাওয়া যায়। বিআরডিবি-র সার্বিক কর্মকান্ডের ফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে এর অবদানের পরিমাণ ১.৯৩%।

সমবায় অধিদপ্তর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৩৮.২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর মাধ্যমে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৫,৪৮৬ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া সমবায় ভ্রাম্যমান ইউনিটের মাধ্যমে সমিতি পর্যায়ে ২,৬৪,৮১৭ জন সমবায়ীকে সমিতি পরিচালনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন এবং জাতীয় কর্মসূচি যেমন বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.২.৩ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি

আরডিসিডি'র নিজস্ব প্রকল্প ও আওয়াতাধীন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়। এজন্য প্রশিক্ষণ, ঋণ ও পরামর্শসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। নিজস্ব প্রকল্পসমূহের মধ্যে চরজীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) এবং সিভিডিপি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সিএলপির আওতায় ২৪৭৩০টি পরিবারকে গরু, ছাগল, ভেড়া ও মুরগী বিতরণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৮,৩৪৯টি পরিবারকে গৃহাঙ্গনে বাগান তৈরীতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কৃষি উপকরণ সরবরাহ, পশুখাদ্য চাষ, দুগ্ধ বাজার সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সহায়তা দেয়া হয়েছে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) এর আওতায় আলোচ্য বছরে ১৩৪০ জনকে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বিআরডিবি'র সকল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পুঁজি গঠন, ঋণ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা, কৃষি ও অকৃষি উপকরণ সরবরাহসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে দ্বি-স্তর সমবায়, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে শেয়ার- সঞ্চয় মিলে প্রায় ৪২ কোটি টাকা মূলধন সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি, পল্লী প্রগতি প্রকল্প, সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মূলধন গঠন, ঋণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়। উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহ থেকে প্রায় ৫০৭ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১৮,৫৩৯ জনকে আলোচ্য সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিআরডিবির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিআরডিটিটিআই এর মাধ্যমে ২৩,৭১১ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পিআরডিপি-২ এর আওতায় ৩৬,৮০৮ জনকে এবং উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৬১৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহের সম্মিলিত ফল হিসেবে আলোচ্য বছরে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিআরডিবি বিপুল অবদান রেখেছে।

সমবায় সেক্টরের আওতায় বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এর আওতায় ১৭০৫টি দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতি ও দুই লক্ষাধিক সমবায়ী কৃষক জড়িত রয়েছে। প্রকল্পটি বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা ও বেকার যুবকদের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিত ৪৮.১৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের ৩৮.২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৩.২.৪ নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে যে সকল কর্মসূচি রয়েছে এগুলোর অধিকাংশের প্রাধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। বার্ড ষাটের দশক থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করেই মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সৃষ্টি হয়েছে। বিআরডিবি ১৯৭৫ সাল থেকে জাতীয় ভিত্তিক পৃথক একটি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে, যার সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সরকার সম্প্রতি এ কর্মসূচিকে মহিলা উন্নয়ন অনু বিভাগ নামে বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচিভুক্ত করেছে। ২০০৩-০৪ অর্ধ বছরে বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক) শীর্ষক অপর একটি উন্নয়ন কর্মসূচি বর্তমানে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সাথে একত্রীভূত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া, বিআরডিবি'র সকল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সদস্য নির্বাচনে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। বার্ড এবং আরডিএ গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে যে সকল দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দিয়েছে তাদের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ৩২ ভাগ এবং ৩০ ভাগ নারী ছিল।

৩.২.৫ বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

এ পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার মানসে পরিবেশ রক্ষার কোন বিকল্প নেই। একটি দেশের পরিবেশ রক্ষার জন্য ন্যুনতম বন এলাকার পরিমাণ হলো শতকরা পঁচিশ ভাগ। কিন্তু আমাদের দেশে বন এলাকার পরিমাণ হলো মাত্র শতকরা সতের ভাগ। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুল প্রচার ও সরকারের তরফ থেকে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা (Incentives) প্রদানের ফলে জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে গণমানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় বনায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ১০৯.৭৩ লক্ষ বিভিন্ন বনজ ও ফলজ বৃক্ষের চারা রোপন করেছে।

৩.২.৬. বিশেষ এলাকার জন্য কর্মসূচি

বাংলাদেশের সকল এলাকা সমভাবে উন্নত নয় এবং কর্মসংস্থান ও আয়- উপার্জনের সুযোগ সুবিধাও একই রকম নয়। পশ্চাদপদ অঞ্চলসমূহে একদিকে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র্য, অন্যদিকে দারিদ্র্যের মাত্রাও অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি ।এ বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পশ্চাদপদ এলাকার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কিছু বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

দেশের হাওড়, চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল ও মঙ্গাপীড়িত এলাকাসমূহের জন্য এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য একটি প্রকল্প হল চর জীবিকায়ন কর্মসূচি। উত্তরাঞ্চলের যমুনা/ ব্রহ্মপুত্র অধ্যুষিত ০৫টি জেলার ২৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫ হাজার ও ৫৫ হাজার। হতদরিদ্র, কর্মহীন, ভূমিহীন ও সম্পদহীন পরিবার চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ, প্রশিক্ষণ, দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বাসস্থানের উন্নয়ন, সম্পদ বিতরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় ৫৪,৮০৫টি স্ল্যাব লেট্রিন স্থাপন, ১৪৬৯টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৩৪৮৪টি টিউবওয়েল প্লাটফর্ম নির্মাণ এবং ১,২২,৮৯৬টি গরু/ ছাগল/ ভেড়া ও ১২,৩৭৮টি মুরগী বিতরণ করা হয়েছে। ২১২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনপূর্বক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে, ১৬৮টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ৪৯৭৬ জন ছেলে-মেয়েকে পড়ানো হচ্ছে এবং ১৫০০ জন বেকার যুবক-যুবতীকে পোষাক শিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী করা হয়েছে।

বিআরডিবি দেশের মঙ্গাপীড়িত রংপুর, গাইবান্দা ও কুড়িগ্রাম জেলার ২৪ টি উপজেলায় "উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি" বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০০৯ পর্যন্ত ৬৬৮৪ জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং তুলনামূলক অনগ্রসরতা বিবেচনা করে বিআরডিবি ১৯৯২-৯৬ এবং ১৯৯৮-২০০০ মেয়াদে যথাক্রমে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প" ও "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ফলে প্রকল্প দুটি একীভূত করে ২০০৬-০৭ অর্থ বছর থেকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" নামে বাস্তবায়িত হয়েছে।

পশ্চাদপদ এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এ সকল কার্যক্রমের ফলে সুফলভোগী এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে আয় ও জীবনমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

৩.২.৭ গবেষণা কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে মূলতঃ দু'ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এগুলো হল- নীতি নির্ধারণী গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে যে সকল সংস্থা রয়েছে এর মধ্যে মূলতঃ বার্ড, কুমিল্লা এবং আরডিএ, বগুড়া এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। গ্রামীণ এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের ফলাফল নিরূপণের লক্ষ্যে একাডেমীসমূহ নীতি নির্ধারণী গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। নীতি নির্ধারিণী গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ সকল গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে

থাকে। প্রকাশনাসমূহের মধ্যে রয়েছে গবেষণা প্রতিবেদন, ষান্মাসিক জার্ণাল, ত্রৈমাসিক ইংরেজী ও বাংলা নিউজলেটার, সেমিনার ও কর্মশালা প্রতিবেদন ইত্যাদি। বার্ড গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৮টি নতুন গবেষণা এবং ২১টি চলমান গবেষণাসহ মোট ২৯টি গবেষণা পরিচালনা করে। এ অর্থ বছরে বার্ড ৮টি গবেষণা সমাপ্ত করেছে। আরডিএ, বগুড়া ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মোট ৩৬টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে। এর মধ্যে ৮টি ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে পরিচালিত এবং অবশিষ্ট ২৮টি পূর্ববর্তী বছরের চলমান গবেষণা। আরডিএ, বগুড়াও গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মোট ৮টি গবেষণা সমাপ্ত করেছে।

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বার্ড ৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে, এগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
(খ) Gender Rights Operation Violence Elimination (GROVE) Project
(গ) Waste Resource Recycle and Management
(ঘ) জনসংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প এবং
(ঙ) বার্ডের কার্যক্রম শক্তিশালী করণের জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

এ ছাড়া বার্ড প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বার্ড সেবার মান উন্নয়ন, নীতিমালা সংশোধন, অফিসের "কার্য উন্নয়ন" টিম গঠন, পেনশন সেল ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে।

আরডিএ, বগুড়া ২০০৮-০৯ সালে এডিপিভুক্ত ৩টি এবং এডিপি বহির্ভুত ৪টি সহ মোট ৭টি প্রকল্প পরিচালনা করে। এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলো হলো ঃ (১) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন; (২) দক্ষিণ ও পাবর্ত্যাঞ্চলে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প; (৩) আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। এ ছাড়া এডিপি বহির্ভুত বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো হলো ঃ (১) দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সাশ্রয়ী ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার প্রায়োগিক গবেষণা; (২) বিজনেস (ওয়াইজ) প্রজেক্ট, (৩) গুড ইনিশিয়েটিভ (জিএসআই) ইন সাউথ এশিয়া : ডিজিটাল ভিডিও আইসিটি প্রজেক্ট; (৪) পল্লী ফসল ক্লিনিক : বাংলাদেশ (ফসলের ডাক্তার)।

৩.২.৮ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প

১. প্রকল্পের শিরোনাম ঃ চর জীবিকায়ন কর্মসূচি

প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ জুলাই ২০০৩-জুন ২০১১

প্রকল্প ব্যয় ঃ জিওবি ৯৫২.৮৫ লক্ষ টাকা, প্রঃ সাঃ (ডিএফআইডি)-৪৬৫৭১.৮৪ লক্ষ টাকা, মোট ৪৭৫২৪.৬৯ লক্ষ টাকা ।

প্রকল্প এলাকা ঃ দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলা, যেমন কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার ১৫০টি চর ইউনিয়ন ।

প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য ঃ উত্তরাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র অধ্যুষিত ৫টি জেলার চর অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ।

সুনিদিষ্ট লক্ষ্য হল ঃ ১. ব্রহ্মপুত্র অধ্যুষিত চরাঞ্চলের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা ।

২. বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের পাঁচটি জেলায় চর এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর দরিদ্র বিত্তহীন মহিলা, পুরুষ এবং শিশুর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা ।

প্রকল্প কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সর্বমোট লক্ষ্য	জুন ২০০৮ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের অগ্রগতি	সর্বমোট বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন হার
১.	অবকাঠামোগত কার্যক্রম						
	ক. বসত ভিটা উচুঁকরণ	১০০,০০০	৫৮,৮০৪	২৯,০০০	২১,৭৩৮	৮০,৫৪২	৮০.৫৪%
	খ. স্লেভ ল্যাট্রিন	১০০,০০০	৪৪,৩৮৫	৮,০০০	১০,৪২০	৫৪,৮০৫	৫৪.৮০%
	গ. গভীর নলকুপ		১,৪৬৯	২০০০	০	১,৪৬৯	
	ঘ. টিউবওয়েল প্লাটফর্ম		৩,২০৮	৪,০০০	২৭৬	৩,৪৮৪	
	ঙ. নিরাপদ পানি পরীক্ষণ		০	৪০০	৬০০	৬০০	
	চ. টিউবওয়েল কারিগরী প্রশিক্ষণ		০	৭৫০	৭৩০	৭৩০	
১.১	কাজের বিনিময়ে অর্থ						
	উপকারভোগীর সংখ্যা/কার্যদিবস		৩৮,৭৫,৫০০	ঘোষণা হয়নি	০	৪৬,৩০,৫০০	
২.	জীবিকায়ন কর্মসূচি						
	উপকারভোগী কর্মসুচি	৫৫,০০০	৩০,২৭০	২৫,০০০	২৪,৭৩০	৫৫,০০০	১০০%
	ক. গরু		৩৬,৭১৪	২৭,০০০	৩১,১৮২	৬৭,৮৯৬	
	খ. ছাগল/ভেড়া		২৪,৯৩৬	১০,০০০	১৫,০৯৫	৩৯,৯৯৫	
	গ. মুরগী		১২,২৮৬	২,০০০	৯২	১২,৩৭৮	
	ঘ. অন্যান্য		৭৩৯	৫০০	১৫৬	৮৯৫	
	ঙ. ভাতা প্রদান		২৯,৫৩৯	২৪,৭৩০	২৪,৭১৪	৫৪,২৫৩	
২.১	কৃষি						
	বাড়ীর সম্মুখে বাগান	৫০,০০০	৪২,৫৩০	২৫,০০০	৪৮,৩৪৯	৯০,৮৭৯	
	গাছ/বাঁশের চারা		২,৫৭,২২৬	২৫,০০০	৩৬,৪৩৮	২,৫৭,২২৬	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সর্বমোট লক্ষ্য	জুন ২০০৮ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের অগ্রগতি	সর্বমোট বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন হার
	সবুজ সার তৈরি		২৭,৫৪৯	২৫,০০০	২২,৬৫২	৫০,২০১	১৮১.৭৫%
	বীজ গ্রহণকারী খানা		৫২,৫২৭	২৫,০০০	৪৮,২১৬	১,০০,৭৪৩	
	পিটস		৩,২৪,৭৭৮	৩,০০,০০০	২,৯৫,১৭৭	৬,১৯,৯৫৫	
	পিটস শস্য গ্রহণকারী খানা		৪৭,৮,৯১	৩০,০০০	৫০,৬০৫	৯৮,৪৯৬	
	বাড়ীর সম্মুখে বাগান প্রশিক্ষণ		৮৯০১৪	৬৮৮৫০	৭১৬২২	১৬০৬৩৬	
	সবুজ সার তৈরি প্রশিক্ষণ		৩৯২৬৪	৪৩৮৫০	৪২৬৬০	৮১৯২৪	
২.২	পশুসম্পদ						
	টিকা প্রদান		৭৮১৩৫	৪৫৫০০	৭১২৬৬	১৪৯৪০১	
	ডি-ওয়ার্মিং		১২৪৮২১	৯০০০০	৭০৯১৮	১৯৫৭৩৯	
	ট্রেনিং		১৫৩৭৭১	১৭০২১০	১৫২৬২৫	৩০৬৩৯৬	
	গবাদিপশু		১৬৭৮	১০০০	২৬২৩	৪৩০১	
	ফডার প্লট স্থাপন		২২৩৭১	২৫০০০	২২১৫৪	৪৪৫২৫	
৩.	সামাজিক উন্নয়ন						
	দল গঠন	২,০০০	১,৪৭৫	১,০০০	১,২০৪	২,৬৭৯	১৩৩.৯৫%
	দলের সদস্য সংখ্যা		৩০,০৪৮	২৫,০০০	২৪,৯৪৪	৫৪,৯৯২	
	জন/দিবস		১৫,৬৩,৫৮৩	২২,২৪,০৪০	১৫,৪৭,৮০০	৩১,১১,৩৮৩	
	বন্যা সাহায্য		৪,৪৫৭	৪,০০০	৮,০৮২	১২,৮৩৯	
	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী	২,০০০	৭৫	১,৭২৫	১,৯৩৫	২,০০৫	১০০.২৫%
	আই.ই.পি নিরাপত্তা বেষ্টনী		৩,১৪২	২,০০০	২,৮২৬	৫,৯৬৮	
	টিন প্রদান		০	২,৮০০	২,৪০৩	২,৪০৩	
	অস্থায়ীভাবে খাদ্য বিতরণ		০	১২,১১,০০২	০	১১,৮২,৪৪১	
৪.	সু-শাসন কর্মসূচি						
৪.১	স্থানীয় সরকার প্রশিক্ষণ						
	ইউপি চেয়ারম্যান	১৫০	২৯৫	৮০	৫৭	৩৫২	১১৫.২২%
	ইউপি মেম্বার	১,৮০০	১,০৪৩	৩৬০	৬৯২	১,৭৩৫	
	ইউপি সেক্রেটারী	১৫০	২৯৫	৮০	৫০	৩৪৫	
৪.২	যুব-যুবতীদের পোষাক শিল্পে প্রশিক্ষণ						
	মেয়ে	৭৫০	১৬৮	৬০০	৪৯২	৬৬০	৮৯.২০%
	ছেলে	৭৫০	১৭৩	৬০০	৫০৫	৬৭৮	
	সর্বমোট	১,৫০০	৩৪১	১,২০০	৯৯৭	১,৩৩৮	
৫.	উদ্যোগ উন্নয়ন						
	প্রাথমিক প্রকল্প	২,০০০	৯,৯৩২	৩০০	১০০	১০,০৩২	১৪৯.৩৫%
	গবাদি পশুর খাদ্য চাষ		১,৮৯০	৩,৫০০	৬৬৩৭	৮,৫২৭	
	পশুর খাদ্য বিক্রয়		০	০	১৭৯২	১৭৯২	
	হাঁস-মুরগী পালন		১৩,৭৫৮	২৩,০০০	২৫,৭৭৯	৩৯,৫৫৫	
	হাঁস-মুরগী/ডিম বিক্রয়		০	০	১৩,৬৭২	১৩,৬৭২	
	দুগ্ধ বাজার তৈরি		৫,৮৪৮	১২,০০০	১২,০৫৭	১৭,৯২৩	
	প্রশিক্ষণ						

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সর্বমোট লক্ষ্য	জুন ২০০৮ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের অগ্রগতি	সর্বমোট বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন হার
	দুধ বিক্রয়		০	০	১০২৬৪	১০২৬৪	
	ভি.এস.এল.এ সদস্য		১৯,০২৯	১৫,০০০	১৬,৫৭৫	৩৫,৬০৪	
	পশু সম্পদ সেবা প্রদানকারী		২৫৮	৩০	২৯	৩৮৭	
৬.	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা						
	স্যাটেলাইট ক্লিনিক		১০৭১	৮৬০০	৭৬২৭	৮৬৯৮	
	চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগী		৬৭,৩০০	৪,৩০,০০০	৩,২২,৪৬৪	৩,৮৯,৭৬৪	
	প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি						
	পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান		১৫০	১৬৮	১৮	১৬৮	
	মেয়ের সংখ্যা		২২৩১	২৪৫০	২৮৮	২৫১৯	
	ছেলের সংখ্যা		২২৬৬	১৫৫০	১৯১	২৪৫৭	
	সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	৫,০০০	৪৪৯৭	৫০০০	৪৭৯	৪৯৭৬	৯৯.৫২%

২. প্রকল্পের শিরোনাম ঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০০৫ জুন, ২০০৮

প্রকল্প ব্যয় ঃ জিওবি-২৪৬৫.৩০ লক্ষ টাকা, প্রঃ সাঃ-০.০০ লক্ষ টাকা, মোট-২৪৬৫.৩০ লক্ষ টাকা ।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ঃ আরডিসিডি'র অধীনে ৪টি প্রতিষ্ঠান, যথা - বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, আরডিএ এবং বার্ড এর মাধ্যমে মোট ১,৫৭৫টি গ্রামে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

(প্রকল্প সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য' পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে) ।

৪

পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন

পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ হলো প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী এলাকার বিরাজমান সমস্যাসমূহের সমাধানের কার্যকর মডেল উদ্বাবন করা। এ লক্ষ্যে অধীনস্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা চালিয়ে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মডেল উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মডেল বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং সারা দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। নিম্নে এ বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি উদ্ভাবিত কয়েকটি মডেল সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলঃ

৪.১ বার্ডের পল্লী উন্নয়ন বিয়ষক উদ্ভাবন

৪.১.১ ইকোসান টয়লেট (Ecological Sanitation)

পরিবেশ বান্ধব গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং কৃষি উৎপাদনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে মানব উচ্ছিষ্ট (Human Excreta) দিয়ে তৈরী জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষির উন্নয়ন ও পরিবেশগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বার্ড ২০০৪ সালে কুমিল্লা জেলার ৪টি গ্রামে ইকোসান টয়লেট স্থাপনের এই প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলোঃ (ক) উন্নত প্রযুক্তিতে এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে পরিবেশ বান্ধব টয়লেট নির্মাণ করা, (খ) টয়লেটের উচ্ছিষ্ট মল ও মূত্রকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব সারে পরিণত করা এবং জমিতে প্রয়োগ করা, (গ) পরিবেশ বান্ধব গ্রাম উন্নয়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

ইকোসান টয়লেটের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

- মলত্যাগের জন্য দুটি চেম্বার থাকে।
- দুটি চেম্বারের মাঝখানে শৌচকার্যের ব্যবস্থা রয়েছে এবং শৌচকার্যে ব্যবহৃত পানি একটি Outlet দিয়ে টয়লেট এর বাহিরে Evaporation bed এ চলে যায় এবং সূর্যালোকে তা শুকিয়ে যায়।
- মলত্যাগের সময়ই প্রস্রাব আলাদা হয়ে যায় এবং একটি Outlet দিয়ে বাহিরে সংরক্ষিত পাত্রে জমা হয়।
- প্রতিবার পায়খানা করার পর ২/৩ কাপ ছাই মলের উপর দিতে হয়।
- একটি মলত্যাগের চেম্বার ছয় মাস ব্যবহার করে বন্ধ করে দিয়ে অপর চেম্বারটি ব্যবহার শুরু করতে হয় এবং একইভাবে অপরটি ছয়মাস ব্যবহার করে বন্ধ করে দিয়ে প্রথম চেম্বার ব্যবহার শুরু করতে হয় এবং এই ব্যবস্থা চক্রাকারে চলমান থাকে।
- মল, প্রস্রাব এবং শৌচকার্যের পানি কোনভাবেই একটির সাথে অপরটি মিশতে পারে না।

ইকোসান টয়লেটের সুবিধা ঃ

এ ধরনের টয়লেট নির্মাণে প্রতিটির খরচ দাঁড়ায় ১০-১৫হাজার টাকা। ইতোমধ্যে প্রস্রাব ও মল (সার) দিয়ে শাকসবজী চাষ এবং ধান চাষ এর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র প্রস্রাব ও মল দিয়েই সাধারণ সারের চেয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায় এবং এই ফসল মানব দেহের জন্য ক্ষতিকারক নয়, এর উৎপাদন ব্যয়ও কম। ফলে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এ টয়লেটের উচ্ছিষ্টসমূহ জৈবসার হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আশপাশের পরিবেশ ও পানি দূষণ হতে রক্ষা করা যায়, যা পিট

ল্যাট্রিন এর মাধ্যমে পুরোপুরি সম্ভব নয়। এর ফলে সার্বিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ রক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে।

ইকোটয়লেট প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

সেপ্টেম্বর ২০০৭ থেকে অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত JICA এর ১৫ লক্ষ টাকা অর্থায়নে (কনষ্ট্রাকশনসহ) তিনটি Phase এর মধ্যে প্রথম Phase (নভেম্বর ২০০৭-মার্চ ২০০৮) এ মোট ১০০টি টয়লেট কুমিল্লা জেলার ৫টি গ্রামে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে সরকার ২০০৮ সালে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে একজন সফল কৃষকের বাড়িতে একটি করে প্রদর্শনী ইকো-টয়লেট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বার্ড ইতোমধ্যে মৌলভী বাজার জেলার শাহবাজপুর চা বাগান শ্রমিকদের জন্য ২০টি ইকোটয়লেট নির্মাণ করেছে। এ সকল ইকো- টয়লেট থেকে উৎপাদিত সার যেমন প্রস্রাব এবং শুকনা মলসার চা গাছে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে মোট ৪,৪৯৮টি করে ইকোটয়লেট নির্মাণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে একদিকে যেমন জৈব সারের অভাবে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে, অপর দিকে অত্যধিক পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও জমির মাটির গুণাগুণ নষ্ট করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সার সংকট দেখা দিয়েছে তাতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব যোগানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ইকোটয়লেটের মাধ্যমে উৎপাদিত মানব বর্জ্য মানুষের প্রস্রাবকে ইউরিয়া সারের বিকল্প এবং শুস্ক মানব মলকে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করে অনেক বেশী লাভবান হওয়া সম্ভব হবে। এতে এক দিকে যেমন পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্ভব হবে, অপর দিকে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে ইকোটয়লেট এ দেশের পরিবেশ বান্ধব টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং মানব বর্জ্য পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হবে।

৪.১.২ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) মডেল

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি জাতীয় কর্মসুচি। সিভিডিপির যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৫ সালে বার্ডের একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে। তখন এর নাম ছিল টোটাল ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (TVDP)। প্রচলিত সমবায় ব্যবস্থার আরও কার্যকর সংস্করণ উদ্ভাবন, বিশেষ করে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা হিসাবে বার্ড এ প্রকল্পের সূচনা করে। ১৯৮৩ সালে এ প্রকল্পের নামকরণ করা হয় Comprehensive Village Development Programme (CVDP) তথা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি।

জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর

সিভিডিপির শিকড় প্রোথিত রয়েছে ষাটের দশকে বার্ড উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর সমবায়ের গোড়াতে। এ কর্মসূচিতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং গ্রামের সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক বিভাগের সেবা সহায়তাকে সহায়ক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এতকিছু আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামকে বহুধা বিভক্তির স্থলে একক সমবায় সংগঠনের উপর দাঁড়

করানোর মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো। প্রাথমিকভাবে সফলতা অর্জনের ফলে এই কর্মসূচিকে ১৯৮৮-৮৯ সালে এডিপিভূক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তা পাঁচশালা পরিকল্পনাভুক্ত হয় ও সম্প্রসারিত আকারে তৎকালীন চারটি বিভাগের ৮০টি গ্রামে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম পর্যায়ে জুন ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদ নির্ধারিত হয়। অব্যহত সাফল্যের কারণে দু-দফায় মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন ২০০৪ এ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হয়।

পরবর্তীতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে সিভিডিপিকে ৩টি পর্যায়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে (Replication) দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার আলোকে প্রথম পর্যায় বাস্তবায়িত হয় জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত। এই সময়কালে কর্মসূচিটি সাড়া দেশে পাইলট স্কিম হিসাবে ২১টি জেলায় ১৫৭৫টি গ্রামে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বার্ড, আরডিএ, বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তরকে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত প্রামবাসীদের গ্রাম ভিত্তিক একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় এনে স্বচেষ্টা ও আত্মনির্ভশীলতার ভিত্তিতে সকল পরিবারের যুব-কিশোর, মহিলা ও পুরুষদের যোগ্যতা ও ঝোঁক অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে আয়-উপার্জন বৃদ্ধিকল্পে আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

গ্রামের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সিভিডিপি বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলেঃ ক) টেকসই গ্রাম সংগঠন তৈরী, উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান; খ) সংগঠনের উন্মুক্ত সদস্যপদ; গ) প্রশিক্ষিত বিষয়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মীর মাধ্যমে সেবাদান সুনিশ্চিতকরণ; ঘ) সদস্যগণ কর্তৃক পুঁজি সংগ্রহ ও তাদের উন্নয়নে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ; ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সদস্যদের দ্বারা বাস্তবায়ন; চ) গ্রামবাসীর উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; ছ) সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সেনিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ উন্নয়ন, সামাজিক ন্যযবিচার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ ইত্যাদি; জ) টেকসই গ্রাম সংগঠনের জন্য মাসিক যৌথ সভার মাধ্যমে সমিতির যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ।

স্ব-চেষ্টায় উন্নয়নে গ্রামের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টি

সিভিডিপি সমিতির রয়েছে ১৫ ধরনের বিষয়ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মী। উন্নয়ন কর্মীরা হলেন ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার, হিসাব রক্ষক, স্বাস্থ্য-পুষ্টি কর্মী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, হাঁস মুরগী ও পশু সম্পদ উন্নয়ন কর্মী, মৎস্য সম্পদ কর্মী, শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষি কর্মী, মহিলা উন্নয়ন কর্মী, যুব উন্নয়ন কর্মী, পরিবেশ কর্মী, আইন শৃংখলা উন্নয়ন কর্মী, ক্ষুদে উন্নয়ন কর্মী, সেচ ও প্রযুক্তি কর্মী। এরা সকলেই সমিতি এলাকার বাসিন্দা।

জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ঃ

সিভিডিপিতে অংশগ্রহণধর্মী পল্লী উন্নয়নের জন্য রয়েছে অনেকগুলি সম্পূরক কার্যক্রম। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পারিবারিক তথ্য কার্ড তৈরী এবং গ্রাম তথ্য বই তৈরী করা হয়। গ্রাম তথ্য বইয়ের ভিত্তিতে প্রতি আর্থিক বছরে প্রতি সমিতি সার্বিক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। এর দুটি অংশ থাকেঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা। গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে পেশ করা হয় ।উপজেলা ভিত্তিক বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে সমিতিসমূহ তাদের পূর্ববর্তী বছরের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বছরের পরিকল্পনা উপস্থাপন করে থাকে। এ সম্মেলনে জাতিগঠনমূলক সংস্থা ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সমিতিসমূহ পরস্পরের কাজের পর্যালোচনা করে ও সকলের সম্মিলিত দিক নির্দেশনা নিয়ে থাকে। তাছাড়া নিয়মিতভাবে মাসিক যৌথ সভার আয়োজন অশংগ্রহণধর্মী মূল্যায়নের আরেকটি অভিনব ব্যবস্থা। প্রতি মাসে নির্বাচিত একটি সমিতি যৌথ সভা আয়োজন করে। উপজেলার অন্যান্য সমিতির প্রতিনিধিগণ ঐ দিন সমিতির খাতাপত্র ও কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে যৌথ সভায় তাদের মতামত প্রদান করে। এভাবে সিভিডিপিতে ব্যাপক ও বহুমাত্রিক জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা অপূর্ব সুযোগ রয়েছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির সামষ্টিক ও সংস্থাভিত্তিক অগ্রগতি (জুন' ০৯ইং পর্যন্ত)ঃ

গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সিভিডিপি বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। গ্রামকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সদস্যদের সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, পুঁজি থেকে ঋণ দাদন ও পুঁজিকে শেয়ারে রূপান্তরের মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম গৃহীত হয়ে আসছে। সমিতিসমূহ ২০০৮-০৯ সালে পুঁজি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭৩ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে ১৪.৮৭ মিলিয়ন টাকা পুঁজি গঠন করে এবং ক্রমপুঞ্জিত ২৩.৮৭ মিলিয়ন টাকা পুঁজি গঠন করে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি হার ১৫৭%। জুন' ০৯ পর্যন্ত পরিবার অর্ন্তভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৫৭,৫০০টি পরিবার এবং এর বিপরীতে ১,৪৫,০৮৯টি পরিবার কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯২%। অন্যদিকে একই সময়ে সদস্য অর্ন্তভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ৭৫,৯০০ জনের বিপরীতে ৮২,৮৬৪ জনকে সদস্যপদ প্রদান করা হয়। সদস্য অর্ন্তভুক্তির অগ্রগতির হার ১০৯% জুন' ০৯ পর্যন্ত সদস্য অর্ন্তভুক্তির ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৫৭,৫০০ জনের বিপরীতে অগ্রগতি ১,৮৩,১৬০ অর্থাৎ ১১৬%।

২০০৮-০৯ সালে পরিবার অর্ন্তভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭২,৯০০। এর বিপরীতে ৬২,৫৫৯ টি পরিবার অর্ন্ত ভুক্ত করা হয় (৮৬%)। ২০০৮-০৯ সালে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,১৩,১৩০ জন। এ ক্ষেত্রে মোট ১,১০,০০১ জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭%। জুন ২০০৯ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৪৩,৯৪২ জন এবং অগ্রগতি ১,৪৬,৭৫৫ জন। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ১০২%

সারণী - ৪.১ঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংস্থাভিত্তিক কাজের অগ্রগতি (জুন' ০৯ পর্যন্ত)

কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংস্থাওয়ারী অগ্রগতি									
	বার্ড		আরডিএ		বিআরডিবি		সমবায় অধিদপ্তর		সর্বমোট	
	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন (%)	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন (%)	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন (%)	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন (%)	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন (%)
১। সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৩০০	৩০০ (১০০)	৩০০	৩০০ (১০০)	৪৫০	৪৫০ (১০০)	৫২৫	৫২৫ (১০০)	১৫৭৫	১৫৭৫ (১০০)
২। পরিবারভুক্তি (সংখ্যা)	৩০০০০	২৮০২০ (৯৩)	৩০০০০	২৯৫৫৬ (৯৯)	৪৫০০০	৪২১০০ (৯৪)	৫২৫০০	৪৫৪১৩ (৮৭)	১৫৭৫০০	১৪৫০৮৯ (৯২)
৩। সদস্য ভর্তি (জন)	৩০০০০	৪৪৩০০ (১৪৮)	৩০০০০	৩৬৬১৩ (১২২)	৪৫০০০	৪৪২৭৬ (৯৮)	৫২৫০০	৫৭৯৭১ (১১০)	১৫৭৫০০	১৮৩১৬০ (১১৬)
৪। পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	৩০০.০০	৫৮৩.৮৯ (১৯৫)	৩০০.০০	৪৫৫.০৮ (১৫২)	৩৬০.০০	৩৪০.৩০ (৯৫)	৫২৫.০০	৯৪৭.৩১ (১৮০)	১৪৮৫.০০	২৩২৬.৫৮ (১৫৭)
৫। প্রশিক্ষণ (জন)	২৮৩২১	২৮৩২৮ (১০০)	৩৬৭৪৪	৩৭৬৪৭ (১০২)	৪৩৪০৭	৪২৬১০ (৯৮)	৩৫৪৭০	৩৮১৭০ (১০৮)	১৪৩৯৪২	১৪৬৭৫৫ (১০২)
৬। ক যৌথসভা (জন)	৪৪৭০৪	৪৪৭০৪ (১০০)	৩৮৭৬৭	৩৫৫৩৬ (৯২)	৪৫৪০০	৪৪০০০ (৯৭)	৪৩০০২	৪২৪০৫ (৯৯)	১৭১৮৭৩	১৬৬৬৪৫ (৯৭)
৭। সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকা)	-	৬৪৬.৯৭	-	৪০০.০০	-	-	-	৭৭১.৩৮	-	১৮২৯.৯৭

সারণী - ৪.২ঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে কার্যক্রমের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি

ক্রঃ নং	অঙ্গ সমূহ	জিপিপি'র লক্ষমাত্রা		অগ্রগতি (জুন/০৮ পর্যন্ত)		২০০৮-২০০৯				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	লক্ষমাত্রা		অগ্রগতি		বাস্তব	আর্থিক
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	গ্রাম নির্বাচন (সংখ্যা)	১৫৭৫	-	১৫৭৫	-	-	-	-	-	১৫৭৫	-
২।	সমবায় সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১৫৭৫	-	১৫৭৫	-	-	-	-	-	১৫৭৫	-
৩।	সমিতিতে পরিবার অন্ত ভূক্তি (সংখ্যা)	১৫৭৫০০	-	৮২৫৩০	-	৭২৯০০	-	৬২৫৫৯	-	১৪৫০৮৯	-
৪।	সমিতিতে সদস্য ভর্তি (সংখ্যা)	১৫৭৫০০	-	১০০২৯৬	-	৭৫৯০০	-	৮২৮৬৪	-	১৮৩১৬০	-
৫।	পুঁজি গঠন (টাকা)	-	১৪৮৫.০০	-	৮৩৯.৭২	-	১০৭৩.০০	-	১৪৮৬.৮৬	-	২৩২৬.৫৮
৬।	জনবলের বেতন ও ভাতাদি	১১৬	৩৪৯.৩৪	১১৬	২০৪.০২	১১৬	১৩৭.৪৪	১১৬	১৩৬.৪৭	-	৩৪০.৪৯
৭।	দপ্তরের আসবারপত্র সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	১৯	৪৭.১৩	১৯৯	৪৭.১৩	-	-	-	-	১৯৯	৪৭.১৩
৮।	যানবাহন (বাইসাইকেল/ মটর সাইকেল)	৭৭	২১.৩৬	-	-	৭৭	২১.০৩	৭৭	২১.০২	৭৭	২১.০২
৯।	প্রশিক্ষণ ও তৎসম্পর্কিত কার্যক্রম	৩১০০২২	১৭৫৮.১২	৮০৭৯২	৮৯৫.৫১	১১৩১৩০	৮০৭.৯২	১১০০০১	৮০২.২৮	১৯০৭৯৩	১৬৯৭.৭৯
১০।	অভারহেড	-	১৬২.৫৬	-	৭৬.১৯	-	৭৭.৬১	-	৬৭.৫২	-	১৪৩.৭১
সর্বমোট=			২৩৩৮.৫১	-	১২২২.৮৫	-	১০৪৪.০০	-	১০২৭.২৯	-	২২৫০.১৪

আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে কৃষি এবং দারিদ্র বিমোচনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

কেস ষ্টাডি -১ ঃ "সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানমূলক উপ-প্রকল্প", সোনাঝরা, শেরপুর, বগুড়া।

ঝর্ণা রানীর সাফল্য

ঝর্ণা রাণী মহন্ত, স্বামী লাল চান মহন্ত, গোসাইপাড়া, শেরপুর, বগুড়া, একজন অল্প শিক্ষিত সাধারণ মহিলা, পেশায় কর্মকার। তিনি সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত "সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানমূলক উপ-প্রকল্প", সোনাঝরা, শেরপুর, বগুড়া এর উপকারভোগী সদস্যা। এ উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে তার পরিবার পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংযোগ পেয়েছে। ফলে ঝর্ণা রানীর পরিবারে পানিবাহিত রোগবালাই নেই বললেই চলে।

ঝর্ণা রাণী মহন্ত ও তার স্বামী উভয়ই কর্মঠ মানুষ। উভয়ই দৈনিক সকাল ৭টা হতে রাত্রি ১১/১২ পর্যন্ত কাজ করেন। কিন্তু পুঁজির অভাবে ব্যবসায়ের কাঁচামাল ক্রয় করতে না পারায় চাহিদা মাফিক সময়মত মালামাল তৈরী করতে পারতেন না। আরডিএ ঋণ গ্রহণের পূর্বে তিনি এলাকার দাদন ব্যবসায়ীর নিকট হতে মাসিক শতকরা ১০ টাকা লাভে টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে লভ্যাংশের বেশীর ভাগই সুদ হিসেবে দাদন ব্যবসায়ীকে দিতে হতো। এতে তাদের শুধু পরিশ্রমই হতো এবং সংসার অভাব অনটনের মধ্যেই কাটতো। এমন কি মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

২০০৭ সালে তার এলাকায় আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম চালু হবার পর ঝর্ণা রাণী 'পলাশ' নামক উপদলের আওতায় ১ম দফায় মাত্র ৩০০ টাকা সঞ্চয় জমা করে ৬০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত টাকা তিনি তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। ঋণের টাকা সময়মত পরিশোধ করে ২য় দফায় ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে পুনরায় ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। জুলাই, ২০০৯ ইং পর্যন্ত তার সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৩৩০ টাকা এবং অবশিষ্ট ঋণের পরিমাণ ৬,৫১৪ টাকা। বর্তমানে তার ব্যবসায়ে মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০,০০০ টাকা। ১ দিন পর পর তিনি বাড়ী থেকেই ২,৫০০ হতে ২,৭০০ টাকার মালামাল ৪ জন নির্দিষ্ট পাইকারের নিকট নগদ টাকায় বিক্রি করেন। এ থেকে যে পরিমাণ লাভ হয় তাতে ঝর্ণা রাণীর সংসার খরচ ভাল ভাবে চলে ও গৃহীত ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় নিয়মিত জমা করতে পারেন।

ঝর্ণা রাণীর চার মেয়ে। বড় মেয়ে, বন্যা মহন্ত, বয়স ১৯ বছর। সে শেরপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজে বিএ ১ম বর্ষে পড়ালেখা করছেন। ঝর্ণা রাণীর মেয়েদের পড়াশুনার জন্য মাসে আনুমানিক ব্যয় প্রায় ২,৫০০ টাকা এবং মাসিক সাংসারিক ব্যয় প্রায়

৬,০০০ থেকে ৭,০০০ টাকা। সোনাঝরা পিএপি উপ-প্রকল্পের আওতায় যে ৫১১টি পানির সংযোগ আছে যার মধ্যে ঝর্ণা রাণীর বাড়ীতেও বিশুদ্ধ খাবার পানির সংযোগ আছে। এ জন্য তিনি প্রতি মাসে পানির বিল বাবদ ১০০ টাকা নিয়মিতভাবে প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও ঝর্ণা রাণীর বাড়ীতে বিদ্যুৎ ও ডিস লাইন আছে। ইতিমধ্যে টেলিফোন সংযোগের আবেদনও করেছেন। তিনি আগামী দুই বছর পরে ইটের বাড়ী করার প্রত্যাশা করেন।

উপ-প্রকল্পের চেয়ারম্যান মনে করেন যে, এটা একটি পারস্পারিক অংশিদারিত্ব ও সেবামূলক সামাজিক ব্যবসা। যা একদিকে জীবন রক্ষাকারী বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান, অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখে এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে নিবিড় সুপারভিশন, দক্ষ মনিটরিং এবং আরডিএ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও টেকনিক্যাল সাপোর্টের জন্য।

কেস ষ্টাডি-২ঃ "সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানমূলক উপ-প্রকল্প", কানুহরপুর, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

কোয়েল পালন করে ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে দুই যুবক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের কানুহরপুর গ্রামের মোঃ আবু তালেবের ছেলে মোঃ মানিক মিয়া অল্প লেখাপড়া করে বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। তার বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। স্বল্প আয়ের সংসারে মানিক মিয়া স্ত্রী এবং এক কন্যা নিয়ে তার বাবার সংসারে দরিদ্রতার চাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। মানিক মিয়ার কাজের কোন সংগতি না থাকায় সে তার বাবার সংসারে দারিদ্রতার কষাঘাতে নিষ্পেশিত হচ্ছিল।

এমতাবস্থায় স্থানীয় সংস্থা সেবা সংঘের তত্ত্বাবধানে সিআইডব্লিউএম, আরডিএ, বগুড়া চারদিনের একটি ফার্মার্স ফিল্ড স্কুলের প্রশিক্ষণে মানিক ও শামীম অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। প্রশিক্ষণে আয় বর্ধনমূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায় তারা কোয়েল পালনে আগ্রহী হয় এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী তাদের কোয়েল পালনের জন্য ১০,০০০.০০ টাকা করে দুই জনের মোট ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। অতঃপর তারা দুই জনে উক্ত টাকা নিয়ে যৌথভাবে একটি কোয়েল পালনের খামার করে। প্রথম পর্যায়ে তারা ৩০০ (তিনশত) কোয়েলের বাচ্চা পালন করে এবং অল্প দিনের ভিতর কোয়েল ডিম দিতে শুরু করে। ডিম বিক্রয় করে তারা বেশ লাভবান হয় এবং ক্রমেই ফার্মের উন্নতি হতে থাকে। তাদের উন্নতি এবং আগ্রহ দেখে সংস্থার পরিচালক তাদের আরও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে পাঠায় এবং সেখানে তারা ছয় দিনের প্রশিক্ষন গ্রহণ করে কোয়েল পালনের প্রতি তাদের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। কোয়েল পাখী পালন লাভজনক অবস্থা বুঝতে পেরে এই প্রশিক্ষিত যুবকদ্বয় আরও ৪০০ (চারশত) কোয়েলের বাচ্চা নিয়ে আসে। বর্তমানে তাদের খামারে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এবং প্রতি পিছ ডিম বিক্রয় করছে ১.৫০ টাকা করে। তাছাড়া মোরগ কোয়েলগুলো বিক্রয় হচ্ছে ২৫/ ৩০ টাকা।

বর্তমান তাদের খামারে ৬০০ (ছয়শত) টি কোয়েল ডিম দিচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০০ (চারশত) টি ডিম পাচ্ছে যা বিক্রয় করে তাদের খরচ বাদেও প্রতিদিন ৪০০ (চারশত) এর অধিক টাকা লাভ হচ্ছে। মানিক ও শামীম এখন আর বেকার নয় তারা আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। অবসান ঘটেছে তাদের বেকার জীবনের, মুক্তি পেয়েছে দারিদ্রতার নিষ্পেশন থেকে। তারা বাবার দরিদ্র সংসারে অর্থ যোগান দিয়ে সহযোগিতা করছে। তাদের পরিকল্পনা এই খামারটি আরও প্রসারিত করবে আর এই থেকেই তাদের জীবনের আর্থিক উন্নয়ন ঘটাবে।

৪.২.২ আরডিএ বায়োটেকনোলজী ল্যাবের উৎপাদিত বীজ আলু

আরডিএ বায়োটেকনোলজী ল্যাবের উৎপাদিত বীজ আলু সংকট নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে

বাংলাদেশে গোল আলুর চাষ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। শীত মৌসুমে এদেশে প্রায় ৫.২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ করা হয় এবং উৎপাদন ৯২.৩৭ লক্ষ টন (ডিএই, ২০০৯)। পৃথিবীব অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের আলুর গড় ফলন অত্যন্ত কম। এর অন্যতম কারণ হলো ভাইরাস ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত আলু বীজ ব্যবহার করা। বর্তমানে আলু চাষীরা ভাল ও উন্নত বীজ ব্যবহারের উপকারীতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিন্তু বীজের সরবরাহ অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়ায় চাষীদের চাহিদা মোতাবেক নুন্যতম উন্নতমানের বীজ আলু সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বীজ আলুর চাহিদা প্রায় ৫ লক্ষ মেঃ টন কিন্তু এই চাহিদার বিপরীতে মাত্র ১০% বীজ আলু বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সরবরাহ করতে পেরেছে। উপরন্ত উক্ত সরবরাহকৃত বীজের মান নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন রয়ে গেছে। আলু বিজ্ঞানীদের অভিমত টিস্যুকালচারের মাধ্যমে রোগমুক্ত আলু বীজ উৎপাদন করে দেশে আলুর ফলন নূন্যতম ৫০% বাড়ানো সম্ভব।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠান লগ্ন থেকে উন্নত মানের আলু বীজ উৎপাদন এর উপর গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আরডিএ'কে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে। টিস্যুকালচার প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ায় উন্নতমানের বীজ আলু উৎপাদন এক বৈপবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একাডেমী তার নিজস্ব অত্যাধুনিক ল্যাবে সোলার লাইট কাজে লাগিয়ে দেশে প্রথম উন্নত মানের বীজ আলুর চারা উৎপাদন করছে। গবেষণায় দেখা গেছে এই পদ্ধতিতে অধিক মানসম্পূর্ণ রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এই ব্রীডার মানের আলু বীজ দ্রুত বর্ধন করে কৃষকের মাঝে সরবরাহের জন্য দেশের অন্যতম বীজ কোম্পানী যেমনঃ এসিআই (এগ্রো) সীড, মেসার্স বেঙ্গল সীড, মেসার্স সুপ্রীম সীড ও অন্যান্য বীজ কোম্পানী ও আলু বীজ উৎপাদনকারীদের নিকট সরকারী সূলভ মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

টিস্যু কালচার এর মাধ্যমে কাঁচপাত্রে উৎপাদিত আলুর অনুচারা

একটি অনুচারা থেকে উৎপাদিত ব্রীডার বীজ আলুর পরিমান।

পলি হাউজে অনুচারা থেকে উৎপাদিত ব্রীডার বীজ আলুর ক্ষেত

শুধু বীজই নয় আরডিএ কোম্পানী ও বীজ উৎপাদকদের আলু বীজ উৎপাদন ও টিস্যুকালচার ল্যাব অপারেশন সংক্রান্ত প্রযুক্তি শীর্ষক ২টি পৃথক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়মিত প্রদান করে আসছে। যাতে করে এই প্রযুক্তি দ্রুত দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলুবীজ সংকটের বাস্তবভিত্তিক সমাধান করা সম্ভব হয়। আরডিএ'র কৃষি বিজ্ঞানী ও টিস্যুকালচার গবেষক জনাব ফিরোজ হোসেন জানিয়েছেন দেশের বিরাজমান বীজ আলু সংকট নিরসনে আরডিএ'র উদ্ভাবিত আলু বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা গেলে এ সমস্যার একটি প্রকৃত সমাধান সম্ভব। তিনি আরও জানান যে,

আরডিএ টিস্যুকালচার ল্যাব স্থাপন ও বীজ আলু উৎপাদনে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে আসছে। বেসরকারী, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য সংস্থাকেও আমরা এ সকল সহযোগিতা প্রদান করে আসছি। এছাড়াও ল্যাবে উৎপাদিত প্লান্ট-লেট ও ব্রীডার মানের বীজ সরকারী মূল্যে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪.৩ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্প্রতি উদ্ভাবিত মডেল

৪.৩.১ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি) প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে লিংক মডেল নামে প্রকল্পটি বিশেষভাবে পরিচিত। ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন সংস্থা, বেসরকারি ও গ্রামের জনগণের মধ্যে কার্যকর লিংক তথা সংযোগ স্থাপনের মডেল হিসেবে জুলাই ২০০০ সালে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়ন শুরু হয়। জাইকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এপ্রিল ২০০০ মে- ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত পি আর ডি পি-১ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে একই সংস্থার অর্থায়ন ৫ বছর মেয়াদী (জুন ২০০৫-মে ২০১০) পি আর ডি পি-২ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরন, জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্ত বায়ন, বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি সরবরাহ ও সেবার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিদ্যমান উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বর্তমানে কালিহাতি (টাংগাইল), তিতাস (কুমিল্লা) এবং মেহরপুর সদর (মেহেরপুর) উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

০১। যোগাযোগ সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

০২। ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ান ষ্টপ সার্বিস ডেলিভারি স্টেশনে রূপান্তর করা।

০৩। স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক পুজিঁ (Social Capital) গঠনে সহায়তা প্রদান।

০৪। সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সোবা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি এবং তা জোরদার করণ।

০৫। নিজস্ব উদ্যোগে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যক্তিগত ও আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন।

প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

১। ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির (ইউসিসি) মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি।

২। গ্রাম কমিটি (ভিসি) গঠন এবং গ্রাম কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ইউসিসিতে উপস্থাপন

৩। মহিলা উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে মহিলা উপ-কমিটি গঠন।

৪ । সরকারি-বেসরকারি সেবা-সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।

০৫ । ইউপি'র জন্য সরকার প্রদত্ত বরাদ্দ থেকে এবং স্থানীয় জনসাধারণের নিজস্ব আর্থিক সহায়তায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	পিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১ ।	ইউসিসি গঠন (সংখ্যা)	১৬	১৫	১৫	১৫
২ ।	ভিসি গঠন (সংখ্যা)	৩৯৭	২২	২৩	৩৬৫
৩ ।	ইউসিসিএম (সংখ্যা)	৯০০	১৮০	১৭৬	৮৭৫
৪ ।	ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	১,০২০	১৪০	১৩৩	৪৮৩
৫ ।	প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	২৬,০৩২	৩৮,০০০	৩৬,৮০৮	৪৯,৬৪৭

লিংক মডেলের কাঠামো ও কর্মকৌশল

দু'পর্যায়ে লিংক স্থাপিত হয়- ১) ইউনিয়ন ও গ্রামের মধ্যে উলম্ব সংযোগ, ২) ইউপি সদস্য, জাতিগঠনমূলক সংস্থা ও গ্রাম প্রতিনিধিদের মধ্যে আনুভমিক সংযোগ । সমন্বিতভাবে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য লিংক মডেলের রয়েছে ০৮ টি কম্পোনেটঃ ১) ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার (UDO), ২) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি (UCC) ও ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি মিটিং, (UCCM) ৩) ভিলেজ কমিটি (VC) ও ভিলেজ কমিটি মিটিং(VCM), জাতিগঠনমূলক সংস্থাসমূহের গ্রাম সমন্বয় সভা(VCM), ৫) ম্যাচিং ফান্ড সংগ্রহের মাধ্যমে ভিলেজ কমিটি (VC) পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ, ৬) ইউনিয়ন ট্যাক্স সংগ্রহ, ৭) নোটিশ বোর্ড ও ৮) ইউনিয়ন পরিষদ ডেভেলমেন্ট কমপ্লেক্স । UDO জনগণের এবং সেবাদানকারীদের মধ্যে লিংক পিন হিসেবে কাজ করেন । তিনি UCCM এর সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, সভা আহবান ও পরিচালনায় ইউপি চেয়ারম্যানকে সহায়তা করেন, নোটিশ বোর্ড রক্ষনাবেক্ষণ করেন এবং গ্রাম কমিটি VC গঠনে অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেন । UDO সকল ইউপি সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও গ্রাম কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত । ইউপি চেয়ারম্যান এর সভাপতি । গ্রাম কমিটি (১৫-২০ সদস্য বিশিষ্ট) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন করে থাকে । অতঃপর ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি তা অনুমোদন করে । সুফলভোগীগন কর্তৃক ২০%-৫০% ম্যাচিং ফান্ডের যোগান প্রদান সাপেক্ষে ভিসির পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয় । ইউনিয়ন পরিষদকে ১০% খরচ যোগান দিতে হয় । ভিসি

কর্তৃক বকেয়াসহ ইউনিয়ন ট্যাক্স পরিশোধ অবকাঠামো পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। নোটিশ বোর্ড হালনাগাদ তথ্য প্রদান করে। ইউপি ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্স (UPDC) স্থাপনের মাধ্যমে ইউনিয়নে অবস্থিত সকল সেবা প্রধানকারী সংস্থার কর্মীগণের একই ভবনে বসার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে উন্নয়ন কাজের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। লিংক মডেলের এ সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগে সকল ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। লিংক মডেল স্থানীয় সরকার ও জনগণের সম্পৃক্ত করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

৫

অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম

এ বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধান চারটি সংস্থা রয়েছে, এগুলো হলো- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া। এছাড়া কিছু আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলো হলো-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট; বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ; নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী; টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল; বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, মুক্তাগাছা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, মৌলভীবাজার; আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, ফেনী; আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, রংপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, খুলনা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, ফরিদপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, বরিশাল; আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, নওঁগা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইন্‌স্টিটিউট, কুষ্টিয়া।

৫.১। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অভিলাষে ষাটের দশকে বার্ড, কুমিল্লা উদ্ভাবিত বিশ্বনন্দিত কুমিল্লা মডেলের "দ্বি-স্তর সমবায় সমিতি" জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আই.আর.ডি.পি) চালু করা হয়। পরবর্তীকালে আইআরডিপি'র সফলতা অর্জনের কর্ম প্রয়াসে এর উত্তরসূরী হিসেবে ১৯৮২ সালে সরকারি এক অধ্যাদেশ বলে আইআরডিপি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে (বিআরডিবি) রূপান্তরিত হয়। শুরু থেকেই বিআরডিবি পূর্বসূরী আইআরডিপি'র মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্রতী হয়। পরবর্তীকালে সময়ের প্রয়োজনে কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সংযোজনের লক্ষ্যে সরকারি উন্নয়ন কৌশলের সংঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বিআরডিবি ক্রমান্বয়ে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিমার্জিত ও সম্প্রসারিত হয়।

ব্যবস্থাপনা:

বিআরডিবি'র কার্যক্রম বিশেষতঃ নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং মহাপরিচালক, বিআরডিবি যথাক্রমে বোর্ডের সহ-সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী/সদস্য সচিব। বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সদর দপ্তরে স্হাপিত পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত ও

নিয়ন্ত্রিত হয় । এ বিভাগগুলো হলো (১) সরেজমিন বিভাগ, (২) পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, (৩) প্রশিক্ষণ বিভাগ, (৪) প্রশাসন বিভাগ এবং (৫) অর্থ ও হিসাব বিভাগ। জেলা দপ্তরে উপ-পরিচালক এবং উপজেলা দপ্তরে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও) এর তত্ত্বাবধানে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে ।

বিআরডিবির কর্মপ্রয়াস/ ভাবাদর্শঃ

আর্ত্মনির্ভরশীল ও দারিদ্র্যমুক্ত গ্রামন্নোয়নের মাধ্যমে সুখী সম্মৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার দর্শনশক্তি উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বিআরডিবি'র উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রয়াস হচ্ছে ঃ

১. কুমিল্লা পদ্ধতির দ্বি-স্তর সমবায় সমিতি আদলে ত্বরান্বিত কৃষি উৎপাদন (বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি),
২. টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নিজস্ব পূঁজি গঠন, সমবেত উদ্যোগের লক্ষ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মপ্রয়াস,
৩. আয়-কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনযাত্রার মানন্নোয়নে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি ভিত্তিক কার্যক্রম ।
৪. সহজশর্তে পুঁজি যোগানের লক্ষ্যে তদারকি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান,
৫. প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকরণ;
৬. সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড যথা ঃ স্বাস্হ্য-পুষ্টি, নিরাপদ পানি, সেনিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, এইচআইভি/ এইডস এবং বৃক্ষরোপন/বনায়ন প্রভৃতি সামাজিক খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ।

মূল কর্মসূচি

দ্বি-স্তর সমবায় ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করে তাদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ, মূলধন গঠন এবং অব্যাহত ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশে স্হায়ী খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টিতে অবদান রাখা বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচির মূখ্য উদ্দেশ্য । দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৪ টি উপজেলায় বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে । এ পর্যন্ত ৪৫৯টি উপজেলায় উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) এবং ৭০,৪১৯টি গ্রাম ভিত্তিক কৃষক সমবায় সমিতি (কেএসএস) গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত পল্লীতে বিশাল এক সমবায়ভিত্তিক সাংগঠনিক নেটওর্য়াক তৈরি করা হয়েছে। মূল কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-২০০৯ সালে অর্জিত কর্ম অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত হলো ।

সারণি - ৫.১ ঃ বিআরডিবির মূল কর্মসূচির কার্যক্রম অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০০৮-০৯		ক্রমপুঞ্জিত
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	(৩০/৬/২০০৯)
১।	সাংগঠনিক			
১.১	ইউসিসিএ গঠন		-	৪৫৯
১.২	কৃষক সমবায় সমিতি গঠন	৯৯০	১৯২	৭০,৪১৯
১.৩	সদস্য ভর্তি (কে এস এস)	৩০,৫৬১	১৭,৩৪২	২৫,২৩,৮৫৪
২।	পুঁজি গঠন ঃ শেয়ার জমা	২১২.৩৬	২০৬.০০	৬,৬৫৩.১৩
	সঞ্চয় জমা	৪২৩.২৮	২৯৪.৭৮	৯,৪৬৬.৮৪
৩।	ঋণ কার্যক্রম			
৩.১	কৃষি ঋণ বিতরণ (শস্য ও মেয়াদী)	২,৫৫০.০০	২,৩৩৩.৫৩	১,৩৩,৬৪৯.৪৩
৩.২	কৃষি ঋণ আদায় (শস্য ও মেয়াদী)	১৫,১৬৬.৩১	৩,৭১৫.৭৪	১,১৪,১৮০.৪৭
৩.৩	কৃষি ঋণ (শস্য ও মেয়াদী) আদায়ের হার			৯২%
৪।	সেচ যন্ত্র বিতরণ			
৪.১	গভীর নলকূপ			১৮,৪৬০
৪.২	অগভীর নলকূপ			৪৪,৫২৩
৪.৩	শক্তিচালিত পাম্প			১৯,৪০৫
৪.৪	হস্তচালিত নলকূপ			২,৭৩,০০০
৪.৫	পাওয়ার টিলার			৯৫
৪.৬	ট্রাক্টর			৫

আয় ও স্ব-কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন, মানবসম্পদ উন্নয়ন।

আইআরডিপি সহ সরকারের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হলেও দারিদ্র্যতার ঝুঁকি হ্রাস কিংবা দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধে তা ততোটা সফল হয়নি। সরকারি উন্নয়ন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিআরডিবি কর্তৃক আশির দশকের শুরুতে দরিদ্রদের অভীষ্ঠ করে পরীক্ষামূলকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (আরপিপি) চালু করা হয় এবং দশকের শেষার্ধে ব্যাপকভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়। বিআরডিবি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প/ কর্মসূচির মধ্যে আরডি-১২, আরডি-৯, আরডি-৫, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এবং নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্পসমূহ অন্যতম। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৬টি উপজেলায় বিআরডিবি'র দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে। ক্ষুদ্র ঋণ তথা দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৮-২০০৯ সালের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি - ৫.২ ঃ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির কার্যক্রম অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১। সাংগঠনিক কার্যক্রম ঃ			
১.১ উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন			১৬৯
১.২ সমিতি/দল গঠন	৩,৩৭০	১,৫৮৩	১,০০,৫০১
পুরুষ	১,২১৬	৬৪৬	৩৫,১১১
মহিলা	২,১৫৪	৯৩৭	৬৫,৩৯০

কার্যক্রম		২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৯৩,০৮৮	৯৮,৮৩৪	২৮,৩৬,৫৫৪
	পুরুষ	২৭,৬৭৫	২৩,৩৮৯	৯,২২,৬০৩
	মহিলা	৬৫,৪১৩	৭৫,৪৪৫	১৯,১৩,৯৫১
৩.	মূলধন গঠন (শেয়ার+সঞ্চয়)	১,৭৪৬.৬৫	৩,৩৭০.২০	৩৯,০৭৯.৫৪
৪.	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম			
৪.১	ঋণ বিতরণ	৮,১০০	৬৬,৭৮৬.৪০	৫,৮৬,৮৭৮.৩৩
৪.২	ঋণ আদায়	৬৬,৯৩৩.২৮	৬৪,৫৮০.০৯	৫,১১,২৫৯.০৩
৪.৩	আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার (%)			৯৪%

নারীর ক্ষমতায়ন

নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করে বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে জাতীয় ভিত্তিক একটি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির কর্মকৌশল ছিল পল্লীর মহিলাদের উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমে পল্লী গ্রামের অর্থ ব্যবস্থায় অবদান রাখার সামর্থতা সৃষ্টি করা। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সমর্থন প্রদান। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে প্রথম মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণের আদলে ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে রাজস্ব বাজেটভুক্ত বিআডিবি'র মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের ২০০৮-২০০৯ সালের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

সারণি - ৫.৩ ঃ মহিলা উন্নয়ন মূল কার্যক্রমের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম		২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	উপজেলা অন্তর্ভুক্তি			১৩০
২.	সমিতি গঠন	১০০	৬৩	৮৫৪৯
৩.	সদস্য ভর্তি	৪০০	৫,২৮৮	৩,০০৭৫২
৪.	শেয়ার জমা	১০০.০০	৮৬.৭৩	১,৪০৮.১৪
৫.	সঞ্চয় জমা	২০০.০০	২১৩.৯৬	২,৮১০.৯৯
৬.	ঋণ বিতরণ	৬০০.০০	৫,৫৮৫.৮৯	৪৯,৫৮৪.৬৩
৭.	ঋণ আদায়	৫,২২৩.০৯	৪,৪৪৭.৪২	৪৩,২২৩.০৫
৮.	আদায়ের হার (%)	-		৯৪
৯.	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৭,০০০	১৮,৫৩৯	৪,৩১,৬৬৭

লক্ষণীয় যে, বিআরডিবি'র সকল দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প/কর্মসূচির সদস্য নির্বাচনে গ্রামীণ দারিদ্র্য, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। মহিলাদের অভীষ্ঠ (Women Segment) করে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প/কর্মসূচির ৬০% এর বেশি মহিলা "Female constitutions 75% of the total members enrolled. All Projects have more than 60% fembers"(BIDS Rwport No-29 Dhaka.P-5)।

প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

বিআরডিবি'র আওতায় সংগঠিত সুবিধাভোগীদের কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি ও আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান দান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধক কর্মকান্ড ও মানবিক উন্নয়ন, পুষ্টি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলা পল্লী ভবনে একটি করে প্রশিক্ষণ কক্ষের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বিআরডিবি'র আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ২৩টি ইউটিইউ, টাংগাইল ও নোয়াখালীতে ২টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, গোপালগঞ্জ এবং বিআরডিটিআই, সিলেটে ১টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে।

সারণি - ৫.৪ ঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম		২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/মানব সম্পদ উন্নয়ন			
১.১	দক্ষতা উন্নয়ন	১৮,৩২২	২৩,৭১১	১১,৪৭,৩৩৭
১.২	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৬৬,০০০	৩৯,৪৫৩	১৫,৯২,২৫১
১.৩	স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা	-	-	৬,২৬,৪৪৮
১.৪	বিআরডিবি		৪৮	৪,৭৪৪
১.৪	অন্যান্য সংস্থা		৬৬০	৪,৯১৫

বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

১। পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ইতোপুর্বে গৃহীত পল্লী দারিদ্র্য সমবায় প্রকল্পটি (আরপিসিপি)- কে ১৯৯৮ সালের পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পে (পজীপ) রূপান্তর করা হয়। আরপিসিপির সাফল্যের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি বর্তমানে বৃহত্তর ঢাকা, সিলেট, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা ও যশোহর জেলার ১৫২টি উপজেলায় সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৪,৫০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪,৪৯৩.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২০,০০৭.০০ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৭ সালে শেষ হয়েছে। বর্তমানে স্ব-ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ

কৃষি এবং অকৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য।

সারণি - ৫.৫ ঃ পজীপের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম		২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	ইউবিসিসিএ গঠন			১৫২
২.	সমিতি গঠন (প্রাথমিক গ্রাম ভিত্তিক)	৬২১	১৯৬	১৬,৮৩৭
৩.	সদস্যভুক্তি	৪৩,৬৭৬	২১,১০৭	৫,৫৩,৭৯৩
৪.	শেয়ার জমা	২৫.০০	১২২.৯২	২,২৯৩.৯০
৫.	সঞ্চয় জমা	১২৫.০০	৬৬৭.০৩	১০,৫৪১.৩১
৬.	ঋণ বিতরণ	১৮,০০০.০০	১৩,৯৬৪.২০	১,৫৮,০১০.৬০
৭.	ঋণ আদায়	১৩,৬৯৪.২০	১৩,০১৫.৩০	১,৪১,৯৯১.৮৩
৮.	আদায়যোগ্যে ঋণ আদায়ের হার (%)			৯৬%
৯.	সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ(সংখ্যা)			৩,৩৪,৩৮৫
১০.	কর্মী প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)			৩,৪৫৬

২। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে গৃহীত পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের (জুলাই /৯৩- জুন/৯৮) বাস্তবায়ন কাজ জুন/৯৮ এ সমাপ্ত হয়। লক্ষ্যার্জনে ইতিবাচক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন জুলাই/৯৮ থেকে শুরু হয় এবং তা জুন/২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। স্ব-ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচিটি বর্তমানে দেশের ২২টি জেলার ১২৩টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

পল্লীর দারিদ্র্য ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে (নারী ও পুরুষ) অনানুষ্ঠানিক দলে সংঘবদ্ধ করে দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

৩। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

সুইডিস সিডা এবং নোরাড এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে "উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচির পিইপি)" বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে (১৯৮৬-৯০) কর্মসূচিটি ফরিদপুর, মাদারীপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২য় পর্যায়ে (১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৬-৯৭) বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা ও কুড়িগ্রাম জেলার ৫টি উপজেলাসহ মোট ৩২টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। কর্মসূচির ৩য় পর্যায়ের মেয়াদ জুন ২০০৩ মাসে শেষ হয়। জুলাই ২০০৩ থেকে কর্মসূচিটি বিআরডিবি'র একটি সফল নিয়মিত ও স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচি হিসেবে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প এলাকার পশ্চাদপদ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন, সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন গঠন, সুবিধাভোগীদের ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ, বিপনণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা এ কর্মসূচি প্রদান করে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা।

সারণি - ৫.৭ ঃ পিইপির কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
	সাংগঠনিক কার্যক্রম			
১.	দল গঠন (সংখ্যা)	৩০০	৩৯৫	৯,৮৪৫
২.	সদস্য/সদস্যা ভর্তি (সংখ্যা)	১৪,০০০	১৭,৫৫৯	১,৯৯,২৩৩
৩.	সঞ্চয় জমা	৬০০.০০	৬৮২.৮৬	২,৯৪৫.৬৬
৪.	ঋণ বিতরণ	১১,০০০.০০	১১,২১৪.১৩	৯৯,৫৯২.৭০
৫.	ঋণ আদায়	১১,০২৭.৬৭	১০,৫৮০.১৭	৯৩,০০৯.৯৩
৬.	আদায়ের হার (%)			৯৭

	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম			
১.	সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ(সংখ্যা)		২০,১৩৬	৬,৩২,৬৪৫
২.	কর্মী প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)		২৭৮	১০,০০৮

	অন্যান্য প্রশিক্ষণ			
১.	হস্তচালিত নলকুপ বিতরণ(সংখ্যা)		২৫৫	১৫,৩৬১
২.	জলাবদ্ধ পায়খানা (সংখ্যা)		৩,৯৫০	৬২,২৪৩
৩	নার্সারী উন্নয়ন		১	২৪৫

৪ । পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)

পল্লী প্রগতি প্রকল্প বিআরডিবি'র অন্যতম একটি বৃহৎ দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প । সম্পূর্ণ সরকারি অর্থানূকুল্যে প্রকল্পটি দেশের ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । বিত্তহীন জনগোষ্ঠী ছাড়াও পল্লীর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের অ কভীষ্ঠ রে প্রকল্পটি দারিদ্র্য বিমোচনে সূদুর প্রসারী প্রভাব রাখছে । মোট ১৪,৯৬৭.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় নির্ধারণ করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ জুলাই,২০০০ এ শুরু করা হয়েছে, সমাপ্ত হয়, ২০০৮ এ । বর্তমানে এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

পল্লী অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের সমন্বিত ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নতি সাধন করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করে দারিদ্য বিমোচন করা ও শহরে অভিগমনের প্রবণতা হ্রাস করা, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, পরিবার কল্যান, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদিসহ সকল সেবার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।

সারণি - ৫.৮ ঃ পল্লী প্রগতি প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	দল গঠন	৫০০	২১১	৯,৯৭২
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	১০,০০০	৭,৬৩২	২,৫৮,৪২৮
৩.	সঞ্চয় জমা	১৫০.০০	১০৭.২০	১,২৯৬.৮৪
৪.	ঋণ বিতরণ	৫,০০০.০০	৩,৮১৩.৫৩	২৯,৯১৭.০৫
৫.	ঋণ আদায়	৫,৫০০.০০	৪,৩৪০.৭৮	২৩,৮১৬.৪৭
৬.	আদায়ের হার (%)			৮৪%
৭.	প্রশিক্ষণ (জন)			৯৪,৩৪৩
৮.	কর্মশালা/সেমিনার/সম্মেলন	৩	২	৪৪
৯.	নির্মাণ			
৯.১	উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার(সংখ্যা)			৩৩৯
৯.২	গ্রামীণ বৈঠকখানা নির্মাণ(সংখ্যা)			১৬

৫ । অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি

ডাল, তেলবীজ ও মসলাজাতীয় অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশজ চাহিদাপূরণ এবং অপ্রধান শস্যের উৎপাদন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন এ কর্মসূচির মূখ্য উদ্দেশ্য । বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর বিষেশজ্ঞও কারিগরি সহায়তায় ৪ বছর মেয়াদী (জুলাই,২০০৫- জুন,২০০৯) কর্মসূচিটি দেশের ২৬টি জেলার ২০৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৮২.৩৪ লক্ষ টাকা ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(১) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের দলভুক্ত করে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ;

(২) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রধান শস্যের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে উৎপাদক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীসহ সমাজের সকল পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করা;

সারণি - ৫.৯ ঃ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	পিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	দল গঠন (সংখ্যা)	৬,১২০	২,৬৫২	১,৫৬৫	৪,৪৯৯
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি(সংখ্যা)	১,৫৩,০০০	৪০,৮০০	৩৫,৯৯০	১,১০,৪৬০
৩.	সঞ্চয় জমা	১,৪৪২.৫০	১০৫.২৬	৭.৮০	৮২.৪০
৪.	প্রশিক্ষণ				
৪.১	কর্মকর্তা (সংখ্যা)	৫৬১	-	-	৫৪৪
৪.২	কর্মচারী (সংখ্যা)	২৩০	-	-	১৯৪
৪.৩	সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	১,৫৩,০০০	৪১,০১০	১৭,৬২০	৮৪,৮৭৮

৬ । অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২ প্রকল্প)

জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (জাইকা) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এপ্রিল, ২০০০ - মে,২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত পিআরডিপি-১ প্রকলেপর সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে একই সংস্থার অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদী (জুন,২০০৫ - মে,২০১০) পিআরডিপি-২ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি সরবরাহ ও সেবার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কমিউনিটিভুক্ত সকল শ্রেণী-পেশার জনগণের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বর্তমানে কালিহাতী (টাংগাইল), তিতাস(কুমিল্লা) এবং মেহেরপুর সদর (মেহেরপুর) উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. যোগাযোগ সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

২. ইউনিয়ন পরিষদকে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস ডেলিভারী স্টেশনে রূপান্তর করা;

৩. স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক পুঁজি (Social capital) গঠনে সহায়তা করা;

৪. সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি এবং তা জোরদারকরণ;

৫. নিজস্ব উদ্যোগে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যক্তিগত ও আর্থিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন।

সারণি - ৫.১০ ঃ পিআরডিপি-২ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	টিএপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	ইউসিসি গঠন (সংখ্যা)	১৬	১৫	১৫	১৫
২.	ভিসি গঠন (সংখ্যা)	৩৯৭	২২	২৩	৩৬৫
৩.	ইউসিসিএম (সংখ্যা)	৯০০	১৮০	১৭৬	৮৭৫
৪.	ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	১,০২০	১৪০	১৩৩	৪৮৩
৫.	প্রশিক্ষণ(সংখ্যা)	২৬,০৩২	৬০০০	৫৯৫৫	১৮৭৯৪

৭। সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

দরিদ্র নিরসনে সরকারি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিআরডিবি ১ জুলাই, ২০০৩ থেকে ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচি, সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক) নামক ৩টি কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ জুলাই, ২০০৬ সালে উল্লেখিত ৩টি কর্মসূচি একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) হাতে নেয়া হয়। কর্মসূচিটি বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৪৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

পল্লী এলাকায় বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুনগত মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সহায়ক পুঁজি গঠন, আয়বর্ধক কর্মকান্ড ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বিআরডিবি'র সমাপ্ত সকল প্রকল্প পর্যায়ক্রমে সদাবিকের সাথে একীভূত করে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধারাবাহিক সেবা অব্যাহত রাখা সদাবিক গঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সারণি - ৫.১১ ঃ সদাবিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/০৯পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	দল গঠন	১,০০০	৮১০	১৮,৯৮১
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	২০,০০০	২০,৬০৫	৪,৫০,৬১৩
৩.	সঞ্চয় জমা	৯০০	৭৮১.৪২	৪,৭২৮.৬৭
৪.	ঋণ বিতরণ	১৬,০০০	৯,৯৬৪.৬৪	৫৯,৬৪৮.১২
৫.	ঋণ আদায়	১৩,৯২০.২৬	১০,৬৪০.১৯	৪৩,৯৬৩.১৯
৬.	আদায়ের হার (%)			৯২

৮। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) একটি উদ্ভাবনধর্মী দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিটি বার্ড (কুমিল্লা), আরডিএ (বগুড়া), সমবায় অধিদপ্তর এবং বিআরডিবি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। বার্ড কর্তৃক "এক গ্রাম-এক সংগঠন" ধারণার ভিত্তিতে ১৯৭৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (টিভিডিপি) তৃতীয় প্রজন্মে সমবায় সংগঠন হিসেবে বর্তমানে সিভিডিপি নামে দেশের ২১টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন,২০০৯ শেষ হলেও আরো বৃহত্তর কলেবরে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

গ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার জনগোষ্ঠীকে একটি সমবায় কাঠামোর আওতায় সংগঠিত করে এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

সারণি - ৫.১২ ঃ সিভিডিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	টিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-০৯ পর্যন্ত)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	গ্রাম নির্বাচন(সংখ্যা)	-			৪৫০
২.	গ্রাম জরিপ (সংখ্যা)	৪৫০	২০০	২০০	৪৫০
৩.	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫০	২১৬	২১৬	৪৫০
৪.	পরিবার অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	৪৫,০০০	২৫,৪৯৪	২২,৫৯৪	৪২,১০০
৫.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	৪৫,০০০	২৩,৮৮৯	২২,৭৬৫	৪৪,২৭৬
৬.	মূলধন গঠন	৩৬০.৮০	২৫০.৪০	২২৯.৯০	৩৪০.৩০
৭.	প্রশিক্ষণ	৮৫,৫৮৩	৩১,৩১৮	৩১,৩১৮	৫৮,৩৫৯

৯। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকার অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে "মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি" বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর মধ্যে বিগত ৩ অক্টোবর,২০০২ সালে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তদানুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা' অনুসরণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিআরডিবিকে ২০০৩-০৪ থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা ঋণ ছাড় করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের পোষ্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।

সারণি - ৫.১৩ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০০৮-০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-০৯ পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্য (সংখ্যা)	৪,০০০	২,৩৪৪	৩৩,০১৬
২.	ঋণ বিতরণ	১,৮০৮.৩৩	৩০০.৩২	২,৭৫৮.৪৮
৩.	ঋণ আদায়	১,২৯৬.০১	২৭৭.৭৫	১,০৪১.০৪
৫.	আদায়ের হার (%)			৫২%

১০ । পার্বত্য চট্রগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প

আঞ্চলিক ব্যতিক্রমধর্মিতা ও পাহাড়ী বৈশিষ্ট্যের কারণে পাবর্ত্য অঞ্চল অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির এবং সে কারণে এ অঞ্চল দেশের অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর । এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে । পার্বত্য অঞ্চলের এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নতি বিধানকল্পে বাংলাদশ সরকার বিআরডিবি'র মাধ্যমে "পার্বত্য চট্রগ্রাম আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প" জুন, ১৯৯২ থেকে জুন,১৯৯৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে । কর্মসূচিটি ১৫১.৩১ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের মাধ্যমে সমাপ্তির পরেও পরিচালিত হয়ে আসছিল । পরবর্তীতে প্রকল্পটির অধিকতর সহায়তার বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে এবং তদানুযায়ী জানুয়ারি ১৯৯৮ থেকে ডিসেম্বর ২০০০ সাল পর্যন্ত "পার্বত্য চট্রগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" শিরোনামে ২য় দফায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় । ২য় দফা মেয়াদ শেষে মোট তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪২৫.৩১ লক্ষ টাকা । প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রকল্পের মেয়াদ পূণঃবৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করে । পরবর্তীতে সফল বাস্ত বায়ন এবং অগ্রগতির প্রেক্ষিতে প্রকল্প দু'টি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে একীভূত করে "পার্বত্য চট্রগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" শিরোনামে বাস্তবায়ন শুরু হয় ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ভূপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিকভাবে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।

সারণি - ৫.১৪ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০০৮-০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-০৯ পর্যন্ত)
১.	দল গঠন	৭৮	৪৭	৮৮২
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	১৫৭৪	৮৮১	১৫৬২২
৩.	সঞ্চয় জমা	১০.০০	১২.৮০	১২১.৫৭
৪.	ঋণ বিতরণ	-	২৭৭.১০	২,৫৫৩.১৪
৫.	ঋণ আদায়	৩২৩.৭৫	২২৩.৭৫	২,১৪০.৭৪
৬.	আদায়ের হার (%)			৯৫

১১। উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সহায়তায় উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প। মৌসুমী অভাব পীড়িত রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার ২৪টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণরূপে কর্মমুখী একটি প্রশিক্ষণ নির্ভর প্রকল্প। নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের টেইলারিং, তাঁত বুনন, এমব্রয়ডারী এবং পাটের ব্যাগ ও পাটজাত পণ্য তৈরির উপর ৬০ কর্মদিবসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদকালে ব্যয় নির্ধারিত আছে ২৪৭৮.৪৩ লক্ষ টাকা। ২০০৮-২০০৯ সালে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় মাত্র ৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৮২৭.৭০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত প্রকল্প ব্যয় ১,০২০.৮১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্প এলাকার বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, সংখ্যালঘু হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে স্বনির্ভর করাই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

সারণি - ৫.১৫ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-০৯ পর্যন্ত)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	জনবল নিয়োগ	৫০	-	-	৫০
২	প্রশিক্ষক নিয়োগ	৯৬	-	-	৯৬
৩	ইউনিয়ন নির্বাচন	৪৮	-	-	৪৮
৪	প্রশিক্ষণার্থী জরীপ/ নির্বাচন	১৮,৪৩২	৬,১৪৪	৬,৩১২	৬,৮৭২
৫	প্রশিক্ষণ প্রদান	১৮,৪৩২	৬,১৪৪	৬,১৪০	৬,৬৮৪
৬	প্রশিক্ষণ হল নির্মাণ	২৪	৯	৯	১৮

১২। গ্রামীন মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে কর্ম প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং সফল বাস্তবায়নের জন্য আফ্রো-এশিয়ান রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন(এএআরডিও) এর অর্থায়নে "গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক) শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করছে। এএআরডিও ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর বিলম্বিত হওয়ায় প্রকল্প মেয়াদ অনুযায়ী কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নাই। ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১(এক) বছর সময় বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং জীবন মানের উন্নয়ন;

২. অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বর্ধন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং

৩. আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পুরুষ মহিলাদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস।

সারণি - ৫.১৬ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০০৮-০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-০৯ পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	দল গঠণ (সংখ্যা)	৪০	১৪	১৪
২.	সদস্য ভর্তি (সংখ্যা)	৮০০	২৭০	২৭০
৩.	সঞ্চয় জমা (লক্ষ)	২.০০	১.০২	১.০২
৪.	ঋণ বিতরণ (লক্ষ)	১০.৯০	১০.৯০ (ঘুর্ণায়মান)	১০.৯০
৫.	ঋণ আদায়	-	২.৮৬	২.৮৬

সম্প্রসারণ কার্যক্রম

কৃষক ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে বিবিধ সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ সমস্ত কর্মকান্ডের মধ্যে বৃক্ষরোপন, মৎস চাষ, পশুপাখির টিকাদান, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, উন্নত চুলার সম্প্রসারণ, নার্সারী প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যপুষ্টি প্রভৃতি অন্যতম। নিম্নের সারণিতে বিআরডিবি'র বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

সারণি - ৫.১৭ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০০৮-০৯		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-০৯ পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	বৃক্ষরোপন (গাছের চারা রোপন)	১০০	৮৭.১৬ লক্ষ	১৯০৩.৩০ লক্ষ
২.	মৎস চাষ (মাছের পোনা ছাড়)	৯৮৮.৪৫	৭৫০.৪৬ লক্ষ	৩৩৭৭.৬৮ লক্ষ
৩.	গৃহপালিত পশুপাখির পরিচর্যা (পশুপাখির টিকাদান)	১১০.০০	১০৯.৯৮ লক্ষ	৩০২৯.৩৫ লক্ষ
৪.	জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন(সংখ্যা)	-	১২৯২২৩	১৩,১৪,৪০৫
৫.	উন্নত চুলা তৈরি ও সম্প্রসারণ(সংখ্যা)	-	৩২৮১	৪,৮০,০৯২

বিআরডিবি'র কর্মকান্ডের কার্যকারিতা ও সাফল্যের নির্দেশক হিসেবে কয়েকটি সমীক্ষা প্রতিবেদনের মন্তব্যের উদ্ধৃতাংশ

(ক) ১৯৮০-৮১ সালে বিশ্বব্যাংক ও জিওবি'র যৌথ পরিচালিত সমীক্ষায় পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র কর্মকান্ড সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য সন্নিবেশিত হয়ঃ

(i) Good communication system between farmers & UCCA through weekly meetings, Managing Committee & training sessions.

(ii) Ready availability of credit of both MT & ST toward irrigation equipment & other inputs.

(iii) Closer farmer supervision of UCCAs.

(খ) জনাব হাসনাত আবদুল হাই তাঁর Cooperatives, Comilla & After (BRDB 1993) পুস্তকে বিআরডিবি'র কর্মকান্ড সম্পর্কে উল্লেখ করেন "it is doubtful if the HYV based,

rice technology could spread as fast as widely it did in the late sixties & seventies in the absence of organizational framework of the two-tier cooperatives".

(গ) **সম্প্রতি বিআইডিএস কর্তৃক বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সমীক্ষা করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করা হয়েছেঃ**

এ প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি'র ভূমিকার সাফল্যের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে।

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নেতৃত্ব এবং social mobility ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র সাফল্য প্রশংসনীয়; শিক্ষার হার কার্যক্রম এলাকায় ৬৪% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৫২%।
- অকৃষি কার্যক্রমে যুক্ত ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজনের বৃদ্ধিজনিত হার লক্ষ্যনীয়; কার্যক্রম এলাকায় ১৮% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৯%।
- সামাজিক সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়নের হার উৎসাহজনক।
- বিআরডিবি'র ভোক্তা শ্রেণীর জমির মালিকানা অর্জনের হার ক্রমাগত উর্দ্ধমুখী। ইহা আয় বৃদ্ধি ও সম্পদ আহরণের অন্যতম নির্দেশক; কার্যক্রম এলাকায় ৪০% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৭%।
- খাদ্য নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দারিদ্র্যতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে; দিনে দুবেলা খাবার গ্রহণের হার কার্যক্রম এলাকায় ৮০% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৬৯%।
- বিআরডিবি'র কর্মচাঞ্চল্যের সুবাদে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছে; কার্যক্রম এলাকায় ৯৫% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৮%।
- বিআরডিবি'র দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র্যতা নিরসনের ক্ষেত্রে লক্ষনীয় উন্নয়ন ঘটেছে; কার্যক্রম এলাকায় ২৪% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৩৫.৫%। নিম্ন দারিদ্র রেখা কার্যক্রম এলাকায় ১৬% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৬%।
- বিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকান্ডের ফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদানের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১.৯৩%।

(কার্যক্রম এলাকা বিআইডিএস সমীক্ষা কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত বিআরডিবির কার্যক্রম এলাকা, নিয়ন্ত্রিত এলাকা বিআইডিএস সমীক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত এলাকা)

(ঘ) আইএমইডি কর্তৃক উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (আরডি-৫) ২০০৬ এর প্রভাব সম্পর্কিত মন্তব্য নিম্নরুপঃ

প্রভাবের ক্ষেত্র (Impact area)	পরিবর্তনের হার (%)	
	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
আবাসন	১০.৩	৯৫.৬
খাদ্যাভ্যাস উন্নয়ন	২.৩৩	৪.৯২
বার্ষিক আয়	৪	১৫.২৬
বার্ষিক ভরন পোষন ব্যয় (টাকায়)	৩৬,১৫৫	৫৮,৫০০
গৃহস্থালী সম্পদ অর্জন (টাকায়)	১,১৪,৭৯৬	২,০৮,৭৮৪

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পিআরএস/সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জনে সর্বোতভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন নীতি এবং এমডিজি'র লক্ষ্যার্জনে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নিম্নের বিষয়গুলোর উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(১) সকল পর্যায়ে শৃংখলা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সু-শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিআরডিবি'র প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

(২) প্রাথমিক পর্যায়ে Local Area Network (LAN) এবং পর্যায়ক্রমে Wide Area Networking (WAN) সম্প্রসারণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির (IT) সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা এবং উন্নত ও আধুনিক পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সেবার মান বৃদ্ধি।

(৩) দ্বি-স্তর সমবায় তথা মূল কর্মসূচিতে বিদ্যমান সমস্যা দূর করে কর্মসূচিকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহতকরণ। সরকারের রাজস্ব খাতভুক্ত আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচির ক্রমাগত শক্তিশালীকরণ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

(৪) ঘূর্ণিঝড় ও দরিদ্র প্রবন এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৃথক এলাকা নির্দিষ্ট (Area select) প্রকল্প গ্রহণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৫) সকল ঋণ কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করণ;

(৬) পরবর্তী উন্নয়ন দৃষ্টিভংগীর আদলে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করাসহ ধারণা-জ্ঞান আদান প্রদানের মাধ্যমে কর্মকান্ডের গুনগত মানোন্নয়ন করণ;

(৭) সুষ্ঠু Manpower planning এর মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতিশ্রুতিশীল মানসিকতা সৃষ্টিকরণ (Well committed) .

(৮) সকল উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ/কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রজেক্ট এ্যাপ্রোচ এর পরিবর্তে প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ছাড়া কর্মসূচির সুদ কাঠামো ও কর্ম কৌশল সমরূপকরণ;

(৯) সকল উন্নয়ন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সামাজিক খাত বিশেষ করে স্বাস্থ্য পুষ্টি, নিরাপদ পানি ও সেনিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি সামাজিক খাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুরক্ষাকরণ।

৮। বর্ণিত লক্ষ্যার্জনে বিআরডিবি'র পক্ষ হতে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া এর সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন প্রকল্প।

(২) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে উপকূলীয় জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিকরণ;

(৩) সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি;

(৪) পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প;

(৫) এমআইএস প্রকল্প পর্যায়-২, বিআরডিবি'তে টেকসই আইসিটি পরিবেশ সৃষ্টি;

(৬) অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার (সীমান্ত ও বন্দর এলাকা) বিআরডিবি'র সমবায়ীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাদান/ এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি;

(৭) বিআরডিবি'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প;

(৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত জেলাসমূহের দরিদ্রদের বিশেষতঃ বিধবা ও এতিম শিশুদের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি;

(৯) বিআরডিবি'র ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প;

(১০) পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়;

(১১) পল্লী প্রগতি প্রকল্প ২য় পর্যায়;

(১২) পিআরডিপি-২ প্রকল্প ২য় পর্যায়;

(১৩) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প ২য় পর্যায়;

(১৪) উন্নত পদ্ধতিতে ফলমূল, শাকশব্জি এবং মসলা উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি।

৫.২ সমবায় অধিদপ্তর

তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে সম্পদ ও সেবার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সমবায় অধিদপ্তর রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতের পাশাপাশি সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখে আসছে। সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমুহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

বিগত ০৩/০৯/২০০৮ ইং তারিখে দেশব্যাপী পালিত হয় ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবস। উক্ত দিবসে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে সকল শ্রেণীর সমবায়ীগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

এ ছাড়া সমবায় সমিতি ও এর সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পও সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে থাকে। উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কর্মকান্ড ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। নতুন সমিতি সংগঠন ঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন । ২০০৮-০৯ সালে সমবায় অধিদপ্তরে ১০,০০৬ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ১৯ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে।

২। সমিতির নিবন্ধন বাতিল ঃ কিছু কিছু সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পর এক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর হয়ে যায়। তখন অবসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা সরাসরি এ সকল সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়। ২০০৮-০৯ সালে মোট ৫,৬৭৫ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ৮ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল হয়েছে। নতুন সমিতি নিবন্ধন ও অকার্যকর সমিতির নিবন্ধন বাতিলের পর ২০০৮-০৯ বছর শেষে সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৬৪,৫১৪ টি যার মধ্যে ১,৬৩,৩৮৫ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ১১০৭ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও ২২ টি জাতীয় সমবায় সমিতি।

৩। সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ঃ ২০০৮-০৯ সালে নতুন সমিতি নিবন্ধন ও পুরনো সমিতিতে নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৬,৪১,১২৪ জন। অপরদিকে নিবন্ধন বাতিলের ফলে সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায় ৪,৪৫,১৮২ জন। ফলে চলতি বছরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১,৯৫,৯৪২ জন। ২০০৭-০৮ সালে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৩,০৯,৭৯৬ জন এবং ২০০৮-০৯ সালে বছরের শেষে সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৮৫,০৫,৭৩৮ জন।

৪। সমবায় সমিতির অডিট ঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০০৮-০৯ সালে মোট ৮৩,৩৫০ টি সমবায় সমিতির হিসাব অডিট করা হয়েছে যার মধ্যে ৮২,২৩৫টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ১,০৯৫ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও ২০ টি জাতীয় সমবায় সমিতি।

৫। প্রশিক্ষণ ঃ সমবায় সমিতির সদস্য ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ৯টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ২০০৮-০৯ সালের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট ঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ৯টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে রিফ্রেসার্স কোর্স, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কোর্স, সমবায় ব্যবস্থাপনা কোর্স, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

সারণি - ৫.১৮ ঃ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		অগ্রগতির হার (প্রশিক্ষণার্থী)
	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	
২০০৮-০৯	২৯৩	৮১৮৪	৩২০	৮৩২৭	১০২%

খ) ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণঃ সমবায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে সমিতি পর্যায়ে সমবায়ীগণকে সমিতি পরিচালনা, হাঁস মুরগী ও গবাদী পশু পালন এবং জাতীয় কর্মসূচি যেমন বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ ঃ

সারণি - ৫.১৯ ঃ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		অগ্রগতির হার
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২০০৮-০৯	৩,১৪,১২০	২,৬৪,৮১৭	৮৪%

৬। অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায় ঃ সমবায় অধিদপ্তর সরকারি রাজস্ব আয়ে ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট করার পর সমিতি হতে নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়ে থাকে। ২০০৮-০৯ সালে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসাবে ২০.৯০ লক্ষ টাকা ও অডিট ফি হিসাবে ১২৯.৮৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ১৫০.৭৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

৭। ঋন কার্যক্রম পরিচালনা ঃ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে । আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের সমবায়

সমিতি গঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্হানের জন্য এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন করা হয় । ২০০৮-০৯ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ৪৮.১৫ কোটি টাকা ঋন বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায় করা হয়েছে ২৮.১৬ কোটি টাকা ।

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ

১ । প্রকল্পের নাম ঃ সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি- ২য় পর্যায়

ভূমিকা

সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য জুলাই/ ২০০১ - জুন/ ২০০৬ সময়ে "সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী- ১ম পর্যায়" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় । উক্ত প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমকে পুর্নাঙ্গ রূপ দেয়ার জনা "সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী - ২য় পর্যায়" প্রকল্পটি গ্রহন করা হয় । ২য় পর্যায় প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হলো সমবায়ীসহ সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান ।

সমবায় অধিদপ্তরের ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ঢাকা জেলাধীন ৬টি মেট্রো থানায় বিগত ১৮/০৬/০৯ ইং তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক সুরাইয়া বেগম, এন.ডি.সি সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ক্রয়কৃত কম্পিউটার বিতরণ করেন ।

এছাড়া কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএসকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য এ পর্যায়ে কিছু হার্ডওয়ার সামগ্রী ক্রয় এবং প্রথম পর্যায়ের প্রস্তুতকৃত সফটওয়ারকে আরো সহজভাবে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য এ প্রকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় । এছাড়া এ পর্যায়ে সমবায়ীদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় ।

উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি সমবায়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ । সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো ঃ

১) সমবায় সমিতিসমূহের কর্মকান্ডের ডাটাবেইজ তৈরি এবং কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস চালু ;
২) সমবায় অধিদপ্তরে কর্মরত জনবলের জন্য তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদান ;
৩) সমবায় সমিতির অডিট ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি ও ডাটাবেইজ ব্যবস্হাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ;
৪) সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন রকম আয়বর্ধক কর্মকান্ড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ।

বাস্তবায়ন কৌশল

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে মূলতঃ সমবায় অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল দ্বারা । তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত অংশ বাস্তবায়নের জন্য একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয় । তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণগুলো প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবসমূহে এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের অংশটুকু এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদন করা হয় ।

সারণি - ৫.২০ ঃ ২০০৮-২০০৯ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র.নং	প্রকল্পের অংগসমূহ	ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ সালের লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ সালের অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১.	জনবল	১২	৮	৮ (১০০%)	১২ (১০০%)

২	প্রশিক্ষণ	২৯২৪	১১৪৪	১১৩৯ (৯৯.৬%)	২১৬৪ (৭৪%)
৩.	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয়	১২৫	-	-	১২১ (৯৭%)
৪.	আসবাবপত্র	১৬৮	-	-	৯২ (৫৫%)

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য প্রস্তুতকৃত কাস্টমাইজড সফ্টওয়্যার এর উপর সমবায় অধিদপ্তরের কম্পিউটার ল্যাব এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ ।

২০০৯-২০১০ বছরে গৃহীতব্য প্রধান প্রধান কার্যক্রম

ক । প্রশিক্ষণ ঃ

১) ডাটাবেইজ প্রশিক্ষণ	ঃ	৬০ জন ।
২) বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	ঃ	৩৬০ জন ।
৩) কোঅপারেটিভ অডিটিং প্রশিক্ষণ	ঃ	১০০ জন ।
৪) আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ	ঃ	২৪০ জন ।

খ । আসবাবপত্র ও কম্পিউটার ক্রয় ঃ ৪ টি কম্পিউটার ও ৭৬ টি আসবাবপত্র ।

২ । প্রকল্পের নাম ঃ আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদী ।

ভূমিকা

সমবায় অধিদপ্তর এর আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীসহ ৯ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সকল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে সাধারণত সমবায় ব্যবস্হাপনা, অডিট প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন যাবৎ সমবায়ীদের আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের চাহিদা অনুভূত হচ্ছিল। এ লক্ষ্যে নরসিংদীতে একটি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সমবায়ীদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্হাপিত হওয়ায় সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সমবায়ীদেরকেও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে

সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ । সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো ঃ

১) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি ;

২) সমবায় সমিতির সদস্য ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩) তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি।

বাস্তবায়ন কৌশল

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল সমবায় অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল হতে সংস্থান করা হয়। প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ অংশটুকু গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগকৃত ঠিকাদারদের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

সারণি - ৫.২১ ঃ ২০০৮-২০০৯ বছরে প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র.নং	প্রকল্পের অংগসমূহ	ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ সালের লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ সালের অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১.	ভূমিক্রয় (একর)	৩.১৬	-	-	৩.১৬ (১০০%)

২	ভূমি উন্নয়ন (লক্ষ cft)	১৩.৯০	৬.১২	৬.১২ (১০০%)	১৩.৯০ (১০০%)
৩.	অবকাঠামো নির্মাণ (ভবন/রাস্তা, sft)	৬৬,৪৪০	৪৪,৫৬১	৪৪,৫৬১ (১০০%)	৬৬,৪৪০ (১০০%)
৪.	অবকাঠামো নির্মাণ (প্রাচীর, ড্রেন/ rft)	৩,৫১৯	২,৪৪৯	২,৪৪৯ (১০০%)	৩,৫১৯ (১০০%)
৫.	এসি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	৮	৮	৮ (১০০%)	৮ (১০০%)
৬.	কম্পিউটার ও অন্যান্য	৩৭	৩৭	৩৭ (১০০%)	৩৭ (১০০%)
৭.	অফিস সরঞ্জামাদি	৬	৬	৬ (১০০%)	৬ (১০০%)
৮.	টেলিফোন / ফ্যাক্স	২	২	২ (১০০%)	২ (১০০%)
৯.	আসবাবপত্র (লক্ষ টাকা)	৫১.৮৬	৪৯.৫৩	৪৯.৫৩ (১০০%)	৪৯.৫৩ (৯৬%)

৩। প্রকল্পের নাম ঃ বাংলাদেশের সমবায় মৃৎশিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প

ভূমিকা

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। দেশের ৭০০ পরিবারের প্রায় ৬,০০০ মৃৎশিল্পী সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ পেশার সাথে জড়িত আছে। আমদানীকৃত বিভিন্ন তৈজষপত্র এবং কৃত্রিম পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে মৃৎশিল্পীদের পণ্য টিকে থাকতে পারছেনা। ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য মৃৎশিল্পীদের আধুনিক ও উন্নতমানের মৃৎসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার পাশাপাশি মৃৎশিল্পকে একটি উন্নয়নমূখী শিল্প হিসেবে তুলে ধরা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো ঃ

১) দেশের প্রাচীনতম সমবায় ভিত্তিক মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ সহ সারাদেশে মৃৎশিল্প সমবায় সমিতির উৎপাদন ব্যবস্হার আধুনিকায়ন ;

২) বিজয়পুরে অবস্হিত মৃৎশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন;

৩) মৃৎপণ্য সামগ্রির বাজারজাতকরণ ও বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি এবং

৪) সমবায়ী মৃৎশিল্পীসহ দেশের অন্যান্য মৃৎশিল্পীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

বাস্তবায়ন কৌশল

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় । প্রকল্পের অবকাঠামো গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগকৃত ঠিকাদারদের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে । বিসিক এর সহায়তায় ২২০ জন সমবায়ী মৃৎশিল্পীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

সারণি - ৫.২২ ঃ ২০০৮-২০০৯ বছরে প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের অংগসমূহ	ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ সালের লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮-০৯ সালের অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১.	জনবল	৪	৪	-	০ (০%)
২	প্রশিক্ষণ প্রদান	২২০	-	-	-
৩.	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	২	২	২	২ (১০০%)
৪.	অফিস সরঞ্জামাদি	২	১	১	১ (৫০%)
৫.	ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (বর্গ মিটার)	১৩২.৩৩	-	-	-

২০০৯-২০১০ বছরে গৃহীতব্য প্রধান প্রধান কার্যক্রম

১ । কুমিল্লার বিজয়পুরে সমবায় মৃৎশিল্পীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১৩০১ বর্গ মিটার) ।

২ । বিসিক এর সহায়তায় ২২০ জন সমবায় মৃৎশিল্পীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।

৩ । মৃৎসামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিজয়পুর প্রকল্প দপ্তর স্থানে একটি আধুনিক গ্যাস চুল্লি স্থাপন ।

সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

আগামী ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমবায় সেক্টরে বিদ্যমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ও বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন এবং তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষে গৃহীত রূপকল্প বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ নিম্নে দেয়া হ'ল ।

- সমবায় আইন ও বিধিমালার সংশোধন, সমবায় নীতিমালা প্রণয়ন ।

- সমবায় সমিতির অভ্যন্তরে আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে Real-Time Accounting System Performance Audit & Value for Money Audit System চালুকরণ।
- "সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিদ্যমান ঘাটতি যা বছরে প্রায় ৫০০ কোটি লিটার তা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা এবং গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ।
- "গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে গারো সম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলা এবং কর্মসংস্থানসহ বিবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে গারো সম্প্রদায়কে আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম করে তোলা ।
- দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণকল্পে অভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে সময়োপযোগী কৃষি সমবায় সমিতি গঠন ও উৎপাদিত পণ্যের সমবায় ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন।
- নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ব্যাপকভাবে মহিলাদেরকে সমবায় কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি। এ প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে দেশের সর্ববৃহৎ দুগ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন পর্যন্ত কর্মকান্ডে বিপুলভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। দুগ্ধ শিল্প ভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনেও সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের ২৮ টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। মিল্কভিটা বর্তমানে ২৮ টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের ২৫ টি জেলা ও ১০০ টি থানায় সমবায়ী কৃষকদের কাছ হতে দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সারণি - ৫.২৩ ঃ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে অর্জিত অগ্রগতি

	দুগ্ধ সংগ্রহ (লক্ষ লিঃ)	গড় মূল্য (প্রতি লিঃ)	মোট মূল্য প্রদান(লক্ষ টাকা)
বছর	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকা)
২০০৮-০৯	১৭০৫	২ লক্ষাধিক	৪২৯০.৫৪

	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নীট লাভ (লক্ষ টাকা)
	৩২০৮২.০১	৩০৫০৭.২৯	১৫৭৪.৭২ (অনিরীক্ষিত)

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক সমবায় খাতের সর্বোচ্চ বিশেষায়িত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। এই ব্যাংকের কোন শাখা নেই। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আঁখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শুধুমাত্র সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে কৃষি ঋণ ব্যবস্হাপনাই এ ব্যাংকের মূল কার্যক্রম সমবায় কৃষি ঋণ কার্যক্রমের অচল অবস্হা নিরসন পূর্বক ঋণ প্রবাহ পুনঃচালু করার লক্ষ্যে ০৭/০৭/০৩ ইং তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/ব্যাংকি নীতি শাখা -২/সূম-১/৯৬ (অংশ -২) ২৯৮(২)/১ মূলে সরকার সমবায় কৃষকদের ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত সমবায়ী কৃষি ঋণের সুদ ও দন্ডসুদ মওকুফ করেছেন।

সারণি - ৫.২৩ ঃ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সমবায় ব্যাংকের আর্থিক কার্যকমের অগ্রগতি

বছর	সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী মূলধন	বিতরণকৃত ঋণ	আদায়কৃত ঋণ	নীট লাভ
২০০৮-০৯	৪৬৮	২০৪.৬৯ কোটি টাকা	৩৮.২৮ কোটি টাকা	২৮.৩২ কোটি টাকা	৪.৬০ কোটি টাকা

সারণি - ৫.২৪ ঃ ২০০৮-২০০৯ সালে সংস্থা ভিত্তিক বরাদ্দ ও আর্থিক অগ্রগতি (সমবায় অধিদপ্তর)

লক্ষ টাকায়

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	২০০৮-০৯ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	জুন/০৯ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	জুন/০৯ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %), (অবমুক্তির %)		
				মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
১.	সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি- ২য় পর্যায়	১৪৫.০০	১৪৫.০০ (১০০%)	১৪৩.৭০ (৯৯.১০%)	১৪৩.৭০ (৯৯.১০%)	-
২.	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদী	৬৭৪.০০	৬৭৪.০০ (১০০%)	৬৩৪.১৭ (৯৪.০৯%)	৬৩৪.১৭ (৯৪.০৯%)	-
৩.	বাংলাদেশের সমবায় মৃৎ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প	১২.০০	১২.০০ (১০০%)	৪.৩৮ (৩৬.৫০%)	৪.৩৮ (৩৬.৫০%)	-
	৩ টি প্রকল্পের উপ-মোটঃ	৮৩১.০০	৮৩১.০০ (১০০%)	৭৮২.২৫ (৯৪.১৩%)	৭৮২.২৫ (৯৪.১৩%)	-
৪.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) সমবায় অধিদপ্তর অংশ	৩৫৪.২০	৩৫৪.২০ (১০০%)	৩৪৪.৪৫ (৯৭.২৪%)	৩৪৪.৪৫ (৯৭.২৪%)	-
	৪ টি প্রকল্পের (সিভিডিপি সহ) মোটঃ	১১৮৫.২০	১১৮৫.২০ (১০০%)	১১২৬.৭০ (৯৫.০৬%)	১১২৬.৭০ (৯৫.০৬%)	-

সারণি - ৫.২৫ ঃ ২০০৮-২০০৯ সালে প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতি (সমবায় অধিদপ্তর)

লক্ষ টাকায়

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল) (অনুমোদনের তারিখ)	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাঃ	মোট জিওবি প্রঃ সাঃ			২০০৮-০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ব্যয় মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	ব্যায়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)	বাস্তব অগ্রগতি জুন/০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (জুন/০৯ পর্যন্ত)
			জুন/০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০৮-০৯ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২০০৮-০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			
১.	সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি- ২য় পর্যায় , (জুলাই/০৭- জুন/১০) (২২.০৬.২০০৭)	৪২২.৩০ ৪২২.৩০ ০.০০	১৫৪.৮০	১৪৫.০০	১৪৫.০০	১৪৩.৭০ ১৪৩.৭০ ০.০০	(৯৯.১)	(৩৬.৬৫) (৭০.৬৮)
২.	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদী (জুলাই/০৫- জুন/০৯) (২৮.০৩.২০০৬)	১১৬৯.২৫ ১১৬৯.২৫ ০.০০	৪৯২.৬৩	৬৭৪.০০	৬৭৪.০০	৬৩৪.১৭ ৬৩৪.১৭ ০.০০	(৯৪.০৯)	(৪২.১৩) (৯৬.৩৬)
৩.	বাংলাদেশের সমবায় মৃৎ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প(জুলাই/০৮- জুন/১০) (১১.০২.২০০৯)	২৬১.৩৯ ২৬১.৩৯ ০.০০	- - -	১২.০০ ১২.০০ -	১২.০০ ১২.০০ -	৪.৩৮ ৪.৩৮ ০.০০	(৩৬.৫)	- (১.৬৭)
৪.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)ঃ সমবায় অধিদপ্তর অংশ (জুলাই/০৫- জুন/০৯) (০২.০১.২০০৬)	৬৩৬.৭৪ ৬৩৬.৭৪ ০.০০	২৩৭.৭২	৩৫৪.২০	৩৫৪.২০	৩৪৪.৪৫ ৩৪৪.৪৫ ০.০০	(৯৭.২৪)	(৩৬.৫৪) (৯০.৬৪)

সারণি - ৫.২৬ ঃ সমবায় বিভাগের ২০০৮-২০০৯ সালে মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীসমূহ (অনুন্নয়ন)

(হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	প্রাতিষ্ঠানিক কোড	বিবরণ	২০০৮-২০০৯
৩৮৩১	সমবায় অধিদপ্তর		৮,৬২,৩৪
৩৮৩৯	জেলা কার্যালয়সমূহ		১৯,৪১,২৩
৩৮৪১	উপজেলা কার্যালয়সমূহ		২৭,৮৫,২৪
৩৮৪৫	সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা		২,৫৪,২২
	মোট সমবায় বিভাগ		৫৮,৪৩,০৩

সারণি - ৫.২৭ ঃ ২০০৮-২০০৯ সালের সমবায় অধিদপ্তরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্পের ব্যয়		২০০৮-২০০৯ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			
			মোট (বৈঃমুঃ)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট	টাকা (রাজস্ব)	ব্যয় খাত মূলধন (টাকাংশ)	রাজস্ব
	চলতি প্রকল্প							
১.	সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি- ২য় পর্যায় । (জুলাই/০৭- জুন/১০)	অনুমোদিত	৪২২.৩০ (০.০০)	- -	১৪৫.০০	১৪৫.০০ (১৪৫.০০)	- -	১৪৫.০০
২.	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদী (জুলাই/০৫- জুন/০৯)	অনুমোদিত	১১৬৯.২৫ (০.০০)	- -	৬৭৪.০০	৬৭৪.০০ (২৬.০০)	৬৪৮.০০ ০.০০	২৬.০০
	নতুন প্রকল্প							
১.	বাংলাদেশের সমবায় মৃৎ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/০৮- জুন/১০)	অনুমোদিত	২৬১.৩৯ (০.০০)	- -	১২.০০	১২.০০ (৮.১৫)	৩.৮৫ ০.০০	৮.১৫
	সিভিডিপি অংশ							
১.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)ঃ সমবায় অধিদপ্তর অংশ (জুলাই/০৫- জুন/০৯)	অনুমোদিত	৬৩৬.৭৪ (০.০০)	- -	৩৫৪.২০	৩৫৪.২০ (৩৫৪.২০)	- -	৩৫৪.২০

৫.৩ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ১৯৫৯ সালের ২৭ মে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সূচনালগ্নেই একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে নিবেদিত প্রাণ কিছু গবেষক গ্রামীণ জনগণকে সাথে নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এ দেশে পল্লী উন্নয়নের উপযোগী অনেকগুলো সফল মডেল উদ্ভাবন করে।

এগুলোর মধ্যে দ্বি-স্তর সমবায়, থানা সেচ কর্মসূচি, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ইত্যাদি দেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ বার্ডের এ সকল কর্মসূচি নিজেদের দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করেছে। একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত এ সকল কর্মসূচি, পদ্ধতি ও ধারণাকে সমন্বিতভাবে পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা পদ্ধতি বলা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার, বার্ড কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমীর গবেষণালব্ধ ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। একাডেমী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির কাজ অবিরাম করে যাচ্ছে। এ ছাড়া একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ও উদ্যোক্তা সংস্থাকে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা, অন্যান্য কর্ম-সম্পাদন ও পরিচালনায় নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে একাডেমী গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিরলসভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

একাডেমী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী অধ্যাদেশ ১৯৮৬ অনুসারে একাডেমীর কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। একাডেমীর নীতি নির্ধারণ করে থাকেন ২১-সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এ পর্ষদের সভাপতি। একাডেমীর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। একাডেমীতে ৬০ জন অনুষদ সদস্যসহ মোট ৩৬৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন। একাডেমীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সমূহ হচ্ছে ঃ

১. পল্লী উন্নয়ন ও প্রাসংগিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
২. সরকারী কর্মকর্তা ও পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা ও মতবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন;
৪. পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচী ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা;
৫. পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান;
৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা;
৭. দেশী ও বিদেশী ছাত্রদের গবেষণা কাজে পরামর্শ দেয়া ও কাজ তদারকী করা; এবং
৮. সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করা।

৫.৩.১ ২০০৮-০৯ সালে বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের জন্য ২ মাস মেয়াদীবিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করে আসছে। এ ছাড়াও জাতীয় কৃষি গবেষণার সিস্টেমের কৃষি বিজ্ঞানীদের জন্য ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। বার্ড দীর্ঘ দিনের প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। বার্ড জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী বার্ডে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির মত শুরু দায়িত্ব বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুধু বিপিএটিসি এর পক্ষে অনেক সময় এককভাবে সম্ভব হয়না বিধায় বার্ড এই ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বার্ড পল্লীর দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মন মানসিকতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে দক্ষতা বৃদ্ধি, পল্লী উন্নয়নের ধারণা, নারী উন্নয়ন, অফিস ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন, উন্নয়ন যোগাযোগ, ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, গুণগত শিক্ষা পদ্ধতি, পানি সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাসহ সাম্প্রতিক চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়। বার্ড ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মোট ১৪৩টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনপূর্বক মোট ৫,৬৪১ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণে মোট ৪১,৩০০ মানব দিবস ব্যয়িত হয়েছে।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বার্ডের মহাপরিচালক প্রশিণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করছেন।

১ আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ

গত ৪ আগস্ট ২০০৮ইং তারিখ হতে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮ইং তারিখ পর্যন্ত Irrigation and Rural Livelihoods Agrcultural Development Project (IRLADP) মালাউই-এর উদ্যোগে ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বিষয়ক ১টি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত কোর্সে মোট ১১ জন (পুরুষ ৮ জন এবং মহিলা ৩ জন) প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে CIRDAP-এর Evaluation Committee এর ৩ জন পুরুষ সদস্য বার্ড অবহিতকরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্স দু'টির বিস্তারিত তথ্য নিচের সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি - ৫.২৮ ঃ গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বার্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কোর্স সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১)	ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি	আইআরএলডিপি মালাউই	মালাউই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক	পেশাগত মান উন্নয়ন	৪৩	১	৮	৩	১১	৪৭৩
১৩)	আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের জন্য বার্ড অবাহিতকরণ কর্মসূচি	NIRD, India CIRDAP	DG, NIRD CIRDAP Evaluation Committe		১	২	৪	-	৪	৪
সর্বমোট					৪৪	৩	১২	৩	১৫	৪৭৭

২ জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

বার্ড ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ১৪০টি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করেছে। এ সকল কোর্সে মোট ৫,৬২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন এবং মোট ৪০,৮২৩ মানব দিবস ব্যয়িত হয়েছে।

সারণি - ৫.২৯ ঃ বার্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১)	ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি	আইআরএলডিপি মালাউই	মালাউই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক	পেশাগত মান উন্নয়ন	৪৩	১	৮	৩	১১	৪৭৩
২)	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক)	জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেমের বিজ্ঞানীগণ	বুনিয়াদী	১২০	২	৬৫	১৫	৮০	৯৬০০
৩)	বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা	বিশেষ বুনিয়াদী	৬০	৫	১৭৫	২৫	২০০	১২০০০
৪)	বার্ডের স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত কোর্স	বার্ড	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা	পেশাগত মান উন্নয়ন		১৩	২০৫	৪৯	২৫৪	১৫৬১
	Monitoring and Evaluation of Development Project				৫					
	Development Project Planning, Monitoring and Evaluation				৫					
	Modern Office Management				১৯					
	Governance, Sustainable Development Planning and Poverty Reduction				৫					
	Lesson Plan and Strategies for Quality Education				৪					
	Ethics in Development				৫					
	Mainstreaming Gender in Development Planning				৫					
	Training of Trainers (ToT)				৫					
	Disaster and Environment Management				৫					
	Project Planning and Management				৫					
	Development Communication				৫					
	Reproductive Health Rights and HIV AIDS				৫					

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
	স্বাস্থ্য পুষ্টি জরিপ ও পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও ঔধধি বৃক্ষের ব্যবহার বিষয়ক কোর্স				৫					
৫)	পাবসসের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	SSWDSP-LGED	প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্য	পেশাগত মান উন্নয়ন	৫	৩৬	১৬০২	৪৭১	২০৭৩	১০৫৭০
	সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কোর্স	SCBRMP-LGED	এসসিবিআরএমপির মাঠকর্মীবৃন্দ		৬	০৬				
	টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	সিডিএমপি	বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ		৫	০৩				
	সমবায় ব্যবস্থাপনা	ওয়ার্ল্ড ভিশন	ওয়ার্ল্ড ভিশনের সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ		৪	০২				
	মৎস্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	মৎস্য অধিদপ্তর	মৎস্য কর্মকর্তা		১০	৩				
	সিএসও/পিএসওদের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	বার্ক	সিএসও/পিএসও		১৪	১				
	লোকাল গর্ভন্যান্স সার্পোট প্রজেক্ট এর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	এনআইএলজি	উপজেলা পর্ষায়ের কর্মকর্তা	টিওটি	৫	৪				
	উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা	নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের	নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী	পেশাগত মান উন্নয়ন	৩	১				
	হাইসাওয়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	জিওবি-ডানিডা	উপজেলা পর্ষায়ের কর্মকর্তা		৩	৩				
	হাইসাওয়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	হাইসাওয়া ফান্ড	ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিথি		৪	৬				
	অন্যান্য				৩	২				
৬)	Workshop on Regional Centres of Expertise (RCE) on Education for Sustainable Development	বার্ড	সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা	ওয়ার্কসপ	১	৩	৯২	২১০	৩০২	৩০২
	Workshop on Disaster Management Module Development	সিডিএমপি			১					

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
	Workshop on BARD Action Research Project (WEINEP)	WEINEP, BARD	প্রকল্পের সুফলভোগী		১					
৭)	বার্ডের ৪২তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন	বার্ড	সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ	কনফারেন্স	২	২	১০৩	১০	১১৩	২২৬
	মহিলা শিক্ষা আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের (WEINEP) এর বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন	WEINEP, BARD	প্রকল্পের সুফলভোগী		১		১০	১৪০	১৫০	১৫০
৮)	মহিলা শিক্ষা ও আয় পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্স	WEINEP, BARD	প্রকল্পের সুফলভোগী	দক্ষতা বৃদ্ধি	১	৩	-	১৯৮	১৯৮	৩৯৬
	Gender Rights Operation and Violence Elimination (GROVE) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্স	GROVE, BARD	প্রকল্পের সুফলভোগী		১	৯				
৯)	Attachment Programme on Rural Development and Poverty	বিপিএটিসি, নায়েম	Participants of Foundation Training Course from BPATC, NAEM	সংযুক্তি কার্যক্রম	৫	৩	১৭৩	৩৩	২০৬	১০৩০
১০)	পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সংযুক্তি	IUB	IUB Students		১১	৩	২৭৬	১১৭	৩৯৩	২৮০৫
১১)	পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সংযুক্তি	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী		৪	২				
১২)	বার্ড অবাহিতকরণ কর্মসূচি	বিভিন্ন সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়	কর্মকর্তা, ছাত্র/ছাত্রী	অবহিত করন	৩৬	২৮	১১০৬	৫৫১	১৬৫৭	২১৮৩
				সর্বমোট		১৪০	৩৮০৭	১৮১৯	৫৬২৬	৪০,৮২৩

সারণি - ৫.৩০ ঃ বার্ডের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ২০০৯-২০১০

Sl. No.	Name of the Course	**Sponsor**	Number of Courses	Duration of each Course	Total Number of days	Average Number of Participants in each Course	Total Number of Partici-pants
01	Foundation Training Course for NARS Scientists	BARC	01	120	120	40	40
02	Special Foundation Training Course for LGED Engineers	LGED	01	60	60	40	40
03	Special Foundation Training Course for BCS (Health) Cadre Officials	DHGS	05	60	300	40	200
04	Attachment Course on Rural Development and Poverty Reduction (BPATC)	BPATC	02	05	10	100	200
05	Attachment Programme for University Students	IUB	02	14	28	60	120
06	Attachment Programme for Foreign University Students	IUB	01	03	03	24	24
07	Attachment Programme for the Student of Sociology Department	Chittagong University	01	03	03	95	95
08	Attachment Programme for the Student of Public Admn. Department	Chittagong University	01	05	05	100	100
09	Preparation, Implementation and Monitoring of Sub-Projects and the cross Cutting Issues of HYSAWA	HYSAWA Fund	05	04	20	25	125

Sl. No.	Name of the Course	**Sponsor**	Number of Courses	Duration of each Course	Total Number of days	Average Number of Participants in each Course	Total Number of Partici-pants
	Project						
10	HYSAWA Project Activities for Upazila Chairmen	HYSAWA Project	01	02	02	19	19
11	Total Quality Management (TQM-JICA)	JICA	01	05	05	20	20
12	Orientation on the Activities of Upazila Parishad for Upazila Chairmen/ Vice Chairmen	UNDP	15	05	75	30	411
13	Research Methodology	World Vision	01	05	05	30	30
14	Disaster Management	CDMP	02	05	10	25	50
15	Administrative and Financial Management	BARC	01	15	15	40	40
16	SCBRMP, LGED	SCBRMP	04	06	24	22	88
17	Training of Trainers for DoF Officials	DoF	02	05	10	20	40
	Total Courses (National Level)		**46**		**695**		**1,642**
18	BARD Self-initiated Course	Participants of Different Organization	11	05 /19	69	20	220
	Total Courses		**57**		**764**		**1,862**
19	Conference	BARD	01	02	02	120	120
20	Strategic Plan of BARD (Workshop)	SDC	01	04	04	30	30
21	Orientation Programme	Different Organization	25	01	25	40	1000
22	Project Level Courses	BARD	10	01	10	30	300
23	Orientation Programme for International Participants	Different Organization	10	01	10	10	100
	Total		**47**		**51**		**1,550**

Sl. No.	Name of the Course	**Sponsor**	Number of Courses	Duration of each Course	Total Number of days	Average Number of Participants in each Course	Total Number of Partici-pants
	Conference/ Workshop/ Orientation/ Project Level Courses						
	Grand Total		**104**		**815**		**3,412**

৫.৩.২। গবেষণা কার্যক্রম

বার্ডের তিনটি প্রধান কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হল গবেষণা পরিচালনা করা। বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ জীবনের বিরাজমান সমস্যা নিরূপন ও সম্ভাব্য সমাধান উদ্ভাবন এবং নীতি নির্ধারকদের এ বিষয়ে অবহিতকরণ যা গ্রামীন জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে। এ গবেষণার বিশেষত্ব হল এর ব্যবহার উপযোগিতা ও সমাধানমুখিতা। প্রধানত তিনটি লক্ষ্য অর্জনে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। তন্মধ্যে গ্রামের সমস্যা সম্ভাবনা ও চাহিদা নিরুপন করে তার ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা প্রধানতম। অন্য দুটি লক্ষ্য যথাক্রমে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ প্রণয়ন ও ব্যবহার এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। তাছাড়া সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি মূল্যায়ন করাও বার্ডের অন্যতম দায়িত্ব। বার্ডের অধিকাংশ গবেষণা কার্যক্রম নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে থাকে। নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা/সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। প্রায় পাঁচ দশকের পুঞ্জিভূত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বার্ডের গবেষকবৃন্দ বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর্মসূচিও মূল্যায়ন করে থাকে।

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে গৃহীত গবেষণাসমূহ (নতুন ও চলমান)

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বার্ডের ৪৯ তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে ০৮ টি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। গৃহীত গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে শাকসবজী উৎপাদনে মানব বর্জ্য ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ, বাংলাদেশে AARDO কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন সমীক্ষা, সিভিডিপি গ্রাম সমূহে আর্থ-সামাজিক ও সাংগঠনিক অবস্থানের প্রভাব, দারিদ্র্য হ্রাস, খাদ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি কার্যক্রমে সিভিডিপি'র ভূমিকা, কে,টি,সি,সি,এ লিঃ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন, তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠায় ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালীকরণ, ইত্যাদি।

সারণি - ৫.৩১ ঃ ২০০৮-০৯ সালের বার্ড কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা সমূহের শিরোনাম

01. Determination of Appropriate Dose of Human Excreta for Vegetable Production in Comilla Sadar Upzila (BARD)
02. Post Training Utilization of AARDO Courses in Bangladesh
03. Socio-economic and Organizational Situation of CVDP Villages
04. Impact of Food Production, Employment and Income Generation Interventions of CVDP on Poverty Reduction
05. Impact of CVDP on Agriculture and Sustainable Institutional Development
06. Impact of CVDP on Socio-economic Development and Empowerment of Women.
07. Evaluation of Training Courses Under KTCCA Ltd
08. An e-Readiness Assessment for e-Parishad: Strengthening Local Govternment Institute (LGIS) Through Establishing e- Governance
09. Farm Management and Livelihood Patterns of Rural Households: A Longitudinal Study

10. Impact of Safety Net Programmes on Elderly People in Rural Areas
11. Information Communication Technology (ICT) in Rural Development
12. Post Training Utilization of BARD: A Case of Grassroots Beneficiaries
13. Revisiting Comilla Model in the Present Context of Bangladesh
14. Integrated Lesson Plan Practices for Quality Education: A Comparative Study of Adopted and Non Adopted Schools
15. Value Chain Analysis of Agricultural Commodities
16 Alternative Livelihood Patterns in Haor Areas
17. Impact of Agricultural Modernization on Rural Poor
18. Empowering Women Through Women's Organization: A Case Study
19. Structure and Performance of Small and Medium Scale Agro-Processing Industries in Bangladesh (BARD)
20. Nature and Magnitude of Poverty in a Bangladesh Village
21. Role of Local Authorities in Establishing Good Governance.
22. Promoting Small and Medium Scale Agro Processing Industries in Bangladesh: Problems and Prospects
23. Post Training Utilization of the Foundation Course for NARS Scientists
24. Post Training Utilization of the Course on Sewing for Women
25. Post Training Utilization Study on Poverty Reduction Plan Through Small Scale Water Resources Development Sector Project of LGED
26. Post Training Utilization of BARD Conducted Training: A Case of Special Foundation Course for BCS Health Cadre Officials
27. Post Training Utilization Study on Mainstreaming Gender in Development Planning
28. Impact of CVDP Interventions on a Target Beneficiaries
29. Impact of CBPO Project Interventions on Target Beneficiarie

সারণি - ৫.৩২ ঃ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সমাপ্ত গবেষণা ও প্রকাশনাসমূহ

01. Managing Social Safety Net Programme at the Local level: A Case of Cash Transfer Programe
02. Impact of Diversified Agriculture on Socio-Economic Upliftment of Rural People of Bangladesh
03. Servic Delivery and Good Governance: A Micro Level Study.
04. Good Governance in Rural Development.
05. Socio-economic and Organizational Situation of CVDP Villages.
06. Impact of Food Production, Employment and Income Generation Interventions of CVDP on Poverty Reduction
07. Impact of CVDP on Agriculture and Sustainable Institutional Development
08. Evaluation of Training Courses Under KTCCA Ltd.

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের গবেষণা পরিকল্পনা

২০০৯-২০১০ সালে পরিচালনার জন্য একাডেমীর ৫০তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো ০৮টি নতুন গবেষণা হাতে নেয়া হয়। এ ছাড়া KOICA প্রজেক্ট ও একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের উপর ০১টি করে আরো ০২টি Baseline Servey পরিচালনা করার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নের সরণিতে ২০০৯-১০ বছরে গৃহীত নতুন গবেষণার তালিকা দেয়া হলো।

1. World Financial Crisis: Impact and Coping Mechanism at the Household Level of Rural Bangladesh
2. Prospects of Compulsory IT Education at Secondary Level : A Study in Selected Villages
3. Co-operative Marketing: Situation Analysis of Selected Cooperatives in Bangladesh
4. Comparative Study of Input Subsidy and Price Support in Boro Cultivation
5. Climate Change and Preparedness at the Village Level in Coastal Areas: A Situational Analysis
6. Poultry Rearing and Shrimp Culture: An Analysis of of Comparative Opportunity in Employment Generation and Markeability
7. Missing Female Workers in Garments Sector and Social Change in Rural Areas of Bangladesh
8. Post Training Utilization of AARDO Courses in Bangladesh

সেমিনারের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ

বার্ডের পরিচালিত গবেষণা "Determination of Appropriate Dose of Human Excreta for Vegetable Production in Comilla Sadar Upagila" শীর্ষক গবেষণার ফলাফলের উপর গত ৩১ আগস্ট ২০০৯ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে একটি সেমিনার সংগঠন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে সরকারি স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা থেকে ৫৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

৫.৩.৩ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

১। প্রকল্পের শিরোনাম ঃ মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই,২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত

প্রকল্প ব্যয় ঃ ১,৬২,০০০ (এক লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা

প্রকল্প এলাকা ঃ মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প যা বর্তমানে কুমিল্লা সদর ও বুড়িচং থানার ২১টি গ্রামে পরিচালিত হচ্ছে । কুমিল্লা সদর ও বুড়িচং উপজেলায় ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৪ইং পর্যন্ত ১২টি গ্রাম সংগঠন এবং জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত সময়কালে আরও ০৯টি নতুন সংগঠনসহ বর্তমানে ২১টি গ্রামে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গ্রমীণ মহিলাদের উৎপাদিত পন্য সামগ্রির প্রদশনী

প্রকল্পের পটভূমি ঃ বার্ডের প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালিত হয়ে আসছে । উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় মহিলাদের বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং মা ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে কুমিল্লা সদর ও বুড়িচং উপজেলায় ২১ টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করা হয়েছে ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) মহিলাদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন;

খ) নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান;

গ) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া । মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি এবং অবস্থানের হার বৃদ্ধি করা;

ঘ) পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে মহিলাদের প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া ।

প্রকল্প কার্যক্রম

- ❖ সাংগঠনিক
- ❖ অর্থনৈতিক
- ❖ প্রশিক্ষণ
- ❖ নিয়মিত/পাক্ষিক, বিশেষ কর্মশালা
- ❖ দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা
- ❖ আইন ও অধিকার
- ❖ নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি
- ❖ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং প্রজনন অধিকার
- ❖ শিক্ষা উন্নয়ন (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক
- ❖ পরিবেশ উন্নয়ন ঃ বৃক্ষ রোপন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সেনিটেশন ও টিউবওয়েল
- ❖ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (গ্রামভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

বাস্তবায়ন পদ্ধতি/ কৌশল

- ❖ প্রকল্প এলাকা নির্বাচন
- ❖ নারীদের সংগঠিত করে দল গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ণয়
- ❖ সাপ্তাহিক সভায় শেয়ার,সঞ্চয় ও কর্জ জমাদান
- ❖ পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন
- ❖ সাপ্তাহিক সভায় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অধিকার বিষয়ে আলোচনা
- ❖ ঋণ পরিকল্পনা প্রকল্প কর্মকর্তার নিকট জমাদান
- ❖ ঋণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও ঋণ প্রদান
- ❖ আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ
- ❖ গ্রাম কল্যান কর্মী ও দাই কর্মী বাছাই করে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রতিকারমূলক ও রেফারেল সার্ভিসের ব্যবস্থা করা ।

সারণি - ৫.৩৩ ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৪ - ২০০৯ পর্যন্ত (পিপি অনুযায়ী)	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন - ২০০৯ পর্যন্ত
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১।	মোট সংগঠনের সংখ্যা (টি)	২১	০১	০১	২১
২।	নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাস (সংখ্যা/জন)	১২০ (৪৪৫০)	২৪(১০০৮)	২৪ (১০০৮)	৫৩৪ (৮৩৪৯)
৩।	সদস্য ভুক্তি (জন)	৯১২	৩০	৫৪	৯৩৮
৪।	মোট পরিবার ভুক্তি (সংখ্যা)	৮৪০	৩০	৩০	৭৭১
৫।	বিষয় ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ(দর্জি বিদ্যা, ব্লক, বুটিক, মৎস্য চাষ, হিসাব রক্ষর, গবাদি পশু পালন (সংখ্যা/জন)	১৫ (৩৫০)	০৩	০৩ (৭০)	২১ (৫৯৫)

ক্রঃ নং	প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৪ - ২০০৯ পর্যন্ত (পিপি অনুযায়ী)	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন - ২০০৯ পর্যন্ত
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
৬।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ ও র‍্যালীতে যোগদান (সংখ্যা/জন)	১৫ (৬৭৫)	০২ (৮০)	০২ (৮০)	৪২ (৭৯৬)
৭।	সংগঠনের বার্ষিক সাধারন সভা (সংখ্যা)	৩০	০৫	০৬	৪৪
৮।	বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন (সংখ্যা)	০৫	০১	০১	১০
৯।	নিজস্ব সঞ্চয় (টাকা)	১০,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,৩০,০০০	৭,৮১,০০০
১০।	নিজস্ব শেয়ার (টাকা)	৭,৫০,০০০	১,০০,০০০	১,৬৫,১০০	৯,৮২,০০০
১১।	নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ দাদন	২৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৭,৪৭,০০০	৪৭,৩৬,০০০
১২।	নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ আদায়	২৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৬,০৩,৪০০	৪৮,৪২,০০০(সুদসহ)
১৩।	আবর্তনিক তহবিলের ঋণ প্রদান	৫,০০,০০০	১,০০,০০০	৯০,৫০০	১৩,৭৬,০০০
১৪।	আবর্তনিক তহবিলের ঋণ আদায়	৫,০০,০০০	১,০০,০০০	৪৪,৪৫০	১৩,৩৫,০০০

প্রকল্পের প্রভাব ঃ মহিলাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন বৃদ্ধি, সদস্য ও পরিবার অর্ন্তভুক্তি বৃদ্ধিসহ পূঁজি গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন,শিক্ষা, সেনিটেশন, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

সারণি - ৫.৩৪ ঃ ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	প্রকল্প কার্যক্রম	পরিকল্পনা
১।	সদস্য ভুক্তি (জন)	-
২।	মোট পরিবার ভুক্তি (সংখ্যা)	-
৩।	নিজস্ব সঞ্চয় (টাকা)	-
৪।	নিজস্ব শেয়ার (টাকা)	-
৫।	ঋণ বিতরণ ও আদায় (নিজস্ব ও আর্বতনিকসহ)	৬,০০,০০০ টাকা
৬।	বিশেষ প্রশিক্ষণ	০১ টি (৪২জন)
৭।	নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাস(সংখ্যা/জন)	১২ টি (৫০৪ জন)
৮।	সংগঠন ভিত্তিক কার্যএক্ম পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ক গ্রামে বিশেষ সাধারণ সভা	০৫ টি (৫০০ জন)
৯।	প্রকল্প কার্যএক্ম মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিষয়ক মতবিনিময় কর্মশালা (আভ্যন্তরীণ)	০১ টি (৫০ জন)
১০।	বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলনের রিভিউ কর্মশালা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, সেনিটারী উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি	০১টি (১৫০ জন)
১১।	প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ (Replication)এবং প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিষয়ক কর্মশালা/ প্রতিবেদন প্রকাশ	০১ টি (১০০ জন)

২ Gender Rights Operation and Violence Elimination (GROVE) Project

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন ২০১১ পর্যন্ত

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর ও বুড়িচং উপজেলায় ০৮টি গ্রামে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয় । অনুমোদিত প্রকল্পের সারপত্র অনুসারে গ্রাম সংগঠনের সংখ্যা ও বাজেট বৃদ্ধিপূর্বক বর্তমানে ১০টি গ্রামে চলমান কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও আরো বেগবান করা হয়েছে ।

প্রকল্পের পটভূমি ঃ বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় জেন্ডার অসমতা, নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে। জেন্ডার অসমতা ও নারীর প্রতি সহিংসতার অবসান ঘটাতে শুধু সরকারি নীতিমালাই যথেষ্ট নয় । এর জন্য প্রয়োজন পারিবারিক কাঠামো থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বত্র সমতার নীতি ও নারীর পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন । এ ধারণা থেকে বার্ড কর্তৃক সম্প্রতি গ্রামের সনাতনী সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের অসম সামাজিক সম্পর্ক, যৌতুক, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাসমূহ প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য Gender Rights Operation and Violence Elimination (GROVE) Project অর্থাৎ জেন্ডার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা ও সহিংসতা দূরীকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি পরিচালনা করা হচ্ছে ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

জেন্ডার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা ও সহিংসতা দূরীকরণ (GROVE) প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলে জেন্ডার ভিত্তিক অধিকার চর্চা ও সহিংসতা প্রতিরোধের মাধ্যমে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

(১) পল্লী এলাকায় বিরাজমান স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃবৃন্দকে নারী ও শিশু অধিকার কর্মী হিসেবে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য তাদের দ্বন্দ্ব নিরসনে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুনগত মান উন্নয়ন;

(২) পল্লী অঞ্চলের নেতা ও জনগোষ্ঠীর অগ্রসর আইনী শিক্ষা, সভা সম্মেলন আয়োজন ও নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ও সৌহার্দ বৃদ্ধির জন্য এডভোকেসি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা এবং

(৩) পল্লীর জনগোষ্ঠিকে স্থানীয় সরকার, সমাজ কল্যাণ ও আইনী সহায়তকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আইন সেবা প্রদান এবং সংস্থাগুলোর সাথে তাদের কার্যকরী সম্পর্ক তৈরি করে দেয়া ।

প্রকল্প কার্যক্রম

- প্রতিটি গ্রামে জেন্ডার সমতা, নারী ও শিশু অধিকার কর্মী (GCRA) তৈরি এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।
- স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ. উপ-কমিটি এবং অধিকার সেল গঠনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়ন করা ।
- সংগঠনের মাধ্যমে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আমানত তহবিল ও পুঁজি গঠন, আইন সেবা গ্রহণে প্রয়োজনীয় পুঁজি ব্যবহার এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা ।
- জেন্ডার বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে এ্যাডভোকেসি, দম্পতি উদ্বুদ্ধকরণ ও পরিবার সভা এবং বিনোদনভিত্তিক সহশিক্ষা কার্যক্রম ।
- বাড়ী বাড়ী সফর, উঠান বৈঠক, রচনা প্রতিযোগিতা, লোকজ সংস্কৃতি, স্বাক্ষর ও প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও প্রদর্শন করা ।
- সকল বয়সী জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে জেন্ডার অসমতা এবং সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে নির্যাতনে শূণ্য সহনীয় অবস্থানের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি/কৌশল

ক) গ্রামীণ সমাজ ও সমস্যার জরীপপূর্বক সকল শ্রেণীর মহিলা ও পুরুষ ক্ষেত্র বিশেষে শিশুকে (দরিদ্র,মধ্যবিত্ত ধনী) সংগঠনভুক্ত করা হবে ।

খ) প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসকল এলাকায়/গ্রামে অধিকহারে দরিদ্র ও সামাজিক সমস্যাপূর্ণ অনগ্রসর পরিবার রয়েছে এবং যেখানে আগ্রহী মহিলা নেতৃত্ব ও স্থানীয় সংগঠন রয়েছে তাকে অর্ন্তভুক্ত করা হবে ।

গ) প্রকল্প পূর্ববর্তী অবস্থা জানার জন্য ও চাহিদা মাফিক কার্যএম পরিচালনা করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণধর্মী (Participatory) পদ্ধতিতে নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে গ্রাম পরিবারের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হবে। এই জরিপ তথ্য প্রকল্প কার্যালয়/গ্রামে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হবে । সংশ্লিষ্ট সহকারি প্রকল্প পরিচালক/ মাঠকর্মীগণের সহায়তায় এ সকল জরিপ কার্য সম্পাদন করা হবে ।

ঘ) জেন্ডার সমতা, নারী ও শিশু অধিকার কর্মী তৈরি এবং মানবাধিকার, নারী ও শিশুর অধিকার, নির্যাতন ও সহিংসতার উপর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ ও পাক্ষিক ক্লাসের মাধ্যমে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হবে যাতে তারা দলীয় আলোচনা সভা ও সম্মেলন করে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিপূর্বক জীবনাচরণ পরিবর্তন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে ।

ঙ) স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ. স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (ইউপি মেম্বার), বিয়ের কাজী, ঘটক অর্ন্তভুক্ত করে উপ-কমিটি এবং অধিকার সেল গঠনের মাধ্যমে আপোষ মিমাংসামূলক বৈঠক ওবিশেষ সভা করা ইত্যাদি বিষয়াদির রেজ্যুলেশন তৈরি ও লিপিবদ্ধ করে সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করা হবে ।

চ) সংগঠনের মাধ্যমে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা, কার্যকরী পরিষদের সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আমানত তহবিল ও পুঁজি গঠন, আইন সেবা গ্রহণে প্রয়োজনীয় পূজির ব্যবহার এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে ।

ছ) সকল বয়সী জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে জেন্ডার অসমতা এবং সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে নির্যাতনে শূণ্য সহনীয় অবস্থানের জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য চর্চা ও নেতিবাচক মনোভাব অবসানের ব্যবস্থা করা হবে ।

জ) দক্ষ প্রশিক্ষক ও আইনজীবীদের সহায়তায় জেন্ডার সমতা, নির্যাতন ও সহিংসতার প্রতিকার সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, কর্মশালার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা এবং সৌর্হাদ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

ঝ) জেন্ডার বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে এ্যাডভোকেসি, দম্পতি উদ্বুদ্ধকরণ ও পরিবার সভা এবং বিনোদন ভিত্তিক সহশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশিষ্ট; ফেষ্টুন, ব্যানার, বুকলেট, লিফলেট ইত্যাদি তৈরি ও বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

ঞ) বাড়ী বাড়ী সফর, উঠান বৈঠক, রচনা প্রতিযোগিতা, লোকজ সংস্কৃতি, শিক্ষামূলক গান ও নাটিকার মাধ্যমে সুস্থ্য জীবন অন্বেষন ও বিনোদন ব্যবস্থার আয়োজনের পাশাপাশি বাল্য বিবাহ, যৌতুক, বহু বিবাহ এবং তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য, ব্যক্তিগত মনোভাব, আচরণ ও প্রত্যক্ষণ সম্বলিত স্বাক্ষর ও অংগীকার সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি সম্বলিত শোগান তৈরির ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

ট) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংগঠনের আওতায় জেন্ডার সমতা ও সহিংসতা প্রতিকার সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কার্যএ্রম পরিচালনা, সার্বিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা, বাস্তবায়নের অগ্রগতি ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রণয়ন, উপস্থাপন ও সংক্ষরণ করা হবে । তাছাড়া প্রকল্প চলাকালীন গবেষণা, প্রকাশনা এবং কেইস স্টাডি, মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হবে ।

সারণি - ৫.৩৪ ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী) ২০০৮-২০১১	২০০৮- ২০০৯		এ্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০০৯
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১।	মোট সংগঠনের সংখ্যা	১২	০৮	০৮	০৮
২।	সদস্য ভুক্তি (জন)	৬০০	৪৭০	৪৬৭	৪৬৭
৩।	প্রাথমিক বেইস লাইন জরিপ (গ্রামের সংখ্যা)	১২	০৮	০৮	০৮
৪।	প্রতিবেদন প্রকাশনা (সংখ্যা)	০৮	০২	০২	০২
৫।	নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাস (সংখ্যা/জন)	৭২	২৪	২৪	২৪

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী) ২০০৮-২০১১	২০০৮- ২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০০৯
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		(১১৪৮)	(২৮৮)	(২৮৮)	(২৮৮)
৬।	বিষয় ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ (সংখ্যা/জন)	৩৩ (৩৯৬)	০৯ (১০৮)	০৯ (১০৮)	০৯ (১০৮)
৭।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও কর্মশালা (সংখ্যা/জন)	০৬ (৪০০)	০২ (৬০)	০২ (৫০)	০২ (৫০)
৮।	দ্বন্দ্ব নিরসন সভা (সংখ্যা)	১২	০৩	০৩	০৩
৯।	উঠান বৈঠক (সংখ্যা)	১৪	০৮	০৮	০৮
১০।	বিষয় ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা (সংখ্যা)	০৪	০২	০২	০২
১১।	কেইস স্টাডি সংগ্রহ (সংখ্যা)	৩০	০৮	১২	১২
১২।	জেন্ডার, শিশু অধিকার এবং সহিংসতা সম্পর্কিত উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ (সংখ্যা)	৫০	২৫	২২	২২
১৩।	ব্রশিওর,বুকলেট, লিফলেট, পোষ্টার তৈরি এবং বিতরণ (কেটাগরি/সংখ্যা)	১০ (৭০০)	০৪ (৫০০)	০৪ (৪০০)	০৪ (৪০০)
১৪।	ব্যানার, ফেষ্টুন, প্লেকার্ড তৈরি এবং প্রদর্শন (কেটাগরি/সংখ্যা)	১২ (২০)	০৭ (০৯)	০৭ (০৯)	০৭ (০৯)
১৫।	সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন (জন/সংখ্যা)	১০০০ (০৮)	৪০০ (০৪)	৩৬০ (০৩)	৩৬০ (০৩)

প্রকল্পের প্রভাব

এ প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাবে পল্লী এলাকায় বসবাসরত সকল বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে জেন্ডার অসমতা এবং সহিংসতা দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে নির্যাতনে শূণ্য সহনীয় অবস্থানের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে । নারী ও শিশু অধিকার কর্মীদের চেষ্টার ফলে নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক অবসানে, নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ ও আইন সেবা গ্রহণ করছে। গ্রাম পর্যায়ে উঠান বৈঠক, নির্যাতন ও সহিংসতার উপর নিয়মিত দলীয় আলোচনা সভা করা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ. উপ কমিটি এবং অধিকার সেল গঠনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুনগতমান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়নের প্রচেষ্টা বাড়ছে ।

সারণি - ৫.৩৬ ঃ ২০০৯-২০১০ বছরের পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	পরিকল্পনা
১।	মোট সংগঠনের সংখ্যা	১০
২।	সদস্য ভুক্তি (জন)	১০০
৩।	প্রাথমিক বেইস লাইন জরিপ (গ্রামের সংখ্যা)	০২
৪।	প্রতিবেদন প্রকাশনা (সংখ্যা)	০২
৫।	নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাস (সংখ্যা/জন)	২৪ (৪৮০)
৬।	বিষয় ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ (সংখ্যা/জন)	১২ (২০০)
৭।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও কর্মশালা (সংখ্যা/জন)	০২ (১৫০)
৮।	দ্বন্দ্ব নিরসন সভা (সংখ্যা)	০৪
৯।	উঠান বৈঠক (সংখ্যা)	০৩
১০।	জেন্ডার সমতা, নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন (সংখ্যা)	০২
১১।	জেন্ডার, শিশু অধিকার এবং সহিংসতা সম্পর্কিত উপকরণ তৈরি (সংখ্যা)	৩০
১২।	কেইস ষ্টাডি সংগ্রহ (সংখ্যা)	১০
১৩।	বুকলেট, লিফলেট, পোষ্টার তৈরি এবং বিতরণ (কেটাগরি)	০৪
১৪।	ব্যানার, ফেষ্টুন, প্লেকার্ড তৈরি এবং প্রদর্শন (কেটাগরি)	০৩
১৫।	সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন (জন)	৬০০

৩ Waste Resource Recycle and Management

বাস্তবায়ন কাল ঃ ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১০-২০১১
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭,৪৫,০০০.০০ টাকা
প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের পটভূমি ঃ গৃহস্থলী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি চরম অবহেলিত বিষয়। বর্জ্যকে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে সম্পদে রূপান্তরিত করা যায় তা আমাদের অনেকেরই অজানা। সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে নানাবিধ সম্যার সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ

- বর্জ্য ড্রেন বা খালে পড়ে তা ড্রেন বা খালগুলোকে ভরিয়ে তোলে এবং পানি প্রবাহে বিঘ্নতার কারণে বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে অস্বাস্থকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
- অনেক গৃহস্থালী বজ্যের উপর মাছি বংশ বিস্তার করে এবং মাছি বিভিন্ন রোগ ছড়ায়।
- বন্ধ ড্রেন, খাল, বৃষ্টির পানি বন্ধ ক্যান, পলিথিন প্রভৃতি মশা বংশ বিস্তার করে এবং ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুসহ মশা বিভিন্ন রোগ জীবানু ছড়ায়।
- বর্জ্যকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করা না হলে তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এসব দিক বিবেচনা করে বার্ড ক্যাম্পাসে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এবং তা থেকে কম্পেন্ট তৈরির জন্য এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন করা এবং মোটিভেশন ও কার্যকরী Decomposition এর মাধ্যমে গৃহ বর্জ্যকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করে তা থেকে কম্পোষ্ট তৈরি করা। এ প্রকল্পের সুর্নিদিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- বার্ড ক্যাম্পাসে গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য টেকসই ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
- গৃহস্থালী ও ক্যাফেটেরিয়ার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ড ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে স্বল্প মূল্যের Composting System তৈরি করা।

কার্যক্রম ঃ ইকো-সেন্টারের ভৌত অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।
বাস্তবায়ন পদ্ধতি/ কৌশল ঃ উদ্বুদ্ধকরণ, বর্জ্য পৃথকীকরণ, বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক পরীক্ষা, মাঠ প্রদর্শন ও ব্যবহার।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

সারণি - ৫.৩৭ ঃ ২০০৮-০৯ প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০০৯
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ইকো-সেন্টারের ভৌত অবকাঠামো তৈরি	অবকাঠামো তৈরিকরণ	অবকাঠামো তৈরি সম্পন্নকরণ	অবকাঠামো তৈরি সম্পন্নকরণ	অবকাঠামো তৈরি সম্পন্নকরণ
ইকো-সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় (ভ্যান, কোদাল, বেলচা, প্রভৃতি)	প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় (ভ্যান, কোদাল, বেলচা, প্রভৃতি)	দ্রব্যাদি ক্রয় সম্পন্নকরণ	-	-
উদ্বুদ্ধকরণ সভা	১	১	-	-
দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ	২	২	-	-

প্রকল্পের প্রভাব	ঃ	প্রকল্পটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বিধায় প্রভাব পরিমাপ সম্ভব নয় ।
আগামী বছরের পরিকল্পনা	ঃ	উদ্বুদ্ধকরন, বর্জ্য পৃথকীকরণ, বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক পরীক্ষা মাঠ প্রদর্শন ও ব্যবহার ।

৪ জন সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাস্তবায়ন কাল	ঃ	২০০৪-২০০৯ সাল
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৫.৫৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	ঃ	কুমিল্লা জেলার সদর থানার একটি ইউনিয়নের (আমড়াতলী) দু'টি গ্রাম
প্রকল্পের পটভূমি	ঃ	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	গ্রামীণ দরিদ্র মহিলার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
কার্যক্রম	ঃ	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি
বাস্তবায়ন পদ্ধতি/ কৌশল	ঃ	দল গঠন, সঞ্চয়

সারণি - ৫.৩৮ ঃ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০০৯
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ঋণ কার্যক্রম	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১১,৮৬,০০০	৫২,৭০,০০০
ঋণ আদায়	৭,৬২,০০০	৭,৬২,০০০	৭,৬২,০০০	৫১,০০,০০০
সঞ্চয়	৩০,০০০	৩০,০০০	৩০,৫০০	২,৯৪,২৪৮

প্রকল্পের প্রভাব (Impact/ Results) ঃ সুফলভোগীদের আয় এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৫ বার্ডের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল ঃ জুলাই ২০০৬-জুন ২০১০

প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৬৩৭.৮৮ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ও কেটিসিসিএ লিঃ, কুমিল্লা

প্রকল্পের পটভূমি ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর ভৌত অবকাঠামোসমূহ ষাট এর দশকে নির্মিত। নব্বই এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই সকল ভৌত অবকাঠামোর কিছু সংস্কার ও নির্মাণ কাজ করা হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে আসা দেশী বিদেশী অংশগ্রহণকারীগণের চাহিদার তুলনায় বার্ডের এ ভৌত অবকাঠামোর অবস্থা অপর্যাপ্ত। বার্ড সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা এবং মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, একাডেমী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথারূপে পালনে সমর্থ হয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১,৮৪,০০০ জন দেশী বিদেশী প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহনকারীগণকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রায় ৭০০ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং প্রায় ৫০টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে। একাডেমী ইতোমধ্যে তার কর্মের জন্য দেশে বিদেশে বিশেষ করে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমাদৃত হয়েছে। বিখ্যাত কুমিল্লা মডেল বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে আংশিক/পূর্ণভাবে বাস্তাবায়িত হয়েছে।

সম্প্রতি, বাংলাদেশ সরকার বার্ডের দুটো প্রকল্প যথা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) এবং ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি) সারা দেশে সম্প্রসারণের জন্য গ্রহণ করেছে। বার্ডের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বার্ডের ভৌত অবকাঠামো ব্যবহার করে থাকে। তাই ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও সংস্কার এবং আধুনিক উপকরণ সংগ্রহ একাডেমীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ১৬৩৭.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৬ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ব্যবহারিক প্রয়োজনে দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে এবং বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এবং এর সামাজিক গবেষণাগার কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন (কেটিসিসিএ) লিঃ এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন । প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

১। গবেষক ও দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বার্ড ও এর সামাজিক গবেষণাগার কেটিসিসিএর ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকরণ।

২। পল্লী উন্নয়নের তথ্য প্রযুক্তি আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং

৩। বার্ডের আবাসিক সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ব্যবহারিক সুবিধার উন্নয়ন সাধন।

কার্যক্রম ঃ বার্ডের আন্তর্জাতিক অডিটরিয়াম, কনফারেন্স রুম, স্টাফ কোয়াটার নির্মাণ, ভিভিআইপি গেষ্ট হাউজ নির্মাণ, আন্তর্জাতিক হোষ্টেল নির্মাণ, আইটি বিল্ডিং নির্মাণ, আইটি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বার্ড ও কেটিসিসিএ এর পুরানো স্থাপনাসহ রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য যানবাহন সংগ্রহ ইত্যাদি এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম।

সারণি - ৫.৩৯ ঃ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্প কার্যক্রম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (আর্থিক)	২০০৮-২০০৯ লক্ষ্যমাত্রা (আর্থিক)	২০০৮-২০০৯ অগ্রগতি (আর্থিক)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০০৯ (আর্থিক)
রাজস্ব ব্যয় ঃ				
সরবরাহ ও সেবা ঃ	২০৪৮ জন	৬৫০ জন	৬২৩ জন	২০২৩ জন
ক) প্রশিক্ষণ	(৯০.০০)	(২৯.০০)	(২৮.৯০৫)	(৮৯.৪০৮)
মূলধন ব্যয় ঃ				
বার্ড এবং কেটিসিসিএ এর প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং বার্ডের ২টি মটর সাইকেল সরবরাহ	৭৪৮ টি (৯৫.২৭)	২৮১টি (৩২.৫১১)	২৮১টি (৩২.৫০৯)	৪০২টি (৫৬.৬২৯)
নির্মাণ ও পূর্ত কাজ ঃ				
কেটিসিসিএর হোস্টেল নির্মাণ	১টি (১৮.০০)	১টি (০.৯৮)	১০০% (০.৯৭৮)	১০০% (১৫.৯৭৮)
বার্ড আন্তর্জাতিক অডিটরিয়াম নির্মাণ	১টি (১৬৯.০০)	১টি (১০৬.০১)	৫৫% (১০৬.০১)	৫৫% (১০৬.০১)
বার্ড আন্তর্জাতিক হোষ্টেল নির্মাণ	১টি (১৫২.২০)	১টি (১০৫.০০)	৭০% (১০৫.০০২)	৭০% (১০৫.০০২)
বার্ড মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ	১টি (১৬২.০০)	১টি (১৫৫.৫০)	৯০% (১৫৫.৫০)	৯০% (১৫৫.৫০)
বনকুটির সংলগ্ন বার্ড ভিভিআইপি গেষ্ট হাউজ নির্মাণ	১টি (৬৩.০০)	১টি (৬০.০০)	৯৫% (৫৯.৮৪)	৯৫% (৫৯.৮৪)
বার্ড অক্সিলিয়ারী ৩ তলা বিল্ডিং নির্মাণ কাজ (১টি)	২টি (১৫৪.৬০)	১টি (৫২.০০)	৮৫% (৫১.৮৩৮)	৮৫% (১১২.৭৮৫)
সম্মানী এবং সিটিং এলাউন্স	- (৪.০০)	- (১.৫০)	- (১.৪৪৬)	- (২.৬৩২)
বিবিধ	- (৩০.০০)	- (২.৫০)	- (২.৫০)	- (২২.৯৭১)

প্রকল্পের প্রভাব

বনকুটির সংলগ্ন বার্ড ভিভিআইপি গেষ্ট হাউজ নির্মাণে দেশী, বিদেশী উচ্চপর্যায়ের মেহমানের ৬টি রুমে আবাসন সংস্থান হয়েছে। বার্ড মহিলা হোষ্টেল নির্মাণে ৬০ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন সংস্থান হয়েছে। বার্ড আন্ত র্জাতিক হোস্টেল নির্মাণে বিদেশী ও দেশী উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থী ও মেহমানগণের ৩০টি আবাসন সংস্থান হয়েছে। বার্ড অক্সিলিয়ারী ৩ তলা বিল্ডিং ২টি নির্মাণে কর্মরত কর্মচারীদের ১২টি পরিবারের আবাসন সংস্থান হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ঃ সমবায় ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক সমিতি হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গরু মোটা তাজাকরণ, ধাত্রী বিদ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, বাড়ির আঙ্গিনা শাক সব্জি উৎপাদন এবং পরিবেশ উন্নয়ন, বিভিন্ন ব্যাচে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০২৩ জন সমবায়ী সদস্য/সদস্যাগণকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগামী বছরের পরিকল্পনা

ঃ

এস্টাবলিশমেন্ট, ডিজাইন ও পরামর্শক খরচ, ভিডিও লিফলেট, পোস্টার ও পাবলিকেশন্স, মূল্যায়ন, মনিটরিং ও এসেসমেন্ট, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্লানিং ও কনফারেন্স, বার্ড এবং কেটিসিসি লিঃ এর প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও ২টি মটর সাইকেল ক্রয়, বার্ড আন্তর্জাতিক অডিটরিয়াম নির্মাণ, বার্ড আন্ত র্জাতিক হোস্টেল নির্মাণ, বার্ড মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, বনকুটির সংলগ্ন বার্ড ভিভিআইপি গেস্ট হাউজ নির্মাণ, বার্ড অক্সিলিয়ারী ৩ তলা বিল্ডিং নির্মাণ, কেটিসিসিলিঃ এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, কেটিসিসিলিঃ এর গভীর নলকূপ এবং আনুষাংগিক কাজ, বার্ড ক্যাম্পাসের রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, রানীর কুঠির কনফারেন্স কক্ষ নির্মাণ ও সংস্কার (বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ), বার্ড এর ডরমেটরী হোস্টেল ৩ ও ৪ এটাচ বাথ রুম নির্মাণ, বার্ড এর মূল ফটকে আধুনিকায়নসহ ১টি কক্ষ নির্মাণ ও সংস্কার, সাকুর্লার রোড হতে বনশ্রী সংযোগ সড়ক, জেনারেটর সরবরাহ স্থাপন (বার্ড ও কেটিসিসি)- ২টি, বার্ড ও কেটিসিসি লিঃ এর পুকুরসমূহের উন্নয়ন-১টি, বার্ডের ক্রীড়া ও বিনোদন কেন্দ্রের উন্নয়ন (টেনিস কোর্ট, লাইটিং এবং আইটি বিল্ডিং পর্যন্ত এপ্রোচ রোড ও কার পার্কিং), বার্ডের সকল বৈদ্যুতিক লাইন ভূগর্ভস্থকরণ, বার্ডে গভীর নলকূপ স্থাপন ।

৬ কৃষি বীমা স্কীম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (Applied Research on Agricultural Insurance Scheme)

বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জুলাই ২০০৯- জুন ২০১১
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১১০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	ঃ	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া ও স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়া ও ঝালকাঠি সদর, রংপুর জেলার গঙ্গাছড়া ও রংপুর সদর, পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেরা উপজেলা ।
প্রকল্পের পটভূমি	ঃ	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষির ক্ষতি হতে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য কৃষি বীমা কার্যক্রম চালু করে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচলিত বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকদের প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শস্য, পশুসম্পদ ও হাঁসমুরগী বীমার আওতায় আনা । প্রকল্পের সু-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে ঃ ক) কৃষকদের শস্যের ক্ষতি রক্ষাকল্পে কার্যকর আর্থিক ঝুঁকি সহায়ক পদ্ধতির পাশাপাশি অধিক উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার সহায়ক পরিববেশ তৈরি করা; খ) গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে সাধারণ কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রচলিত বীমা পদ্ধতির উন্নতিকরণ যাতে বীমাকারীর অধিক উৎপাদন ও আয় নিশ্চিত হয় এবং গ) শস্যহানী এবং গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী পালনের ক্ষতি থেকে দাবীকৃত ক্ষতি পূরণের মাধ্যমে কৃষকদের আত্ম নির্ভরশীল হতে সহায়তা করা এবং গ্রাম পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর কৃষিবীমা পদ্ধতির প্রচলন করা ।
কার্যক্রম	ঃ	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালার আয়োজন এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের আওতায় কৃষি বীমা পরিচালনা করা ।
বাস্তবায়ন পদ্ধতি/	ঃ	১ । প্রতিটি উপজেলার ২৫টি গ্রাম সমিতির সদস্যদেরকে কৃষি বীমা কার্যক্রমের

কৌশল আওতায় আনা ।

২। সমবায় সমিতি বা ব্যাংক হতে কৃষি ঋণ গ্রহণকারী কৃষকগণকে সরাসরি ঋণ নেয়ার সময় প্রিমিয়াম প্রদানে উৎসাহিত করা ।

৩। ফসলের গড় ফলন ও ক্ষতি নিরূপনে সমবায় সমিতি নেতৃবৃন্দ, কৃষি কর্মকর্তা ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করা ।

৪। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রচলিত শস্যবীমার আওতায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

সারণি - ৫.৪০ ঃ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)	২০০৮-২০০৯		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০০৯
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১। প্রশিক্ষণ	২৪টি কোর্স	-	-	প্রকল্পটি ১৬ আগষ্ট অনুমোদিত হয়েছে।
২। ম্যানুয়েল তৈরী	০২টি	-	-	ঐ
৩। কর্মশালা	০৩টি	-	-	ঐ

প্রকল্পের প্রভাব (Impact/ Results) ঃ প্রকল্প কার্যক্রম আগষ্ট ২০০৯ হতে শুরু হয়েছে। এখনও বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় সমবায়ী কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ করে শস্য বীমা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা, তাদের ফসলের ক্ষতি কমিয়ে আনা হবে, এতে বীমা গ্রহণকারীগণদের কৃষি উন্নয়নসহ আর্থিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

২০০৯-১০ এর পরিকল্পনা ঃ ১। প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন ২৪টি (৮৫০ জন অংশগ্রহণকারী)
২। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি ০২টি
৩। কর্মশালা ০২টি

৫.৪ প্রশাসনিক সংস্কারমূলক কার্যক্রম

ক) প্রশাসনিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ঃ
- সকল নথি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- চিঠিপত্র দ্রুত প্রেরণের জন্য ব্রডব্যান্ড এর মাধ্যমে ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ফ্যাক্স, ই-মেইল-এর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

খ) সেবার মান উন্নয়ন ঃ
- সেবার সর্বোচ্চ মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ও জনসাধারণকে কাংখিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের সিটিজেন চার্টার, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণসহ মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরিত সকল পত্রের ইলেক্ট্রনিক ভার্সন বা সফট কপি প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সেবার তথ্য ওয়েব সাইটে রাখা হচ্ছে। ফ্যাক্স ও ই-মেইল-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- ক্যাফেটেরিয়ায় TQM পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে ক্যাফেটেরিয়া সার্ভিসের মানোন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
- ক্যাফেটেরিয়া এবং হোস্টেলে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।

গ) আইনের সংশোধন ঃ
- বার্ড কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯ ।
- একাডেমী কর্মকর্তা-কর্মচারীর কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ।
- একাডেমী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাসা বরাদ্দ নীতিমালা ।
- বার্ড অর্ডিনেন্স সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘ) অফিসের 'কার্য ঃ একাডেমীর বিভিন্ন কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা

উন্নয়ন' টিম গঠন		হয়েছে। এ ছাড়া অনুষদ সদস্যগণের মেধা, প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম টিম গঠনের মাধ্যমে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।
ঙ) পেনসন কেসের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ	ঃ	১০ জন পেনশনারের পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে কোন কেস অনিষ্পন্ন নেই।
চ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	ঃ	মোট ২০টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি আপত্তি সিএ্যান্ডএজি মহোদয়ের অফিস কর্তৃক ও ০৩টি আপত্তি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। তাছাড়া ০৭টি আপত্তি আদায়যোগ্য। আদায় প্রক্রিয়া চলমান এবং ০৭টি আপত্তির বিষয়ে ব্যয়োত্তর মঞ্জুরীর জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
ছ) আইসিটির ব্যবহার	ঃ	বার্ড গ্রন্থাগারে ক্যাটালগিং সিষ্টেম কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরিত সকল পত্রের ইলেক্ট্রনিক ভার্সন বা সফট কপি প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একাডেমীর কম্পিউটার পুলসহ বিভিন্ন শাখায় ১২০টি কম্পিউটারে অফিসিয়াল যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফ্যাক্স ও ই-মেইল-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণসমূহে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। একাডেমীর ৪০ জন কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং আইটি বিল্ডিং এ LAN স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
জ) অন্যান্য	ঃ	বিভাগীয় মোকদ্দমাসমূহ নিয়মিতভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪.৩। বার্ডের উদ্ভাবিত মডেল

ইকোটয়লেট (Ecological Sanitation)

পরিবেশ বান্ধব গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং কৃষি উৎপাদনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে মানব উচ্ছিষ্ট (Human Excreta) দিয়ে তৈরী সারের ব্যবহারের মাধ্যমে বার্ড ২০০৪ সালে কুমিল্লা জেলার ৪টি গ্রামে এই প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলোঃ (ক) উন্নত প্রযুক্তিতে এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে পরিবেশ বান্ধব টয়লেট নির্মাণ করা, (খ) টয়লেটের উচ্ছিষ্ট মল ও মূত্রকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব সারে পরিণত করা এবং জমিতে প্রয়োগ করা, (গ) পরিবেশ বান্ধব গ্রাম উন্নয়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

ইকোটয়লেটর মূল বৈশিষ্ট্য হলো

- মলত্যাগের জন্য দুটি চেম্বার থাকে।
- দুটি চেম্বারের মাঝখানে শৌচকার্যের ব্যবস্থা রয়েছে এবং শৌচকার্যে ব্যবহৃত একটি Outlet দিয়ে টয়লেট এর বাহিরে Evaporation bed এ চলে যায় এবং সূর্যালোকে তা শুকিয়ে যায়।
- মলত্যাগের সময়ই প্রস্রাব আলাদা হয়ে যায় এবং একটি Outlet দিয়ে বাহিরে সংরক্ষিত পাত্রে জমা হয়।
- প্রতিবার পায়খানা করার পর ২/৩ কাপ ছাই মলের উপর দিতে হয়।
- একটি মলত্যাগের চেম্বার ছয় মাস ব্যবহার করে বন্ধ করে দিয়ে অপর চেম্বারটি ব্যবহার শুরু করতে হয় এবং একইভাবে অপরটি ছয়মাস ব্যবহার করে বন্ধ করে দিয়ে প্রথম চেম্বার ব্যবহার শুরু করতে হয় এবং এই ব্যবস্থা চক্রাকারে চলমান থাকে।
- মল, প্রস্রাব এবং শৌচকার্যের পানি কোনভাবেই একটির সাথে অপরটি মিশতে পারে না।

ইকোটয়লেটের সুবিধা

এ ধরনের টয়লেট নির্মাণে প্রতিটির খরচ দাঁড়ায় ১০-১৫হাজার টাকা। ইতোমধ্যে প্রস্রাব ও মল (সার) দিয়ে শাকসবজী চাষ এবং ধান চাষ এর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র প্রস্রাব ও মল দিয়েই সাধারণ সারের চেয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়, এই ফসল মানব দেহের জন্য ক্ষতিকারক নয়, এর উৎপাদন ব্যয়ও কম। ফলে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এ টয়লেটের উচ্ছিষ্টসমূহ জৈবসার হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আশপাশের পরিবেশ ও পানি দূষণ হতে

রক্ষা করা যায়, যা পিট ল্যাট্রিন এর মাধ্যমে পুরোপুরি সম্ভব নয় । এর ফলে সার্বিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ রক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে ।

ইকোটয়লেটে প্রকল্পের অগ্রগতি

সেপ্টেম্বর ২০০৭ থেকে অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত JICA এর ১৫ লক্ষ টাকা অর্থায়নে (কনষ্ট্রাকশনসহ) তিনটি Phase এর মধ্যে প্রথম Phase (নভেম্বর ২০০৭-মার্চ২০০৮) এ মোট ১০০টি টয়লেট কুমিল্লা জেলার ৫টি গ্রামে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে সরকার ২০০৮ সালে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে একজন সফল কৃষকের বাড়িতে একটি করে প্রদর্শনী ইকো-টয়লেট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ।

বার্ড ইতোমধ্যে মৌলভী বাজার জেলার শাহবাজপুর চা বাগান শ্রমিকদের জন্য ২০টি ইকোটয়লেট নির্মাণ করেছে। এ সকল ইকো- টয়লেট থেকে উৎপাদিত সার যেমন প্রস্রাব এবং শুকনা মল সার চা গাছে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে মোট ৪,৪৯৮টি করে ইকোটয়লেট নির্মাণ করা হচ্ছে ।

বর্তমানে একদিকে যেমন জৈব সারের অভাবে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে, অপর দিকে অত্যধিক পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও জমির মাটির গুণাগুণ নষ্ট করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সার সংকট দেখা দিয়েছে তাতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব যোগানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন । এ ক্ষেত্রে ইকোটয়লেটের মাধ্যমে উৎপাদিত মানব বর্জ্য মানুষের প্রস্রাবকে ইউরিয়া সারের বিকল্প এবং শুস্ক মানব মলকে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করে অনেক বেশী লাভবান হওয়া সম্ভব হবে। এতে এক দিকে যেমন পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্ভব হবে, অপর দিকে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে ইকোটয়লেট এ দেশের পরিবেশ বান্ধব টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং মানব বর্জ্য পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হবে ।

উপসংহারঃ

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর বার্ডের জন্য একটি স্মরণীয় বছর ছিল। গত ২৭ মে ২০০৯ বার্ডের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিগত ৫০ বছরের অর্জনসমূহ বিশেষ প্রকাশনা, গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বার্ডের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার জন্য নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে এসডিসি (SDC), আরডো (AARDO), JADE (জেইড)

এবং KOICA'র সাথে বার্ডের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কর্মকান্ড আগামীতে আরও বেগবান করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৫.৪ । পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মানদন্ডে বর্তমানে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৪ সনের জুন মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই এই একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অন্যতম মূল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া, পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক গবেষণা ও উদ্যোক্তা সংস্থাগুলোকে আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন, সেমিনার, কর্মশালা সংগঠন, গবেষণা ও অন্যান্য কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনায় একাডেমী লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পল্লী উন্নয়ন সম্পৃক্ত বিষয়ে পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান ও পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলা। একাডেমী প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত ১৯৯০ সালের ১০ নম্বর আইনের ৭ ধারা মোতাবেক একাডেমীর দায়িত্বাবলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পল্লী উন্নয়নের কৌশল ও ক্রিয়া পদ্ধতির উপর পরীক্ষা ও তথ্যানুসন্ধান করা;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন করা;
- সরকার ও অন্যান্য সংস্থাকে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া;
- পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগণের কার্যাবলী পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা;
- জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সরকারকে সাহায্য করা;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশী বা আর্ন্তজাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা।

আরডিএ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ঃ

১। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমী ২০০৮-২০০৯ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিজস্ব উদ্যোগে এবং বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে যৌথ উদ্যোগে মোট ২২৭টি কোর্স পরিচালনা করেছে। এ সকল কোর্সে সর্বমোট ৮৭৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬১৪৯ জন (৭০%) পুরুষ এবং ২৬২৫ জন (৩০%) মহিলা। বিগত বছরে একাডেমীর নিজস্ব ও যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

প্রশিক্ষণ সার সংক্ষেপ (জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০০৯):

ক্রমিক নং	উদ্যোক্তা	কোর্সের ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
				পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	পউএ, বগুড়ার নিজস্ব উদ্যোগে ও একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	(ক) দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৫	৪৭৭	২২১	৬৯৮	৫৫৪৬
		(খ) প্রকল্প পর্যায়ের প্রশিক্ষণ	৪৪	১২৪১	৭৩৫	১৯৭৬	৬২২২
		(গ) সেমিনার/সম্মেলন/মাঠ দিবস/কর্মশালা	৮	৬৩৯	৪৮৪	১১২৩	১৫১৭
		মোট	**৭৭**	**২৩৫৭**	**১৪৪০**	**৩৭৯৭**	**১৩২৮৫**
২.	যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	(ক) চাকুরীকালীন/পেশাগত প্রশিক্ষণ	১২৫	২৬৯৯	৬৮৬	৩৩৮৫	২০৫৪৩
		(খ) অবহিতকরণ কোর্স/মাঠ সংযুক্তি/ শিক্ষা সফর/সম্মেলন/কর্মশালা	২৫	১০৯৩	৪৯৯	১৫৯২	৩১৬৫
		মোট	**১৫০**	**৩৭৯২**	**১১৮৫**	**৪৯৭৭**	**২৩৭০৮**
		সর্বমোট	**২২৭**	**৬১৪৯**	**২৬২৫**	**৮৭৭৪**	**৩৬৯৯৩**

একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ (জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০০৯)

একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত দক্ষতা/উন্নয়ন ও সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ জনদিবস	অংশগ্রহণকারীর ধরণ
				পুরুষ	মহিলা	মোট			
১.	যৌতুক ও বাল্য বিবাহ নিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	০	২৯	২৯	২	৫৮	একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্পের মহিলা সুফলভোগী
২.	মাদকাশক্তি ও এইচআইভি - এইডস বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	২৩	৭	৩০	২	৬০	স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ইমাম, স্কুল শিক্ষক এবং প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৩.	পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	১৯	১১	৩০	৩	৯০	স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ইমাম, স্কুল শিক্ষক এবং প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৪.	কম্পিউটারের মৌলিক ব্যবহারঃ এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট	পউএ, বগুড়া	১	২৩	৭	৩০	৭	২১০	একাডেমীর শাখা প্রধান, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ
৫.	কন্টিনিউয়াস স্কুল ইম্প্রুভমেন্ট ইউজিং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (টিকিউএম) টুলস	পউএ, বগুড়া	১	২৪	৬	৩০	৪	১২০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক
৬.	উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ	পউএ, বগুড়া	১	০	৩০	৩০	৩	৯০	বিভিন্ন প্রকল্পের মহিলা সুফলভোগী
৭.	ইংরেজি ভাষার দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	১৪	১	১৫	১২	১৮০	একাডেমী অনুষদ সদস্য

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ জনদিবস	অংশগ্রহণকারীর ধরণ
				পুরুষ	মহিলা	মোট			
৮.	মৎস্য নার্সারী ব্যবস্থাপনা কৌশল	পউএ, বগুড়া	১	৩০	০	৩০	৫	১৫০	মৎস্য খামার মালিক এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগী
৯.	ফল ও সব্জি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ	পউএ, বগুড়া	১	০	৩০	৩০	১০	৩০০	শিক্ষিত বেকার পুরুষ ও মহিলা
১০.	স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন	পউএ, বগুড়া	১	১৯	২	২১	৩	৬৩	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও সুধি সমাজ
১১.	বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সব্জি চাষ	পউএ, বগুড়া	১	১৪	১৬	৩০	৬	১৮০	আদর্শ কৃষক, গৃহিণী, স্বল্প শিক্ষিত যুবক ও মহিলা
১২.	উদ্যান নার্সারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	২৫	৫	৩০	২১	৬৩০	শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলা
১৩.	মহিলাদের জন্য বীজ প্রযুক্তি	পউএ, বগুড়া	১	০	৩০	৩০	১০	৩০০	আদর্শ কৃষক, শিক্ষক, ইউপি সদস্য, ব্লক সুপারভাইজার
১৪.	হাইব্রিড ভূট্টা উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ	পউএ, বগুড়া	১	২১	৯	৩০	১০	৩০০	বেকার যুবক এবং আগ্রহী ভূট্টা উৎপাদনকারী কৃষক
১৫.	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা রিফ্রেসার কোর্স	পউএ, বগুড়া	১	২৯	১	৩০	৫	১৫০	বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগী এবং গ্রাম্য পশু চিকিৎসক
১৬.	ডাল ও তৈল বীজ শস্যের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি ও কৌশল	পউএ, বগুড়া	১	২৯	১	৩০	১০	৩০০	একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
১৭.	অপ্রচলিত ফল চাষ ও উৎপাদন প্রযুক্তি	পউএ, বগুড়া	১	৩০	০	৩০	১০	৩০০	আগ্রহী ফল উৎপাদনকারী যুবক
১৮.	দারিদ্র বিমোচনে মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	২১	৯	৩০	১০	৩০০	স্বল্প আয়ের যুবক ও মধু সংগ্রহকারী
১৯.	বাউকুল ও আপেল কুল উৎপাদন পদ্ধতি	পউএ, বগুড়া	১	২৫	৫	৩০	১০	৩০০	কুল উৎপাদনকারী
২০.	ফুল ও সৌখিন উদ্ভিদ উৎপাদন প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	১৩	১৫	২৮	১০	২৮০	শিক্ষিত বেকার পুরুষ ও মহিলা
২১.	জৈব সার উৎপাদন প্রযুক্তি	পউএ, বগুড়া	১	২৯	১	৩০	৫	১৫০	বেকার যুবক ও আদর্শ কৃষক
২২.	বীজ আলু উৎপাদন প্রযুক্তি এবং বাজারজাতকরণ	পউএ, বগুড়া	১	২৬	৪	৩০	১০	৩০০	বীজ আলু উৎপাদক ও ব্যবসায়ী
২৩.	উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	৩০	০	৩০	১২	৩৬০	বেকার যুবক ও মৎস্যজীবি
২৪.	প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়নে দক্ষতা উন্নয়নের উপর টিওটি	পউএ, বগুড়া	১	১৪	১	১৫	৫	৭৫	একাডেমীর অনুষদ সদস্যবৃন্দ
২৫.	টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলুর উৎপাদন	পউএ, বগুড়া	১	১৯	১	২০	১৫	৩০০	বেকার যুবক ও যুব মহিলা
		মোট	২৫	৪৭৭	২২১	৬৯৮	-	৫৫৪৬	

২। গবেষণা কার্যক্রমঃ

একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সহায়ক ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অন্য কার্যক্রম হচ্ছে গবেষণা। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতে তা ব্যবহার করা। সহস্রাব্দের উন্নয়ন (গউএ), দারিদ্র্য দূরীকরণ (চজঝ) এবং নারীর ক্ষমতায়ন (ডড়সবহ ঊসঢ়ড়বিৎসবহঃ) ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী এলাকার আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধানের উপায় নির্ধারণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

বিগত ২০০৮-০৯ বছরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া নিম্নলিখিত ৮টি গবেষণা প্রকল্প প্রতিবেদন সমাপ্ত/প্রকাশ করেছে।

1. Impact of Irrigation Technology Diffusion on Crop Production: A Study in Mahasthangar of Bogra.
2. Problems and Prospects of Agricultural Machinery Manufacturing: Context Bogra.
3. 2nd Annual Benefit Monitoring & Evaluation (BME) Survey of NCDP (DAE)-2008
4. Post-harvest Losses of Tomato and Local Techniques of Minimizing Loss
5. Knowledge, Attitude and Practice of Rice Farmers Towards Certified Seed: A Study in Bogra District
6. Chairman-Member Relationship in Functioning Union Parishad Activities
7. Hatchery Management under Government and Private Ownership: A Study in Bogra District
৮. দরিদ্র মহিলাদের অবস্থা পরিবর্তনে "পল্লী উন্নয়নে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প"- এর প্রভাব

এছাড়া, একাডেমীতে বর্তমানে মোট ৪৩ টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এই গবেষণা প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১৫টি প্রকল্প গত বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে গৃহীত হয়েছে এবং বাকী ২৮টি প্রকল্প পূর্ববর্তী বছর হতে পরিচালিত হয়ে আসছে, যেগুলো গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে গৃহীত গবেষণাসমূহ

Sl. No.	Title of the Research Projects
1.	Social Capital for Good Governance: A Union Parishad Collage
2.	Appraisal of Monga Mitigation Programs and Future Perspectives
3.	উদ্যান নার্সারীতে মহিলাদের অবদান - শেরপুর উপজেলার একটি সমীক্ষা
4.	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের বর্তমান ব্যবহার ও এটি অধিকতর কার্যকর করার উপায়
5.	Access to Government Services: The Rural Scenario
6.	Breeder level Potato Seed Production from Plant-lets and Microtubles at RDA Biotechnology Lab- A Comparative Study
7.	A Study on the Toxic Pollution from Pesticides as an Emerging National Health Hazard in Bangladesh.
8.	Dynamics of underground water salinity and qualities: An analysis for cultivation of Boro rice in coastal region
9.	Post-training Evaluation on the Production and Utilization of Organic Fertilizers
10.	Experience of RDA in Waste Management Following Integrated Farming System (IFS) Through Bio-gas Plant and its Feasibility at the Community Level
11.	Role of NGO- Led Development Organizations for Promoting Sustainable Rural Development in the Northern Region of Bangladesh (Experience of Some Leading NGOs)
12.	Social Empowerment of Union Parishad (UP) Women Members: Prospects and Challenges

13. Problems and Prospects of Institutional Libraries in Bangladesh
14. A Study on the Development of Web Internet Information System of e-Governance for Communication
15. Household Food Security: An Approach to Sustainable Rural Development

২০০৮-০৯ অর্থবছর এবং পূর্ববর্তীবছরে গৃহীত গবেষণাসমূহ

Sl. No.	Title of the Research Projects
16.	Technology Improvement Study for Long Duration Storage of Potato
17.	Problems of Litchi Marketing in the Northwest Region of Bangladesh
18.	Replication of RDA Developed `Maria (Seed Technology) Model' and the Role of Rural Women in Improving Farm Retained Rice Seed in Bangladesh
19.	Impact Study on Replication of RDA-model at Boraidaha village under Sherpur Upazila of Bogra District.
20.	Adaptation of Saline Tolerant Boro Rice Cultivars by Some Management Practices in Shrimp Gher: An Experiment in Farmers' Field
21.	Economic and Technical Performance Assessment of Combine Harvester in RDA Demonstration Farm
22.	Commercial Fish Farming in Bangladesh: Opportunities and Challenges
23.	Role of Different Organizations in the Development of Agricultural Marketing Network in the Rural Areas
24.	People's participation in Local Government Support Project
25.	Women's Role in Cyclone Preparedness and Response: Experience of the Cyclone Sidr in 2007
26.	Study on Strawberry Cultivation under the Agro-ecological Condition of Level Barind Tract
27.	Impact of Micro Credit on Vulnerable Women's Empowerment: A Study at Kurigram District
28.	Annotated Bibliography of RDA Publications
29.	Variety Screening and Production Technology Development of Grape
30.	Effectiveness of Fish Culture on Soil Health: A Study in Bogra District
31.	Communication Exposure of Rural Male and Female for Livelihood Improvement through Seed Business
32.	Safe Motherhood Situation of Santal Community: A Study in Northwest Region of Bangladesh
33.	Effect of Sunlight on Growth of Potato Plantlets in Plant Tissue Culture Laboratory
34.	One Village One Product: A Study on Poverty Reduction through Single Enterprise at Community Level
35.	Reaper and Closed Drum Thresher Vis-à-vis Indigenous Method on Post-harvest output of Rice: A study at the RDA Demonstration Farm
36.	Impact of the Nalka-Bonpara Highway on Rural Economy: A Case Study of the Chalan Beel
37.	Production and Marketing of Mango: A study in the Northwest region of Bangladesh
38.	Challenges and Opportunities of Women Entrepreneurship in Seed Sector
39.	Restudy of Aira Village
40.	Impact of Training on Livestock, Poultry Rearing and Primary Treatment
41.	Impact of Training on Vegetable Production Management in Selected Areas of Bangladesh
42.	Technical and Economic Viability of RDA Demonstration Farm: A Time Series Analysis
43.	Declining Trend of Pulses and Oilseed Crops Cultivation in the North-west Bangladesh: Reasons and Remedies

৩ । প্রায়োগিক গবেষণাঃ

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পাশাপাশি পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লাগসই কৌশল উদ্ভাবনের নিমিত্তে একাডেমী প্রায়োগিক গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। সরকারী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আর্থিক অনুদানে এসব প্রকল্প পরিচালনা করা হয়। সরকারী অনুদানপুষ্ট প্রকল্পগুলো সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) আওতায় পরিচালিত হয়। এডিপিভূক্ত ৩টি প্রকল্প একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প ৩টি হলো ঃ (১) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প, (২) দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, (৩) আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-পরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প ।

২০০৮-০৯ অর্থ বছরের জন্য এডিপিভূক্ত থোক বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য আরও ৫টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প পাঁচটি হলো ঃ

- আরডিএ'র আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গবাদী পশুপালন, বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণ এবং জৈব সার উৎপাদন করে মঙ্গা কবলিত এলাকায় দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (প্রস্তাবিত মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১২);
- আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃষ্টি/ বন্যার পানি বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসায় সম্পূরক পানি সরবরাহ (প্রস্তাবিত মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১২);
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (প্রস্তাবিত মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১২);
- সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (প্রস্তাবিত মেয়াদকাল ঃ জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৩); এবং
- পচনশীল-বর্জ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক বিকল্প জ্বালানী শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায় উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (প্রস্তাবিত মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৫) ।

৪.আরডিএ ঋণ কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক সমাপ্তকৃত সকল প্রকল্পের (এসএফডিপি, সিভিডিপি, সেপা, এমভিআরডি) সমন্বিত ঋণ কার্যক্রম ধারণার উপর ভিত্তি করে **"আরডিএ ক্রেডিট"** নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমাপ্তকৃত এডিপি প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও সার্ভিস চার্জ এর অর্থ আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়ভারসহ গৃহস্থালী ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানির মূল্য পরিশোধে সক্ষম করে তোলাই আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশুদ্ধ পানি ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তে একটি উৎপাদনমুখী উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিআইডব্লিউএম কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ৮১ (একাশি) টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সীড ক্যাপিটাল বাবদ মোট ৯৪২.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। উক্ত টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে মোট ১,৬৮০.৮৪ লক্ষ টাকা ১১,৬৯৬ জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা সদস্য ৫,০৮৬ জন (৪৩%) এবং পুরুষ সদস্য ৬,৬১০ জন (৫৭%) । এ যাবৎ সার্ভিস চার্জ সহ আদায়যোগ্য ১,৩৬৮.৭৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ১,০৭৪.৬৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে, আদায়ের হার ৯৩% । আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবৎ ১০৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সরাসরি

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১১,৬৯৬ জন সুবিধাভোগীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেন্টারের নিজস্ব আয় থেকে প্রায় ১৭১ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আরডিএ ঋণের বৈশিষ্ট্য

- ❑ সদস্য অন্তর্ভূক্তির পূর্বে আর্থ-সামাজিক জরীপ ও ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৫ থেকে ১৫ জন সর্বোচ্চ সদস্য নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন;
- ❑ সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরাসরি গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগীদের হাতে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান;
- ❑ জামানত বিহীন ঋণের ব্যবস্থা; এবং
- ❑ স্বল্প হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ।

৫.এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের শিরোনাম ঃ

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প (সংশোধিত অনুমোদিত)।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা মডেল দ্রুত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ঃ

প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	সম্পূর্ণ জিওবি।
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ (সংশোধিত অনুমোদিত)।
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২৮৮৩.১১ লক্ষ টাকা (সংশোধিত অনুমোদিত)।
প্রকল্প এলাকা	ঃ	মোট ৫১টি উপ-প্রকল্প (দেশের বৃহত্তর জেলার প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে দু'টি করে গ্রাম)।

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণঃ

- স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ স্থাপন;
- ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন;
- ওভারহেড ট্যাংক (৩০,০০০ লিঃ) নির্মাণ;
- গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন; এবং
- পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন (Optional) ।

প্রকল্পের শিরোনাম

দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

ক) আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি দেশের দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে সম্প্রসারনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ঃ

প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	সম্পূর্ণ জিওবি ।
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ (প্রকল্পটি ১ বছরের জন্য অনুমোদিত হয়েছে) ।
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১৪১৩.৯৪ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প এলাকা	ঃ	মোট ১৫টি উপ-প্রকল্প (চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা- ০৪ টি, সিলেট পার্বত্য এলাকা- ০৩ টি, ঢাকা পার্বত্য এলাকা -০৩ টি, খুলনা দক্ষিণাঞ্চল- ০২ টি এবং বরিশাল দক্ষিণাঞ্চল- ০৩ টি) ।

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

- স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ স্থাপন;
- ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন;
- ওভারহেড ট্যাংক (চাহিদা মাফিক) নির্মাণ;
- গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন (ঙঢ়ঃরড়হধষ) ।

গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচসহ বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং গভীর নলকূপের পানি বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে ব্যবহার ।

প্রকল্পের শিরোনাম

আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-পরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প ।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

পল্লীর জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন, অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ঃ

প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	সম্পূর্ণ জিওবি ।
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ ।
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১৪৯০.৮২ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প এলাকা	ঃ	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এলডিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর আওতায় এবং শুস্ক মৌসুমে যেখানে ভূ-উপরিস্থ পর্যাপ্ত পানি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২৫ টি স্থানে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে ।

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার নির্দিষ্ট উৎসে স্বল্প ব্যয়ের এলএলপি ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয় । এছাড়াও চাহিদা মাফিক ছোট ছোট গভীর নলকূপ স্থাপন, ওভারহেড ট্যাংক ও পাইপ লাইন স্থাপন করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করে থাকে ।

ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ

এডিপি বহির্ভুত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

১। প্রকল্পের শিরোনাম	ঃ	দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সাশ্রয়ী ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার প্রায়োগিক গবেষণা।
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	ঃ	২০০৬-২০০৯ (ডিসেম্বর)
অর্থায়নে	ঃ	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
প্রকল্প এলাকা	ঃ	বাংলাদেশের সকল খরা প্রবণ এলাকা

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট

পানি সাশ্রয়ী ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া গবেষণার শুরু থেকে জিআইএস তথ্যভিত্তিক ৫টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে মাঠ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। এছাড়া একাডেমীর নিজস্ব কৃষি গবেষণা ষ্টেশনে ধানের পানি সাশ্রয়ী জাত এবং প্রযুক্তি নির্বাচনের গবেষণাও একই সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

২। কৃষকের সরাসরি অংশগ্রহণে গবেষণা পরিচালিত হওয়ায় কৃষকরা তাদের পছন্দের জাত ও প্রযুক্তি নির্বাচনের সুযোগ পাচ্ছেন।

৩। এ পর্যন্ত মৌসুমভিত্তিক বেশ কয়েকটি ধানের জাতকে পানি সাশ্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

৪। প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি "MAGIC PIPE" জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় ৪০% সেচ এবং সেচ খরচ কমানো সম্ভব হচ্ছে।

৫। বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যের উপর ভিত্তি করে প্রামাণ্যচিত্র ধারন এবং **মাটি ও মানুষ** অনুষ্ঠানে তা প্রচার করেছে। এছাড়া প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংগনে প্রচারের লক্ষ্যে WAKE UP CALL শিরোনামে একটি ডিজিটাল ভিডিও আরডিএ থেকে তৈরী করা হয়েছে।

৬। বিগত ২৭ জুন, ২০০৯ তারিখের **জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোয়** প্রকল্পের উদ্ভাবন ভিত্তিক **"যাদুর নল"** শিরোনামে শনিবারের বিশেষ প্রতিবেদন আকারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

২। প্রকল্পের শিরোনাম	ঃ	পল্লী ফসল ক্লিনিক ঃ বাংলাদেশ (ফসলের ডাক্তার)।
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	ঃ	২০০৫-২০১০
অর্থায়নে	ঃ	গ্লোবাল প্লান্ট ক্লিনিক
প্রকল্প এলাকা	ঃ	বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার আমরুল ইউনিয়ন।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

স্থানীয়ভাবে কৃষককে তার ফসলের সঠিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'পল্লী ফসল ক্লিনিক ও ফসলের ডাক্তার' মডেল উদ্ভাবন।

৩। প্রকল্পের শিরোনাম	ঃ	গুড সীড ইনশিয়েটিভ (জিএসআই - ২) ইন সাউথ এশিয়া ঃ ডিজিটাল ভিডিও আইসিটি প্রকল্প।
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	ঃ	২০০৮-২০১১
অর্থায়নে	ঃ	সুইডিশ ডেভলপমেন্ট কো-অপারেশন (ঝউঈ)
প্রকল্প এলাকা	ঃ	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় যমুনা নদীর অভ্যন্তরে "হাটশেরপুর চর"।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

ক) ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি তৈরী, ব্যবহার ও বিনিময়ের মাধ্যমে সারা বিশ্বের কৃষকদের বীজ ব্যবস্থাপনায় সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

খ) বীজ বিষয়ক কৃষকদের উদ্ভাবনী সংগ্রহ, গবেষণা, প্রক্রিয়াকরণ এবং ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি (ভিডিও) আকারে ধারণ ও প্রচার করা।

গ) বিশেষতঃ চরাঞ্চলে বসবাসকারী চরবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

১। জিএসআই-২ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় যমুনা নদীর অভ্যন্তরে হাটশেরপুর চর'কে গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করে কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

২। কর্মসূচীর আওতায় হাটশেরপুর চরে বসবাসকারী ৬০টি হতদরিদ্র পরিবার থেকে ১২০ জন সদস্য নির্বাচন করে বীজ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।

৩। কর্মসূচীর আওতায় সব্জি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্বাচিত পরিবারের মধ্যে ভিত্তি বীজ, সার বিতরণ করা হয়েছে।

৪। পরিবেশ বান্ধব ভার্মিকম্পোষ্ট এর উপর অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা চরবাসীর সার সংকট দূর করতে এবং মাটির উর্বরতা উন্নয়নে ইতোমধ্যে চরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষনে সক্ষম হয়েছে।

৫। জিএসআই-২ এর মূল কার্যক্রম হিসেবে সব্জি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ বাজারজাতকরণ বিষয়ক ভিডিও তৈরির লক্ষ্যে পাণ্ডুলিপি গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে।

৪। প্রকল্পের শিরোনাম	ঃ	গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা প্রকল্প
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	ঃ	২০০৫-২০০৯
অর্থায়নে	ঃ	ডানিডা ও আইএফসি-এসিডিএফ
প্রকল্প এলাকা	ঃ	বগুড়া জেলার শাজাহানপুর, শেরপুর, সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার ২৫টি গ্রাম এবং জয়পুরহাট জেলার কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার ৫টি গ্রাম।

বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে যে বীজ ব্যবহৃত হয় তার প্রায় ৯০% বীজ আসে কৃষকদের বাড়িতে সংরক্ষিত বীজ থেকে। এ সকল বীজ ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন গ্রামীণ মহিলা। গ্রামীণ এই মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ সহায়তার মাধ্যমে এক ধাপ উন্নীত করে বীজ ব্যবসায়ী হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটানোর প্রয়াসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সীড উইং/ ডানিডা ও এস ই ডি এফ এর সহযোগিতায় ২০০৫ সালে ১০০ জন গ্রামীণ মহিলার অংশগ্রহণে মহিলা বীজ ব্যবসা শিরোনামে একটি প্রকল্প বগুড়া জেলার পাঁচটি গ্রামে শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে বীজ ব্যবসায়ী মহিলাদের সংখ্যা ৮০০ জনে উন্নীত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বীজ সেক্টরে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে সুযোগ করে দিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা।

উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি

১। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ জন গ্রামীণ মহিলাকে ৫টি দলে সংগঠিত করে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও বীজসহ উৎপাদনীর উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্র বীজ ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বাড়িতে বসেই তাঁরা প্রথম বৎসর ৩৫ মেঃ টন মানসম্মত ধান বীজ বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন।

২। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরে সর্বমোট ৮০০ জন গ্রামীণ মহিলাকে ৪০টি দলে সংগঠিত করে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও বীজ উৎপাদনী উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে বীজ ব্যবসায়ী হিসাবে গড়ে তোলা হয়।

৩। ২০০৯ সালের বোরো মৌসুমে মহিলা সদস্যবৃন্দ ৫২০ মেঃ টন ধান বীজ ও ৩,৫০০ কেজি সব্জি বীজ বাজারজাত করেন।

৪। মহিলাদের উৎপাদিত বীজ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বগুড়া জেলার শাজাহানপুর এবং সদর উপজেলায় ২টি বিশেষায়িত বীজ ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিক্রয় কেন্দ্র দুটি মহিলা সদস্যদের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন বীজ কোম্পানীর সাথে মহিলা বীজ ব্যবসায়ীদের বীজ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে।

৫। গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা শিরোনামে ইতোমধ্যে একটি ডিজিটাল ভিডিও একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে তা প্রচারিত হচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন-

সার্বিক তত্ত্বাবধান, প্রচ্ছদ,
গ্রাফিক্স ও সম্পাদনায় ঃ

কৌশল্যা রাণী বাগচী
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রতিবেদন প্রণয়নে ঃ

ড. তাপস কুমার বিশ্বাস
যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, (বার্ড), কুমিল্লা।
জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য
যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, (বার্ড), কুমিল্লা।
জনাব আবদুল করিম
উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, (বার্ড), কুমিল্লা।

সহযোগিতায় ঃ

জনাব মোঃ ফিরোজ হোসেন
পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।
জনাব মোস্তফা কামাল
যুগ্ম-পরিচালক, বিআরডিবি, ঢাকা।
জনাব মুহাঃ মাহবুবর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
জনাব মোঃ
সিনিয়র সহকারী সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
জনাব সুব্রত ভৌমিক
উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
.....
সিনিয়র সহকারী প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
কাজী সোনিয়া রহমান
সহকারী পরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা।